প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব (চতুর্থ পত্র) **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় : ESO : 04 : 13-16

		রচনা	**সম্পাদনা**
একক 47-49	:	অধ্যাপিকা সুজাতা সেন	অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী
একক 50-54	:	অধ্যাপিকা ডালিয়া চক্রবর্তী	অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক
একক 55-57	:	অধ্যাপিকা দেবমিত্রা মিত্র	অধ্যাপক পরিমল কর
একক 58-61	:	অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক	অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO – 04

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
13

একক 47 ❑ পূর্ণবাদের ঐতিহ্য ঃ দৃষ্টবাদ ঃ ডুর্কহাইমের দৃষ্টিভঙ্গি 11-25

একক 48 ❑ র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (কাঠামোভিত্তিক ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব):
ম্যালিনউস্কি (কর্মনির্বাহী তত্ত্ব) 26-39

একক 49 ❑ পারসনসের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব; মার্টন প্রদত্ত
ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সমালোচনা 40-59

পর্যায়
14

একক 50 ❑ দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব 63-69

একক 51 ❑ মার্ক্স ও মার্ক্সবাদ 70-84

একক 52 ❑ সিমেলের দ্বন্দ্ববাদ 85-89

একক 53 ❑ র‍্যালফ ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদ 90-95

একক 54 ❑ লুই কোসারের দ্বন্দ্ববাদ 96-100

পর্যায় 15

একক 55 ❑ বিনিময় তত্ত্ব 103-112

একক 56 ❑ বিনিময় তত্ত্বে হোম্যান্স ও ব্রাউ-এর সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্য 113-128

একক 57 ❑ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ 129-138

পর্যায় 16

একক 58 ❑ প্রপঞ্চবাদ – ১ 141-147

একক 59 ❑ প্রপঞ্চবাদ – ২ 148-157

একক 60 ❑ এথ্‌নোমেথডলজি 158-164

একক 61 ❑ ক্রিটিক্যাল থিয়োরী 165-183

ভূমিকা
কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

সমাজতত্ত্বে কর্মনির্বাহী বা ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যার (functional theory) গুরুত্ব অসামান্য। এই তত্ত্ব সমাজতাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করেছে বিভিন্নভাবে। পরবর্তীকালে সমাজসম্পর্কে আরও অন্যান্য তত্ত্ব উদ্ভবের ফলে ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব আক্রান্ত হয় নানা দিক থেকে। কিন্তু এই তত্ত্ব একসময়ে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এতটাই তার শক্তি প্রমাণিত হয়েছিল যে বিভিন্ন প্রতিযোগীতত্ত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এর প্রভাব বা ক্ষমতা পরবর্তী সময়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

কর্মনির্বাহী তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব প্রায় সমসাময়িক। সমাজতত্ত্ব যখন বুদ্ধিজীবি মহলে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পায় তখনই তার গর্ভে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের বীজ সুপ্ত অবস্থায় নিহিত ছিল। সমাজতত্ত্বকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে প্রথম চিহ্নিত করেন যে পণ্ডিত - সেই আগস্ট কোঁতের লেখায় আমরা ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের ধারণা খুঁজে পাই।

সমাজ সম্পর্কে প্রতিটি তত্ত্বই একটি বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের ক্ষেত্রেও একই জিনিস আমরা দেখতে পাই। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রীঃ) পটভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রাক্ বিপ্লবযুগের সমাজচিন্তাবিদেরা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজের ঐক্যকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁদের মতে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার উন্মেষের ফলে প্রাচীন সামাজিক প্রথাগুলি তাদের মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। ফলে যুক্তির আলোকে সমাজের গতানুগতিক জীবনে পরিবর্তন আনা তাঁদের মতে আবশ্যক হয়ে পড়ে। রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতি তাত্ত্বিকদের লেখার সাহায্যে এবং বিপ্লবীদের সক্রিয় কাজের মাধ্যমে বিপ্লবের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপের ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বিপ্লব হয় তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুভূত হয় সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে। এর ফলে ইউরোপীয় সমাজের সংহতি ও প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ক্ষুন্ন হয়। এই সময়কার চিন্তাবিদেরা সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরা মধ্যযুগীয় ঐক্য পুনরুজ্জীবিত করতে চান।

বিপ্লব পরবর্তী যুগের সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক ঐক্য বা সংহতি স্থাপন করাকেই তাঁদের সমাজ বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেন। সমাজের ঐক্যে ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁরা সমাজকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন সেটাই পরবর্তীকালে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব নির্মাণে সাহায্য করে। এঁরা তাঁদের লেখায় দেখালেন যে, সমাজের নিজস্ব একটি চলার ছন্দ আছে। মানুষ জোর করে সেই ছন্দপতন ঘটাতে চাইলে, অর্থাৎ ঐতিহ্যভিত্তিক সামাজিক প্রথা ও আচারকে আঘাত

করতে চাইলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি অগ্রাহ্য করে সমাজে শান্তি আনা যায় না। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে এই সত্য পরীক্ষিত হয়েছে। ক্রিয়াবাদী বিশ্লেষকেরা দেখান যে, ফরাসী বিপ্লব ইউরোপীয় সমাজের স্থায়ী সঙ্ঘবদ্ধ রূপকে আলোড়িত করে বিভেদ বিশৃঙ্খলার শক্তিকে দৃঢ় করে তুলেছে। এই আঁধারে নিজেদেরকে আলোর দিশারি মনে করে ক্রিয়াবাদীতাত্ত্বিকেরা সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ রূপটি স্থায়ী করার প্রয়াস চালান। কোনও রকম বড় পরিবর্তনের দিক থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে চেয়েছেন। সমাজতত্ত্বের জনক আগস্ট কোঁতের লেখায় সমাজের এই ঐক্যবদ্ধ রূপটি তুলে ধরার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এরপর স্পেন্সারের বিশ্লেষণেও সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আর এক তাত্ত্বিক ডুর্কহাইমও তাঁর তত্ত্বে সমাজের ঐক্যের ছবি আঁকেন।

প্রথমদিকের সমাজতাত্ত্বিকদের বর্ণিত সামাজিক সংহতির এই চিত্র পরবর্তীকালে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের ভাবনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেও এই দুই ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের ভূমিকা প্রস্তুত করে। যেমন, নৃতত্ত্ববিদ রেডক্লিফ ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কির মতো তাত্ত্বিকদের সমাজবিশ্লেষণে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব তার গুরুত্ব খুঁজে পায়। তাঁরা সমাজের আঁটোসাঁটো শৃঙ্খলাবদ্ধ ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। নৃতত্ত্ববিদ্যার গণ্ডি পেরিয়ে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ আবার সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। সেখানে কিছু কিছু স্বকীয়তা বা নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। আবার এইসব তাত্ত্বিকেরা অনেকক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু মতানৈক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু মূল ধারণাটি, অর্থাৎ সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ সংরক্ষণের (system maintenance) প্রচেষ্টা সবার মধ্যেই অব্যাহত রয়ে গেছে। এই শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের মধ্যে পারসনস এবং মার্টনের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি।

এই পর্যায়ের পরবর্তী এককগুলিতে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের বিকাশের ধারাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রতিটি এককেই আমরা দেখতে পাব কিভাবে প্রত্যেক তাত্ত্বিকই সমাজের স্থিতিশীল অবস্থা জিইয়ে রাখার মানসিকতা প্রকাশ করেছেন। যেহেতু কোনরকম বড় ধরনের পরিবর্তনকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন সেহেতু পরবর্তী সময়ের অনেক চিন্তাবিদই তাঁদেরকে রক্ষণশীল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এইসব চিন্তাবিদেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। এই পাঠক্রমে এ সমস্ত সমালোচনার ওপরে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

মূল উদ্দেশ্য ঃ

উপরের বক্তব্যকে এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে ধরে নিয়ে বলা যায় যে এই পাঠক্রম আপনাকে যে যে বিষয়ে সাহায্য করবে তা হ'ল ঃ

- সমাজতত্ত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বা তত্ত্ব, অর্থাৎ ক্রিয়াবাদী ধারণা বা তত্ত্ব সম্পর্কে আপনি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

- সমাজতত্ত্ব একটি পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পাবার সময় থেকে সমাজ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা সম্পর্কে আপনি অবহিত হবেন।
- ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের বিকাশের ধারা সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন।
- জীববিদ্যা কিভাবে সমাজতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল সে ব্যাপারে আপনার ধারণা হবে।
- ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে কোন্ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে পরবর্তী তাত্ত্বিকেরা সমালোচনা করেছেন সে সম্পর্কে আপনার জ্ঞান জন্মাবে।
- সমাজবিদ্যার তত্ত্বগতদিক সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি স্বচ্ছ করতে সাহায্য করবে।

একক ৪৭ □ পূর্ণবাদের ঐতিহ্য; দৃষ্টবাদ ঃ ডুর্কহাইমের দৃষ্টিভঙ্গী

গঠন

৪৭.১ উদ্দেশ্য
৪৭.২ প্রস্তাবনা
৪৭.৩ পূর্ণবাদের ঐতিহ্য ঃ
৪৭.৩.১ সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদ
৪৭.৪ দৃষ্টবাদ (Positivism)
৪৭.৪.১ ফরাসী বিপ্লব ও দৃষ্টবাদ
৪৭.৪.২ সাঁসিমোঁ ও দৃষ্টবাদ
৪৭.৪.৩ কোঁত ও দৃষ্টবাদ
৪৭.৪.৪ হার্বাট স্পেনসার ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজচর্চা
৪৭.৫ ডুর্কহাইমের সমাজ ব্যাখ্যা
৪৭.৫.১ ডুর্কহাইমের তত্ত্বে পূর্বসূরীদের প্রভাব
৪৭.৫.২ ডুর্কহাইমের তত্ত্বে ক্রিয়াবাদের ধারণা
৪৭.৫.৩ সুইজেনেরিসে'র ধারণা
৪৭.৫.৪ ডুর্কহাইমের তত্ত্বের সমালোচনা
৪৭.৬ সারাংশ
৪৭.৭ অনুশীলনী
৪৭.৮ উত্তরমালা
৪৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৭.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠশেষে আপনারা যা সহজেই করতে পারবেন তা হ'ল ঃ

- সমাজতত্ত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, অর্থাৎ ক্রিয়াবাদী ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- হোলিজম, অর্থাৎ পূর্ণবাদ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বে দৃষ্টবাদ কিভাবে বিকাশ লাভ করেছে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বের পথিকৃৎদের সমাজবিশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।
- পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব কিভাবে ক্রিয়াবাদী ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করেছে তা, বুঝতে পারবেন।

৪৭.২ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের জনক হিসাবে আমরা অগাষ্ট কোঁতের (August Conte) নাম উল্লেখ করি। কোঁৎ তাঁর পূর্বসূরীদের, যেমন Bonald, Maistre এবং মূলত Saint simon -দের তত্ত্বকেই একটি সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনায় সামাজিক ঐক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসারও সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্যোগ নেন। এঁরা সামাজিক ঐক্যের চিত্র আঁকাতে গিয়ে সেই সময়কার জনপ্রিয় বিজ্ঞান জীববিদ্যার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলনা করে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আর এক সমাজতাত্ত্বিক ডুর্কহাইমও সমাজের সংহতির রূপটির ওপর জোর দিতে গিয়ে জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলনা করেন। তাঁদের সবার চিন্তাধারায় হোলিজম, অর্থাৎ পূর্ণবাদ বা সমগ্রবাদের প্রভার পড়েছিল। এঁদের চিন্তাধারা পরবর্তীকালের ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪৭.৩ পূর্ণবাদের ঐতিহ্য

সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে হোলিজম (Holism) অথবা পূর্ণবাদের ধারণা গড়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীক সমাজ চিন্তাবিদদের লেখায় পূর্ণবাদের দৃষ্টির সন্ধান মেলে। কাজেই এই ধারণাটি একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে। হোলিজম বা পূর্ণবাদে সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যায় সামাজিক কাঠামো বা সমগ্র সমাজের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ, এখানে ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। সমাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তির একক ইচ্ছার কোনও মূল্য নেই। সম্পূর্ণ সমাজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং, পূর্ণবাদে আমরা দেখি কোনও সমগ্র বা পূর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে যোগসূত্র বজায়-রেখে ক্রিয়াশীল হয় এবং এই পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে সমগ্র ব্যবস্থাটির ভারসাম্য বজায় থাকে।

বিভিন্ন তাত্ত্বিক পূর্ণবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবদেহের ভারসাম্যের সঙ্গে সমাজদেহের ভারসাম্যকে তুলনা করেছেন। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ -প্রত্যঙ্গগুলি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি অঙ্গই জীবের কোন বিশেষ কাজের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি অংশই এভাবে একত্রে জীবের সার্বিক চাহিদা পূরণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বা পারস্পরিকতা বজায় রাখে। অর্থাৎ, কোনও অংশই তার কাজ এককভাবে করতে পারে না, কারণ জীবের সমগ্র চাহিদা বা কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিশেষ অংশের বিশেষ কাজ অর্থপূর্ণ হয়। যেমন, আমরা কোনও খাদ্য গ্রহণ করতে গেলে সেটি চোখে দেখি, হাতে গ্রহণ করি, নাকে আঘ্রান করি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে দাঁতে চিবিয়ে তাকে ভক্ষণ করি। এখানে প্রতিটি অঙ্গ একে অপরের ওপর নির্ভর করে বলে খাদ্য গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন হয়। পূর্ণবাদের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুও এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বের মধ্যে নিহিত।

৪৭.৩.১ সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদ

ক্রিয়াবাদী ধারণা জনপ্রিয়তা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদের তত্ত্ব একটি বিশেষ মাত্রা পায়। ক্রিয়াবাদী ধারণাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজতত্ত্বের জনক আগষ্ট কোঁতের লেখায় হোলিজম বা পূর্ণবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, সমাজের অংশগুলির সহাবস্থানের ফলে সমগ্র সমাজের

ভারসাম্য বজায় থাকে। কোঁতের বর্ণিত 'Social Statics' বা সামাজিক স্থিতিশীলতার তত্ত্বে সামাজিক অংশগুলির সহাবস্থানের ব্যাপারটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আবার 'Social Dynamics' বা সামাজিক গতিশীলতার মধ্য দিয়ে সমাজের অংশগুলি দ্বারা কৃত কাজের প্রবহমানতার কথা ঘোষিত হয়েছে। কোঁতের পর স্পেনসার ও ডুর্কহাইমও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্ক স্বীকার করে তাঁদের তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।

হোলিজমের তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এতে আমরা দেখতে পাই, তাত্ত্বিকেরা সমাজের চিত্র আঁকতে গিয়ে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমাজের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার হাতিয়ার হিসাবে তাঁরা কতকগুলি সুবিন্যস্ত অংশের পরিকল্পনা করেছেন। প্রতিটি অংশই হ'ল সমাজদেহের এক একটি অঙ্গ এবং এই প্রতিটি অংশই বিশেষ বিশেষ কাজ করে নিজেদের মধ্যে নির্ভরশীলতা বজায় রাখে। আর এই অংশগুলির পারস্পরিকতার ফলে সমাজজীবনের সার্বিক চাহিদাগুলি পূরণ হয় এবং সমাজে শৃঙ্খলা বা ঐক্য রক্ষিত হয়।

অনুশীলনী - ১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) ———— জনপ্রিয়তা অর্জন করার সাথে ———— সাথে হোলিজমের তত্ত্ব একটি বিশেষ মাত্রা পায়।

খ) সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদের আধুনিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ———— তত্ত্বে।

গ) সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করে কোঁত সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ———— সম্পর্কের ওপর জোর দেন।

ঘ) সমাজের অংশগুলির সহাবস্থানের ফলে সমগ্র সমাজের ———— বজায় থাকে।

ঙ) কোঁতের ———— তত্ত্বে সামাজিক অংশগুলির সহাবস্থানের ব্যাপারটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

চ) ক্রিয়াবাদী চিন্তাবিদেরা ———— সঙ্গে সমাজের তুলনা করেছেন।

ছ) সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদে সমাজ ব্যতিরেকে ———— অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।

৪৭.৪ দৃষ্টবাদ (Positivism)

Positivism বা দৃষ্টবাদ দুইটি অর্থ বহন করে। এক অর্থে দৃষ্টবাদ হ'ল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য বা জ্ঞান। এই অর্থে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে দৃষ্টবাদের সংজ্ঞা হ'ল আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ ও পরীক্ষিত সমাজ-সম্পর্কিত জ্ঞান। সমস্ত সামাজিক ঘটনা এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। ইংরাজী শব্দ Positivism -এর অন্য আর একটি অর্থ আছে। এই অর্থে Positivism হ'ল ইতিবাচক বা সদর্থক জ্ঞান। অর্থাৎ, নঞর্থক ধারণাকে অস্বীকার করলে বা নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে বা প্রত্যাখ্যান করলে সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি positive হয়ে যায়। আমরা জানি দু'টি'না সূচক ধারণা (negative + negative) একত্রে সদর্থক, ইতিবাচক বা positive ধারণার জন্ম দেয়

৪৭.৪.১ ফরাসী বিপ্লব ও দৃষ্টবাদ

স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রেরণায় সমাজ প্রতিষ্ঠা বা পুনর্গঠনের চেষ্টায় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাস্তিলের

দুর্গ পতনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয় তাতে মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক সমাজের ঐক্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাজা ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে দেশের অভিজাত ও শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ। এই বিপ্লবের অংশগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। ফ্রান্সের রাজারা ছিলেন ভোগসুখ বিলাসী এবং অনেকাংশেই ক্ষমতালোভী মন্ত্রীদের হাতের পুতুল। রাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের হাতে যাঁরা ছিলেন ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার শতকরা দুইভাগ। অবশিষ্ট শতকরা আটানব্বই ভাগেই ছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ। এঁরা সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এ ধরনের সামাজিক পরিবেশে রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে প্রচলিত রাজতন্ত্র, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ত্রুটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবে বিপ্লবের পটভূমি তৈরী হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা বাস্তিল দুর্গ অধিকার করেন এবং সেখানে বিনাবিচারে বন্দী সমস্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে দুর্গ ধ্বংস করেন। এভাবে বিপ্লবের সূচনা হয়। ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হবার পর বিপ্লবীরা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। এরপর চরমপন্থী জ্যাকোবিনদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ সময়ের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে বহুমানুষের মৃত্যু হয় ও অনেক সম্পত্তির ক্ষতি হয়। প্রাক্ বিপ্লব যুগে অনেক দার্শনিক সমাজের অতীত ঐতিহ্য ও আচারব্যবস্থাকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদেরকে Enlightenment বা জ্ঞানদীপ্তির দার্শনিক বলে চিহ্নিত করা হয়। এঁরা চিরাচরিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন কিন্তু এদের পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থার কোনও পরিকল্পনা দিতে পারেন নি। ফলে বিপ্লব-পরবর্তী যুগে সমাজ সংগঠনের কোনও ব্যবস্থার অভাবে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, লোকেদের মনে চরম হতাশা লক্ষিত হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সমগ্র ইউরোপে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীল দর্শনে (Romantic conservative reaction) দু'টি ধারা দেখা যায়। প্রথমত, কিছু দার্শনিক বিপ্লবোত্তর যুগে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যযুগের আচারব্যবস্থা ও অতীত মূল্যবোধ - এককথায় বিপ্লবের পূর্ববর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেন। অপরপক্ষে, আর একশ্রেণীর দার্শনিকেরা মধ্যযুগীয় অবস্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে মনে করেন। তাঁরা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরনের সমাজ গ্রন্থনার কথা ঘোষণা করেন। এই সমাজে ঐক্য থাকবে কিন্তু সেই ঐক্য মধ্যযুগের ঐক্যের অনুকরণে স্থাপন করা যাবে না। এঁরা জ্ঞানদীপ্তির দর্শনের নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনা করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। নঞর্থক দর্শনকে বর্জন এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজচর্চা - এই দুই পাশাপাশি লক্ষ্যেই তাঁরা স্থির ছিলেন। এইজন্য তাঁদের দর্শনকে ইতিবাচক দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৪৭.৪.২ সাঁসিমোঁ ও দৃষ্টবাদ (ইতিবাচক দর্শন)

সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা আগস্ট কোঁতের গুরু সাঁসিমোঁর (১৭৬০-১৮২৫) লেখায় আমরা পজিটিভ বা ইতিবাচক ধারণার উল্লেখ পাই। আমরা এর আগে দেখেছি যে, ফরাসী বিপ্লবের আগে অলোকপ্রাপ্ত (Enlightenment) দার্শনিকেরা মধ্যযুগীয় সামাজিক ঐক্যের মূলের কুঠারঘাত হেনেছিলেন। তাঁরা ছিলেন অসম্ভব যুক্তিবাদী। তাই সমস্ত সংস্কারাচ্ছন্ন এবং যুক্তিহীন প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা অস্বীকার করেন। সাঁসিমোঁ মনে করেন এইসব দার্শনিকদের নঞর্থক দর্শন সমাজের সংহতিকে বিনষ্ট করেছে কিন্তু পরিবর্তে কোনও ইতিবাচক সামাজিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিতে পারেনি। তিনি মধ্যযুগীয় সংহতির গৌরবজ্জ্বল ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্পের বর্তমান উন্নতির কথা মাথায় রেখে সেই পুরোনো সংহতি উদ্ধার করার অর্থহীনতা ও অসম্ভবতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তিতে। অতীত সমাজের সংহতি বন্ধনের পদ্ধতি দিয়ে বর্তমান সমাজ-বন্ধন কখনই সম্ভব নয়।

সাঁসিমোঁকে ইতিবাচক সমাজতাত্ত্বিক বলা হয় এই কারণে যে, তিনি মনে করতেন সামাজিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মডেল অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক কৌশল (techniques) ব্যবহার করা দরকার। অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞান হবে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। অন্য দিকে, তিনি এনলাইটেনমেন্ট দর্শনকে অগ্রাহ্য করেছেন। অর্থাৎ, পুরোনা মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পূর্ণ বিনাশের মানসিকতা তাঁর একেবারেই ছিল না। বরং এই সব প্রচেষ্টাকে তিনি সমালোচনা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁকে ইতিবাচক বা পজিটিভ দার্শনিক বলা হয়।

বিপ্লবোত্তর সমাজের বিশৃঙ্খলাকে রোধ করতে না পারলে ফরাসী বিপ্লবের মতো কোনও বিপ্লব আবার অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে - এই আশঙ্কায় সাঁসিমোঁ তাঁর সামাজিক বিশ্লেষণে সমাজের ঐক্যের ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। সমাজের ঐক্যবদ্ধ রূপটি তুলে ধরার জন্য তিনি কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দেখান, মানুষের জ্ঞান আহরণের তিনটি পৃথক পর্যায় আছে এবং সেই অনুযায়ী সমাজও তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়। প্রথম সামাজিক পর্যায় হ'ল theological বা ব্রহ্মবিদ্যাগত। এই সময় মানুষ সমস্ত ঘটনাকে ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করত। দ্বিতীয় স্তরে মানুষের জ্ঞান কিছুটা পরিণত হ'ল। এই পর্যায় metaphysical বা অধিবিদ্যাভিত্তিক স্তর হিসাবে পরিচিত। মানুষ এই সময় ঈশ্বরের শক্তির অবতারণা না করে প্রাকৃতিক শক্তি বা অন্যান্য বিমূর্ত শক্তির দ্বারা জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে চাইল। এরপরেই তৃতীয় বা শেষ স্তরে আসল অভিপ্রেত দৃষ্টবাদ বা বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাধারা। মধ্যযুগীয় ধর্মের পরিবর্তে দৃষ্টবাদী সমাজে বিজ্ঞান স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সাথেই যাজক বা অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানে বৈজ্ঞানিকগণ ও শিল্পপতিরা প্রতিষ্ঠিত হবেন। সমাজ ব্যাখ্যার এই সূত্র Law of three stages হিসেবে বিখ্যাত। সাঁসিমোঁ দেখিয়েছেন, মধ্যযুগে সামাজিক ঐক্যের প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্ম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের জ্ঞান আহরণের উপায় সম্পর্কিত চিন্তায় পরিবর্তন আসায় সামাজিক ঐক্যের ভিত হিসাবে ধর্ম তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় একমাত্র বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে সমাজে ঐক্য খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। সাঁসিমোঁ দেখান, এভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই বিজ্ঞানকে তিনি Social physiology বলে চিহ্নিত করেন।

৪৭.৪.৩ কোঁত ও দৃষ্টবাদ

সাঁসিমোঁর সমাজচিন্তার সার্থক রূপায়ণ দেখা যায় আগস্ট কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) লেখায়। সাঁসিমোঁর মূল ধারণাগুলিকে আরও সুসংগঠিতভাবে তিনি প্রকাশ করেন। গুরু সাঁসিমোঁর দৃষ্টবাদ কোঁতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কোঁত তাঁর যৌবনে ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করেন। এই অবস্থায় তিনি সমাজকে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সমাজ সম্পর্কে এনলাইটেনমেন্ট দার্শনিকদের নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি এই বিশৃঙ্খলার জন্মদাতা বলে মনে করেন। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি সমূলে উৎপাটন করার জন্য তিনি ইতিবাচক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজচর্চার ইঙ্গিত দেন। এই ইতিবাচক দর্শনই হ'ল দৃষ্টবাদ বা Positive philosophy। যুক্তিনির্ভর এই দর্শনের সাহায্যে কোঁত তাঁর সময়কার সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করতে চেয়েছেন। অভিজ্ঞতা নির্ভর, দৃষ্টবাদী এই বিজ্ঞানকে তিনি সমাজতত্ত্ব বা Sociology হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সাঁসিমোঁর অনুপ্রেরণায় কোঁত সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে ত্রিস্তর সূত্রের (Law of three stages) উল্লেখ করেন।

এভাবে প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যাগত স্তর পেরিয়ে অধিবিদ্যাগত স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের বুদ্ধি বিজ্ঞানসম্মত স্তরে পৌঁছাবে। Positive সমাজে মানুষের চিন্তা চরম উৎকর্ষতা লাভ করবে। কোঁত দেখিয়েছেন, মানুষের চিন্তা বিকাশের তিনটি পর্যায়ক্রমিক স্তর অনুযায়ী সমাজবিকাশের ক্ষেত্রেও তিনটি স্তর লক্ষিত হয়; অর্থাৎ প্রতিটি পর্যায়ের চিন্তার বিকাশের প্রতিফলন ঘটে সমাজবিকাশের ক্ষেত্রেও। সামাজিক নিয়মাবলী মেনেই তাঁর মতে সমাজ বিবর্তিত হয়। ব্যক্তির একক চেষ্টার কোন বিশেষ স্তরের বিবর্তন নির্ধারিত হয় না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কোঁত ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতিকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন; কারণ, কোনও ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চিন্তাধারা সামাজিক ঐক্যের বিরোধী হ'তে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তার সুসংহত রূপ ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবে। এই যুক্তিবাদী চিন্তার উন্মেষের ফলে মানুষের নৈতিক বোধেরও উন্নতি হবে। এজন্য বিভিন্ন শ্রেণী তাদের স্বার্থসংঘাত ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে পারস্পরিক বন্ধনে সুসংহত করবে এবং এভাবে সমাজের অংশগুলিতে পরস্পর নির্ভরশীলতা দেখা দেবে। সমাজ একটি অখণ্ড যৌগিক বস্তু হিসাবে বিরাজ করবে। কাজেই বৈজ্ঞানিক দর্শনের আলোকে সমাজতত্ত্ব একটি স্থায়ী ঐক্যবদ্ধ সমাজের সন্ধান দেবে।

কোঁতের দৃষ্টবাদী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে শৃঙ্খলা বা স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা একসঙ্গে বিরাজ করে। আপাতদৃষ্টিতে এই দু'টি ধারণার মধ্যে হয়ত কিছুটা বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু কোঁত তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সমাজে শৃঙ্খলা ও প্রগতির যুগবৎ সহাবস্থান সম্ভব। দৃষ্টবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়েই গতিশীলতা আসা সম্ভব। এভাবে সমাজ তার শৃঙ্খলা বিনষ্ট না করে প্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং গতিশীলতার ভেতরেও সমাজের মূল কাঠামো বজায় থাকে; ফলে ঐক্যও ক্ষুন্ন হয় না।

৪৭.৪.৪ হার্বার্ট স্পেনসার ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজচর্চা

কোঁতের বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ বিশ্লেষণের উল্লেখ দেখা যায় তাঁরই সমসাময়িক আর এক সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেনসারের (১৮২০-১৯০৩) লেখায়। তিনি জীববিদ্যার মডেল সমাজবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেন। তিনি দেখান, বিভিন্ন প্রাণী বা জীবের মধ্যে একটি ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে। ত' হ'ল প্রতিটি প্রাণীর দেহাঙ্গগুলি তাদের কাজের মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল থেকে প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখে। এই বৈশিষ্ট্যটি স্পেনসারের মতে, সমাজজীবনেও লক্ষিত হয়।

স্পেনসার দেখিয়েছেন, বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে যেমন জটিলতা আসে, সেরকম সময়ের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামোগুলির জটিলতাও বাড়তে থাকে। কোনও একটি সামাজিক কাঠামো যদি বিভিন্ন ধরনের উপাদান দিয়ে গঠিত হয় তাহলে বিভিন্ন অংশের মধ্যে নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। কাজেই সমাজস্থ অঙ্গগুলির বৈসাদৃশ্য ও বিভিন্নতা যতই বৃদ্ধি পায় সমাজের সার্বিক সংহতিও ততই বাড়তে থাকে এবং নিজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য কাটিয়ে উঠে সমাজ তার স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করতে পারে। সমাজের অঙ্গ এবং জীবের অঙ্গগুলি পৃথকভাবে তুলনা করে তিনি এদের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। সমাজ ও জীবের সাদৃশ্য দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে, সমাজকে একটি জীবদেহ বলেই মনে করেছেন।

অনুশীলনী - ২

১। সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) এনলাইটেনমেন্ট দার্শনিকেরা পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলিকে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন / ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন / এ সম্পর্কে কোন মতই প্রকাশ করেননি।

খ) সাঁসিমোঁর লেখায় নঞর্থক চিন্তাধারার / ইতিবাচক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে।

গ) সাঁসিমোঁ এনলাইটেনমেন্ট দর্শনের প্রতিবাদ করেছেন / সমর্থন করেছেন।

ঘ) মধ্যযুগীয় ঐক্যকে সাঁসিমোঁ ঠিক সেভাবেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন / ঠিক সেভাবে ফিরিয়ে আনার অবাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঙ) ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় সমাজের সংহতি দৃঢ় হয়েছিল / সংহতি ক্ষুন্ন হয়েছিল।

চ) কোঁত এবং সাঁসিমোঁর মত অনুযায়ী মানুষের জ্ঞান আহরণের কোনও নির্দ্দিষ্ট পর্যায় নেই / তিনটি পৃথক পর্যায় আছে।

ছ) সাঁসিমোঁর চিন্তা কোঁতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে / কোনও অংশেই প্রভাবিত করেনি।

জ) কোঁতের মতে, ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় সমাজে কোনও বিশেষ স্তরের বিবর্তন হয় / সমাজের সূত্র অনুযায়ী সামাজিক স্তরগুলি বিবর্তিত হয়।

ঝ) কোঁতের দৃষ্টবাদী সমাজে শৃঙ্খলা ও প্রগতি একত্রে অবস্থান করে / কেবল শৃঙ্খলা থাকে, প্রগতি থাকে না।

ঞ) কোঁতের মতে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা উন্মেষের ফলে নৈতিক বোধের উন্নতি হয় / নৈতিক দিকে কোনও পরিবর্তন আসে না।

ট) স্পেনসারের মতে, সমাজদেহের অঙ্গগুলি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জটিলতা বাড়ে / তাদের জটিলতা হ্রাস পায়।

৪৭.৫ ডুর্কহাইমের সমাজব্যাখ্যা

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে ডুর্কহাইম (১৮৫৮-১৯১৭) একজন নতুন পথের দিশারি। কোঁত বা তাঁরই সমসাময়িক স্পেনসারের চিন্তাধারা অনেক পরিমাণে গ্রহণ করেও ডুর্কহাইম তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমাজের ঐক্যবদ্ধ রূপটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনি সমাজের মহান ও অসীম শক্তিধর চরিত্রটিকে লোকসমক্ষে তুলে ধরেন। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তীকালে সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব গঠনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

৪৭.৫.১ ডুর্কহাইমের তত্ত্বে পূর্বসূরীদের প্রভাব

ডুর্কহাইম কোঁত ও স্পেনসারের বিজ্ঞানমনস্কতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের পথ অনুসরণ করে তিনি সমাজতত্ত্বকে একটি অভিজ্ঞতা নির্ভর, বাস্তববাদী বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত সমাজতাত্ত্বিকদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। তিনি এঁদের মতই সামাজিক ঐক্যের চিত্রটি সবার চোখের সামনে তুলে ধরতে চান। ডুর্কহাইমের প্রথম দিককার লেখায় স্পেনসারের জৈবিক তত্ত্বের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়, যদিও পরে স্পেনসারের বিরুদ্ধে তিনি তির্যক দৃষ্টি হেনেছিলেন। কোঁত এবং

বিপ্লব বিরোধীদের মতো সমাজের দ্বন্দ্বকে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, সমাজে সংহতির অভাব দেখা দিলে সমাজসংস্কারের মাধ্যমেই তা' নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়।

৪৭.৫.২ ডুর্কহাইমের তত্ত্বে ক্রিয়াবাদের ধারণা

ডুর্কহাইমের প্রথম গবেষণালব্ধ পুস্তক The Division of Labours প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে শ্রমবিভাজন সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজগ্রন্থণা করার প্রয়াস প্রকাশিত হয়। এখানে তাঁর ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টার ইঙ্গিতও মেলে। এই গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাক্‌শিল্প যুগের সরল সমাজে মানুষের চাহিদা কম থাকার ফলে সবার মধ্যে একটি অভিন্ন মানসিকতা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল। এই মানসিকতা সমাজের সংহতি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। এইভাবে সমাজে ঐক্য আসে অভ্যাসবশে, পৃথক কোনও উদ্যোগের মাধ্যমে এই ঐক্য বজায় রাখার দরকার হয় না। এই যৌথ বিবেক বা অভিন্ন সচেতনতা সরল প্রাক্‌শিল্প সমাজের ভিতকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। এর ফলে উদ্ভুত সামাজিক ঐক্যকে mechanical solidarity বা যান্ত্রিক সংহতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে মানুষের ঐক্য হ'ল অভিন্ন ঐক্য বা Solidarity of resemblance সবাই একই ধরনের মানসিকতা বা আচার -আচরণে বিশ্বাসী, কিন্তু শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প প্রধান সমাজে মানুষের চাহিদা বাড়তে থাকে - লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিচিত্র লোকের জীবনাদর্শ, ব্যবহার ও চাহিদায় বৈচিত্র্য ঘটার ফলে পূর্বোক্ত যান্ত্রিক উপায়ে সমাজের বন্ধন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। ডুর্কহাইমের মতে, চাহিদা বাড়ায় এবং লোকসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রম বিভাজনের প্রবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। শ্রমবিভাজনের ফলে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নির্ভরশীলতা ব্যতীত ব্যক্তিবর্গের সার্বিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন শ্রমবিভক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিকতার সেতুবন্ধনের মাধ্যমে সমাজে সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল থেকে তার পৃথক পৃথক চাহিদা তৃপ্ত করে। ঠিক এভাবেই সমাজের বিভিন্ন অংশগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র সমাজের সার্বিক প্রয়োজন মেটায়। জীবদেহের ভারসাম্য বজায় রাখার আঙ্গিকে সমাজজীবনের ভারসাম্য রক্ষিত হয় বলে ডুরখাইম এই ধরনের সংহতিকে জৈবিক সংহতি বা organic solidarity বলে বিশেষিত করেছেন। তাঁর এই জৈবিক সংহতি ব্যাখ্যার মধ্যে ক্রিয়াবাদী ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪৭.৫.৩ সুইজেনেরিসের ধারণা ঃ

ডুর্কহাইমের ব্যবহৃত সুইজেনেরিস শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাঁর সমাজবিশ্লেষণের তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন। সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন প্রসঙ্গে ডুর্কহাইম সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেন সামাজিক ঘটনার (social fact) ওপরে। কোনও সমাজতাত্ত্বিকের প্রথম কাজ বা ধর্মই হল সামাজিক ঘটনার স্বরূপ আবিষ্কার করা। তিনি এভাবে দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রতিটি কাজেরই একটি সামাজিক হেতু থাকে। কোনও মানুষের স্বাধীন চিন্তায় বা ইচ্ছায় কোনও কাজ সংঘটিত হয় না। এই সামাজিক ঘটনাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল এগুলি ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত কোনও ব্যাপার নয়, এগুলি বাহ্যিক বা external। দ্বিতীয়ত,.বাইরে থেকে এই ঘটনাবলী মানুষের কাজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে। এভাবে সামাজিক হেতুগুলি বস্তু হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। সেই বস্তু মানুষের একক শক্তির তুলনায় অনেক বৃহত্তর। এভাবে ডুর্কহাইম দেখান যে, সমগ্র সমাজের শক্তি মানুষের একক শক্তির তুলনায় অনেক বৃহত্তর। সমাজ ডুর্কহাইমের মতে, মহান, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান। এই সর্বশক্তিমানের

suigeneris চালিকা শক্তি তার অন্তর্গত সব মানুষের ইচ্ছা, চিন্তাও আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম বা আত্মহত্যার ঘটনাকে ডুর্কহাইম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন। ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি 'sacred' বা পবিত্র জিনিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সমাজস্থ লোকেরা একত্রে ধর্মীয় বা পবিত্র আচার আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যেকার ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। এভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস একটি সামাজিক শক্তি হিসাবে ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করে। আত্মহত্যার ঘটনাকেও ডুর্কহাইম দেখেছেন একই দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, আত্মহত্যা ব্যক্তির ইচ্ছাপ্রসূত কোনও কারণে ঘটে না। এর একটি সামাজিক হেতু আছে। সমাজতাত্ত্বিকদের কাজ হ'ল সেই হেতু নির্ণয় করা। তিনি দেখান, সমাজের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত ব্যক্তিদের কোনও পৃথক সত্তা থাকতে পারে না। কাজেই সামাজিক উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের নিজস্ব কোনও কর্মক্ষেত্র নেই বলে ডুর্কহাইম মনে করেন।

ডুর্কহাইম এইভাবে সমস্ত ধরনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি দেখান, ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা বা স্বার্থ বড় হয়ে উঠলে সমাজের যৌথ মানসিকতায় তা' আঘাত করতে পারে। এরফলে সামাজিক সংহতি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এসবের মধ্য দিয়ে ডুর্কহাইম দেখাতে চেয়েছেন ব্যক্তির থেকে সমাজ অনেক বড়। সমাজ হ'ল অসাধারণ ও suigeneris , ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার কোনও স্থান নেই এখানে। তাই 'সমাজের মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল' - এই বিশ্বাস সবার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। এইভাবে সমাজবন্ধনের যে সূত্র ডুর্কহাইম তৈরী করেছেন, তা' ভবিষ্যৎ সামাজিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের সুপ্ত বীজ অনেকাংশেই নিহিত ছিল।

৪৭.৫.৪ ডুর্কহাইমের তত্ত্বের সমালোচনা

ডুর্কহাইম তাঁর পূর্বসূরীদের কর্মনির্বাহী বিশ্লেষণের কিছু ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং নিজের ব্যাখ্যাকে সেইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। যেমন, তিনি মনে করেন, কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে উদ্দেশ্যবাদ বা teleology -র প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হবে। কার্যের ছায়া কারণের বিশ্লেষণকে আচ্ছন্ন করলে বিশ্লেষণটি তত্ত্বটি উদ্দেশ্যবাদের শিকার হয়। এই কারণে ডুর্কহাইম কোনও ঘটনার কর্ম থেকে তার কারণকে পৃথক করে দেখাতে চান। যেমন, Division of Labour- গ্রন্থে তিনি শ্রমবিভাজনের সম্পাদিত কর্ম থেকে শ্রমবিভাজনের উদ্ভবের কারণকে পৃথক করে দেখাতে চেয়েছেন। শ্রমবিভাগের কারণ হিসাবে তিনি জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধিকে উল্লেখ করেছেন। শ্রমবিভাগের কার্য হ'ল সমাজের সংহতি দৃঢ় করা। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত শ্রমবিভাগের কারণ ব্যাখ্যার (causal explanation) বিশ্লেষণ করলে তাঁর চিন্তাধারায় কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, তখন এতদিনকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সমাজে সর্বত্র প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতাকে কেবলমাত্র শ্রমবন্টন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে বিশিষ্ট কাজযুক্ত প্রতিটি সঙ্ঘ - একে অপরের ওপর নীতিগত দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এই নির্ভরশীলতা সমাজে লুপ্ত ঐক্য পুনরায় বন্ধন করে। কাজেই সমাজে শ্রমবিভাজনের উদ্ভবের কারণ হিসাবে এর সংহতি বন্ধনের ভূমিকাকে ডুর্কহাইম নির্দ্দিষ্ট করেন। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যবাদের অভিযোগে দুষ্ট হয়ে পড়ে। এইসব অভিযোগ সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে, ডুর্কহাইমের তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত সমাজতত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালের তত্ত্ব নির্মাণে এই তত্ত্ব প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

অনুশীলনী - ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) সমাজের ———— রূপটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ডুর্কহাইম সমাজের মহান ও অসীম শক্তিধর চরিত্রটিকে লোকসমক্ষে তুলে ধরেন।

খ) ডুর্কহাইম কোঁত ও স্পেনসারের ———— দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গ) প্রাক্ শিল্পযুগের সরল সমাজে সবার মধ্যে একটি ———— মানসিকতা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল।

ঘ) ———— সমাজে ঐক্য আসে অভ্যাসবশে এবং এই ঐক্যকে বলা হয় ———— সংহতি।

ঙ) লোকসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাদের চাহিদা বাড়ায় ———— প্রবর্তন দরকার হয়ে পড়ে।

চ) জটিল সমাজে শ্রমবিভক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিকতার সেতুবন্ধনের মাধ্যমে সমাজে ———— বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ছ) জীবদেহের ভারসাম্য বজায় রাখার আঙ্গিকে সমাজজীবনের ঐক্য রক্ষিত হয় বলে ডুর্কহাইম এই ধরনের সংহতিকে ———— বলে বিশেষিত করেন।

জ) ডুর্কহাইম দেখান প্রতিটি কাজেরই একটি ———— হেতু থাকে।

ঝ) সর্বশক্তিমান সমাজ সবসময় ব্যক্তির ইচ্ছা, চিন্তা ও আচার-ব্যবহারকে ———— করে।

ঞ) আত্মহত্যার মতো ঘটনা, ডুর্কহাইমের মতে, ———— ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না, ———— এর একটি ———— হেতু আছে।

ট) ———— পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত ব্যক্তিদের কোনও পৃথক সত্ত্বা থাকতে পারে না।

ঠ) ডুর্কহাইমের সমাজবন্ধনের সূত্র ভবিষ্যতে ———— ও ———— সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

ড) শ্রমবিভাজনের কারণ হিসাবে ডুর্কহাইম ———— উল্লেখ করেন এবং এর কার্য হিসাবে ———— বন্ধনকে চিহ্নিত করেছেন।

৪৭.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা দেখলাম সমাজতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী ধারণা এবং পূর্ণবাদের তত্ত্ব কিভাবে একসঙ্গে বিকাশ লাভ করে। ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে সমাজের বিভিন্ন অংশগুলিকে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হিসাবে দেখা হয়। এই অংশগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে সমাজের ঐক্য বজায় রাখার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে। এই কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকে। ক্রিয়াবাদী ধারণার মতো পূর্ণবাদেও সমগ্রের চাহিদা পূরণের জন্য অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা ভাবা হয়। সমগ্রের এই ঐক্যের ছবি পরিস্কার করার জন্য সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রথম থেকেই সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। সমাজতত্ত্বের এই জনকেরা তাদের সমাজ বিশ্লেষণে দৃষ্টবাদী দর্শন বা Positivism -এর গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন।

দৃষ্টবাদী দর্শনের উদ্ভব হয় ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় সমাজে। ফরাসী বিপ্লবের আগে enlightenment বা আলোকপ্রাপ্ত দার্শনিকেরা মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থাকে যুক্তি বা জ্ঞান দ্বারা অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। এর সঙ্গে বিপ্লবীদের সক্রিয় কাজকর্মে ফ্রান্সে বিপ্লবের সূচনা হয়। বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় সমাজের সূচনা হয়। বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় সমাজের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ক্ষুন্ন হয়। এ ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে ফ্রান্সে Romantic Conservative Reaction বা রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়। এই রক্ষণশীল দার্শনিকদরে কেউ কেউ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজের ঐক্য বন্ধনের চেষ্টা করেন। সমাজবিজ্ঞানী সাঁসিমোঁ এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আগষ্ট কোঁত উভয়েরই এই বিজ্ঞান নির্ভর সমাজচর্চায় উৎসাহ দেখান। এভাবে বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজ গবেষণার সাথে সাথে সমাজতত্ত্বে দৃষ্টবাদের ধারণার স্ফুরণ হয়। এই দার্শনিকেরা enlightenment দার্শনিকদের নঞর্থক চিন্তাধারাকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। এই অর্থেও তাঁদের চিন্তাধারাকে ইতিবাচক বলা যায়। তাঁরা দেখান, প্রকৃতির মতোই সমাজ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে চালিত হয়। এই প্রসঙ্গে সাঁসিমোঁ এবং কোঁত-দুজনেই Law of three stages বা ত্রিস্তর সূত্রের প্রসঙ্গ অবতারণা করেন। এই সূত্র অনুযায়ী মানুষের জ্ঞান আহরণের তিনটি পৃথক পর্যায় চিহ্নিত করা হয় আর ধরে নেওয়া হয় যে, এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজও তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়। আদর্শ ও শেষ স্তর অর্থাৎ দৃষ্টবাদী বা ইতিবাচক স্তরে মানুষের চেতনা হয়ে যায় বিজ্ঞাননির্ভর ও যুক্তিবাদী। কোঁত ও সাঁসিমোঁ দেখান, দৃষ্টবাদী সমাজে মানুষের নৈতিক বোধও উন্নত হবে এবং বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যের বন্ধনকে অটুট করবে। কোঁত তাঁর দৃষ্টবাদী সমাজে স্থিতিশীল ও গতিশীল উভয় দিকেই আলোকপাত করেছেন।

হার্বার্ট স্পেনসারের লেখাতে সমাজ বিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি সমাজকে একটি জীব হিসাবে দেখার চেষ্টা করেন।

কোঁত, স্পেনসার ইত্যাদি পণ্ডিতদের সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা ডুর্কহাইম কিছুটা প্রভাবিত হ'লেও তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিতে সমাজ ব্যাখ্যা করেন। তিনি সমাজ বা সমগ্রকে সর্ব শক্তিমান হিসাবে কল্পনা করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিরা সমাজ দ্বারা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক ঐক্যের ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য তিনিও সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর 'জৈবিক সংহতি'র ধারণায় আমরা সমাজের ঐক্যকে জীবদেহের ঐক্যের আঙ্গিকে গঠিত হ'তে দেখতে পাই। সমাজতত্ত্বের এই জনকদের লেখায় সামাজিক ঐক্যের চিত্র পরবর্তীকালে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

৪৭.৭ অনুশীলনী

(ক) সব প্রশ্নের উত্তর ৫/৬ টি বাক্যে লিখুন।

১) পূর্ণবাদ বলতে কি বোঝায় ?

২) ইতিবাচক দর্শনের দুইটি অর্থ কি?

৩) আলোকপ্রাপ্ত দর্শনের (Enlightenment philosophy) মূল বক্তব্য কি?

৪) রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া বলতে কি বোঝায় ?

৫) সাঁসিমোঁ ও কোঁতের মতে মানুষের জ্ঞান আহরণের পর্যায়গুলি কি কি?

৬) কোঁত তাঁর দৃষ্টবাদী সমাজে শৃঙ্খলা ও প্রগতিকে কিভাবে একত্রে গ্রথিত করেছেন?

৭) স্পেনসারের তত্ত্বে জীব ও সমাজের সাদৃশ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

৮) 'যান্ত্রিক সংহতি' ও 'জৈবিক সংহতি' বলতে ডুর্কহাইম কি বুঝিয়েছেন?

৯) ডুর্কহাইমের তত্ত্বে সুইজেনেরিস (Suigeneris) কি অর্থ বহন করে?

১০) ডুর্কহাইমের তত্ত্ব কিভাবে উদ্দেশ্যবাদের শিকার হয়?

৪৭.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

ক) ক্রিয়াবাদী ধারণা; খ) কোঁতের; গ) পারস্পরিক; ঘ) ভারসাম্য; ঙ) স্থিতিশীলতার; চ) জীবদেহের ছ) ব্যক্তির।

অনুশীলনী - ২

ক) ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

খ) ইতিবাচক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে।

গ) প্রতিবাদ করেছেন।

ঘ) ঠিক সেভাবে ফিরিয়ে আনার অবাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঙ) সংহতি ক্ষুন্ন হয়েছিল।

চ) তিনটি পৃথক পর্যায় আছে।

ছ) কোঁতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

জ) সমাজের সূত্র অনুযায়ী সামাজিক স্তরগুলি বিবর্তিত হয়।

ঝ) শৃঙ্খলা ও প্রগতি একসঙ্গে অবস্থান করে।

ঞ) বৈজ্ঞানিক চিন্তা উন্মেষের ফলে নৈতিক বোধের উন্নতি হয়।

ট) তাদের জটিলতা বাড়ে।

অনুশীলনী - ৩

ক) ঐক্যবদ্ধ; খ) বিজ্ঞানমনস্কতার, গ) অভিন্ন; ঘ) সরল, যান্ত্রিক; ঙ) শ্রমবিভাজনের; চ) সংহতি; ছ) জৈবিক সংহতি; জ) সামাজিক; ঝ) নিয়ন্ত্রণ; ঞ) ব্যক্তির সামাজিক; ট) সমাজের; ঠ) সামাজিক নৃতত্ত্বে ও সমাজতত্ত্বে; ড) জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধিকে, ঐক্য।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি ঃ

১) পূর্ণবাদে আমরা দেখি কোনও সমগ্র বা পূর্ণব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে ক্রিয়াশীল ব্যবস্থাটির ভারসাম্য বজায় থাকে। বিভিন্ন তাত্ত্বিক পূর্ণবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবদেহের ভারসাম্যের সঙ্গে সমাজদেহের ভারসাম্যকে তুলনা করেছেন। জীবদেহের প্রতিটি অংশই জীবের সার্বিক চাহিদা পূরণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বা পারস্পরিকতা বজায় রাখে। পূর্ণবাদের কেন্দ্রবিন্দুও এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বে নিহিত। সমাজতত্ত্বে পূর্ণবাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং পূর্ণবাদে সমগ্র বা সম্পূর্ণ সমাজের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।

২) ইতিবাচক জ্ঞান বা দৃষ্টবাদের একটি অর্থ হ'ল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য বা জ্ঞান। এই অর্থে সমাজতত্ত্বে ইতিবাচক জ্ঞান বা দৃষ্টবাদ আমাদের শেখায় কিভাবে সমস্ত সামাজিক ঘটনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তত্ত্ব নির্মাণ করতে হয়। ইংরাজী শব্দ Positivism -এর আর একটি অর্থ আছে। এই অর্থে ইতিবাচক জ্ঞান বা Positivism হ'ল সদর্থক জ্ঞান। অর্থাৎ, নঞর্থক ধারণাকে অস্বীকার করলে সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি Positive হয়ে যায়। আমরা জানি দু'টি 'না' সূচক ধারণা (negative + negative) একত্রিত হয়ে সদর্থক বা ইতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়।

৩) ফরাসী বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে স্বৈরচারী রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য কিছু দার্শনিক তখনকার প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ইত্যাদির ত্রুটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইসব দার্শনিকেরা সমাজের অতীত ঐতিহ্য ও আচার ব্যবস্থাকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। চিরাচরিত রীতি নীতির বিরুদ্ধে সরব এইসব দার্শনিকদের আলোকপ্রাপ্ত (enlightenment) দার্শনিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৪) ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগে সমাজ-সংগঠনের কোনও ব্যবস্থার অভাবে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সমগ্র ইউরোপে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কিছু দার্শনিক বিপ্লবোত্তর যুগে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যযুগীয় আচার ব্যবস্থা বা অতীত মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেন। অন্যদিকে, কিছু দার্শনিক অতীত অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরনের সমাজ গ্রন্থনার কথা ঘোষণা করেন। এঁরা আলোকপ্রাপ্ত দর্শনের নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনা করেন এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমাজকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন।

৫) সাঁসিমোঁ ও কোঁতের মতে, মানুষের জ্ঞান আহরণের তিনটি পৃথক পর্যায় আছে। প্রথম বা ব্রহ্মবিদ্যাগত (theologial) পর্যায়ে মানুষ সমস্ত ঘটনাকে ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করত। দ্বিতীয় বা অধিবিদ্যাভিত্তিক (metaphysical) পর্যায়ে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি বা অন্যান্য বিমূর্ত্ত শক্তির দ্বারা জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করত। তৃতীয়, অর্থাৎ ইতিবাচক (positive) স্তরে মানুষ বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে জগৎ ও সমাজের ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ নেয়।

৬) কোঁতের দৃষ্টবাদী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে শৃঙ্খলা বা স্থিতিশীলতা এবং প্রগতি বা গতিশীলতা একসঙ্গে বিরাজ করে।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি ধারণার মধ্যে বিরোধ থাকলেও কোঁত তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সমাজে শৃঙ্খলা ও প্রগতির যুগপৎ সহাবস্থান সম্ভব। দৃষ্টবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়েই গতিশীলতা আসা সম্ভব। এভাবে সমাজ তার শৃঙ্খলা বিনষ্ট না করে প্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং গতিশীলতার ভেতরেও সমাজের মূল কাঠামো বজায় থাকে - ফলে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

৭) হার্বার্ট স্পেনসারের মতে, প্রতিটি প্রাণীর দেহাঙ্গগুলি তাদের কাজের মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল থেকে প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রাণীর এই বৈশিষ্ট্যটি, তাঁর মতে, সমাজজীবনেও কাঙ্খিত হয়। তিনি দেখান, বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে যেমন জটিলতা বৃদ্ধি পায়, সেরকম সময়ের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামোগুলিতেও জটিলতা বাড়ে। একটি সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন ধরনের উপাদান দিয়ে গঠিত হ'লে বিভিন্ন অংশের মধ্যে নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। সমাজস্থ অঙ্গগুলির বিভিন্নতা যতই বৃদ্ধি পায় সমাজের সার্বিক ঐক্যও ততই বাড়তে থাকে এবং নিজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য কাটিয়ে উঠে সমাজ তার স্থিতিশীলতাকে সুদৃঢ় করে। সমাজের অঙ্গ এবং জীবের অঙ্গগুলি পৃথকভাবে তুলনা করে স্পেনসার এদের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন।

৮) ডুর্কহাইম তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রাক্‌শিল্প যুগের সরল সমাজে মানুষের চাহিদার বৈচিত্র্যময় থাকায় সবার মধ্যে একটি অভিন্ন মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং এই মানসিকতা সমাজের সংহতি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে এইভাবে সমাজে ঐক্য আসে অভ্যাসবশে- পৃথক কোন উদ্যোগের দরকার হয় না। এই ধরনের সামাজিক ঐক্যকে যান্ত্রিক সংহতি অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অপর পক্ষে, শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মানুষের চাহিদা বাড়তে থাকতে -লোক সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় শ্রমবিভাজন প্রবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। শ্রমবিভাজনের ফলে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিকতার সেতুবন্ধনের মাধ্যমে সমাজে সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। জীবদেহের ভারসাম্য বজায় রাখার আঙ্গিকে সমাজজীবনের ভারসাম্য রক্ষিত হয় বলে ডুর্কহাইম একে জৈবিক সংহতি বলে বিশেষিত করেছেন।

৯) সমাজকে অসীম শক্তিধর, অদ্বিতীয় ও মহান হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে ডুর্কহাইম 'Suigeneris' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, সমাজের শক্তি ব্যক্তির একক শক্তির তুলনায় অনেক বৃহৎ। কাজেই সমাজ বাদ দিয়ে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে পারে না। ব্যক্তিরা সব দিক থেকেই সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যক্তিদের নিজস্ব কোনও কর্মক্ষেত্র নেই বলে ডুর্কহাইম মনে করেন। এই অর্থে সমাজ হ'ল অসাধারণ বা Suigeneris।

১০) ডুর্কহাইম তাঁর তত্ত্বে উদ্দেশ্যবাদের ছায়া এড়ানোর জন্য কোনও ঘটনার কাজ ও তার উদ্ভবের কারণের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চান। যেমন - শ্রমবিভাজন ঘটনাটির কারণ হিসাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও কার্য হিসাবে এর সংহতিবন্ধন ক্ষমতাকে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত শ্রমবিভাগের কারণ ব্যাখ্যায় আমরা দেখি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবার ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সমাজে সর্বত্র দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা দেখা যায় এবং এই দ্বন্দ্বকে কেবলমাত্র

শ্রমবন্টন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে প্রতিটি সঙ্ঘের মধ্যে নির্ভরশীলতা সমাজে লুপ্ত ঐক্য ফিরিয়ে আনে। এভাবে ডুর্কহাইম শ্রমবিভাজনের উদ্ভবের কারণ হিসাবে এর সংহতি বন্ধনের ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করেন। এই ব্যাখ্যাতে কাজ ও কারণের ভেদরেখা বিলুপ্ত হয় ও ডুর্কহাইমের তত্ত্ব উদ্দেশ্যবাদের শিকার হয়ে পড়ে।

৪৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Cohen P. S. : *Modern Social Theory, Heinemann educational Books Ltd, 1968*

২) Collins Randall : *Three Sociological Tradition, Oxford Univ. Press, 1985.*

৩) Haralambas Minth Heald R. M : *Sociology-Themes & Perspectives, Oxford University Press, 1980.*

৪) Rocher Guy : *A general Introduction to Sociology.*

৫) Turner J. H. : *The structure of Sociological Theory, The Dorsey Press, 1974.*

একক ৪৮ ☐ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন (কাঠামোভিত্তিক ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব) ম্যালিনাউস্কি (কর্মনির্বাহী তত্ত্ব)

গঠন

৪৮.১ উদ্দেশ্য

৪৮.২ প্রস্তাবনা

৪৮.৩ নৃতত্ত্ব ও কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

৪৮.৩.১ বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদ

৪৮.৪ ডুর্কহাইম ও র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন

৪৮.৪.১ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কাঠামোভিত্তিক কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

৪৮.৪.২ সমাজ ও জীবদেহের সাদৃশ্য

৪৮.৪.৩ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্বে ত্রুটি

৪৮.৫ ম্যালিনাউস্কির পশ্চাৎপট

৪৮.৫.১ ম্যালিনাউস্কি ও কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

৪৮.৫.২ ম্যালিনাউস্কির তত্ত্বে চাহিদা ও সংস্কৃতি

৪৮.৫.৩ ম্যালিনাউস্কির গবেষণার পদ্ধতি

৪৮.৫.৪ ম্যালিনাউস্কির তত্ত্বে ত্রুটি

৪৮.৬ সারাংশ

৪৮.৭ অনুশীলনী

৪৮.৮ উত্তরমালা

৪৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৮.১ উদ্দেশ্য

- সমাজতত্ত্বের আঙিনা পার হয়ে ক্রিয়াবাদী ধারণা কিভাবে নৃতত্ত্ববিদদের লেখাকে প্রভাবিত করেছিল তা' বুঝতে পারবেন।
- র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কির গবেষণায় তাঁদের পূর্ববর্তী নৃতাত্ত্বিকদের থেকে বিচ্যুতি অনুধাবন করতে পারবেন।
- র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কি - এই উভয় তাত্ত্বিকের লেখার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য সম্পর্কে আপনার জ্ঞান হবে।
- এ প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব কিভাবে উভয় উভয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে - সেটি বুঝতে পারবেন।

৪৮.২ প্রস্তাবনা

ক্রিয়াবাদী চিন্তাধারা সমাজতত্ত্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করে প্রথমযুগের সমাজতাত্ত্বিকদের লেখায়। এঁদের চিন্তাধারা বিশেষত ডুর্কহাইমের সমাজ-বিশ্লেষণ পরবর্তী সমাজ চিন্তাবিদদের প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কির মতো নৃতাত্ত্বিকেরা এই ক্রিয়াবাদী ধারণা থেকে প্রেরণা পান। তাঁদের গবেষণায় তাঁরা এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। কর্মনির্বাহী ধারণা তাঁদের বিশ্লেষণকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তার পরিচয় আমরা এই পর্যায়ে পাব।

৪৮.৩ নৃতত্ত্ব ও কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

আমরা আগের এককে দেখেছি ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমাজতত্ত্বে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। কোঁত, স্পেন্সার ও ডুর্কহাইমের সমাজ-বিশ্লেষণে জীববাদ (organicism) ও ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের বীজ প্রোথিত ছিল। তাঁদের সবার লেখাতেই সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রবণতা দেখা যায়। জীবদেহের আঙ্গিকে সমাজের চিত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সামাজিক সংহতির চিত্রকল্পটি নির্মাণ করা সহজ হয়। জীবের অংশগুলির মতো সমাজের অংশগুলিকে পারস্পরিকতার সূত্রে আবদ্ধ ও এভাবে ক্রিয়াশীল হিসাবে দেখাতে পারলে কর্মনির্বাহী পূর্ণতা (functionalism) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এভাবে সমাজতত্ত্বের ভূমিতে প্রথম থেকেই কর্মনির্বাহী তত্ত্বের নির্যাস প্রকাশ পেয়েছে। আর কর্মনির্বাহী চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে জীববাদের তত্ত্বও জনপ্রিয় হয়েছে। সমাজতত্ত্বের শৈশবে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সবচাইতে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে ডুর্কহাইমের লেখায়। ডুর্কহাইমের সমাজ-বিশ্লেষণ বুদ্ধিজীবিমহলে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সমাজতত্ত্বের গণ্ডি পেরিয়ে তা'নৃতত্ত্বের আঙিনায় প্রবেশ করে। এর ফলে কর্মনির্বাহী তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব থেকে নৃতত্ত্ববিদদের লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হ'ল।

ক্রিয়াবাদী নৃতত্ত্বের প্রধান কাজ হ'ল প্রতিষ্ঠান, প্রথা, আদর্শ বা ভাবধারার ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, সংস্কৃতির প্রক্রিয়াগুলি কোনও বিশেষ নিয়মের অধীনে কাজ করে এবং সমগ্র সংস্কৃতির অংশগুলির ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়েই এই নিয়ম বা নীতিগুলি প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতির অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এইজন্য কোনও অংশকে সমগ্র সংস্কৃতির বাইরে পৃথকভাবে চর্চা করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। প্রতিটি অংশই অন্য অংশগুলির ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়। কাজেই কোনও সংস্কৃতিই আকস্মিক নয়। একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশগুলির পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং এভাবে সমগ্র সংস্কৃতির প্রবহমানতা রক্ষিত হয়।

৪৮.৩.১ বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নৃতত্ত্বের জগতে দুইটি চিন্তাধারা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল; এদের একটি হ'ল বিবর্তনবাদ বা Evolutionism এবং অপরটি হ'ল প্রসারণবাদ বা Diffusionism। সংস্কৃতির বিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। এজন্য বর্তমান কোনও সাংস্কৃতিক উপাদান বা ঘটনাকে প্রাচীনকালের নিদর্শন মেনে নিয়ে সেই অতীতকালের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়।

অতীতের পুনর্গঠনের ওপর এঁরা গুরুত্ব দেন। যেমন, বিবর্তনবাদীরা মনে করেন, উপস্থিত বা বর্তমান আদিবাসী সমাজগুলি প্রাচীন মানবসমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে। প্রসারণবাদীরা সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তির গুরুত্বকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। এঁরা দেখান, কিভাবে কোনও বিশেষ সংস্কৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এক সমাজ বা সংস্কৃতি থেকে অন্যান্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কোনও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অনুকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় তার প্রসারের ভিত্তিতে সেই সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করার প্রয়াস দেখা যায় প্রসারণবাদে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নৃতাত্ত্বিক র‍্যাডকিল্প-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কি উভয়েই তাঁদের সময়ে নৃতত্ত্বে প্রচলিত বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠে সমাজ ব্যাখ্যার নতুন ধারা প্রবর্তন করেন।

৪৮.৪ ডুর্কহাইম ও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন

ডুর্কহাইমের সমাজ-বিশ্লেষণ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনকে (১৮৮১-১৯৫৫) খুবই প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রেরণায় র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান যে, সমস্ত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনাই সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ, সামাজিক হেতু ছাড়া কোনও ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু ডুর্কহাইমের বিশ্লেষণে দু'একটি ত্রুটিপূর্ণ জায়গাও তিনি চিহ্নিত করেন। ডুর্কহাইম তাঁর সমাজব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন যে, সমাজের প্রতিষ্ঠান বা অংশগুলি সমাজের needs বা 'প্রয়োজন' মেটানোর ফলে সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান যে, এই 'প্রয়োজন' বা 'needs' কথাটি প্রয়োগ করে ডুর্কহাইমের তত্ত্বটি উদ্দেশ্যবাদের (teleology) শিকার হয়েছে। সেইজন্য তিনি 'needs' বা প্রয়োজন কথাটির পরিবর্তে 'necessary conditions of existence' বা 'অবস্থানের প্রয়োজনীয় শর্ত' এই কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'necessary conditions of existence' কথাগুলি ব্যবহারের সময় কোনও সার্বিক সামাজিক প্রয়োজন নির্দিষ্ট না করলেও চলে। পৃথক পৃথক সমাজের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক শর্তাবলী সেই বিশেষ বিশেষ সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়। কাজেই কোনও সার্বিক এবং নির্দিষ্ট সামাজিক চাহিদার ধারণা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এভাবে বিভিন্ন সমাজের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শর্ত দেখা দেওয়ার ফলে প্রতিটি অংশেরই কোনও প্রয়োজনীয় কাজ (function) থাকতেই হবে - এরকম ভাবনার কোন যুক্তি নেই। বিভিন্ন সংস্কৃতির বা সমাজব্যবস্থার অংশগুলির একই ধরনের কাজ (function) থাকবে তারও কোনও অর্থ নেই। প্রত্যেক সমাজেই কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য থাকে যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক ঐক্য রক্ষিত হয়।

৪৮.৪.১ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কাঠামোভিত্তিক কর্মনির্বাহীতত্ত্ব

ব্রিটেনের নৃতত্ত্বে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ম্যালিনাউস্কির সঙ্গে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করে দেখান, সংস্কৃতির ওপর সামাজিক কাঠামোর প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। 'Structure and Function in Primitive Society' (১৯৫২) তাঁর একটি বিখ্যাত কাজ। এখানে তিনি আদিবাসী সমাজের সংহতি বিশ্লেষণ করেছেন সমাজের কাঠামো ও তার কার্যের ভিত্তিতে। তাঁর কাজের জন্য তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক জীবন গবেষণা করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বকে পরিবেশন করেন নিম্নলিখিত ধারায়। প্রথমত, সমাজস্থ অংশগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংহতি সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। সুতরাং, সমাজ রক্ষণের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল তার অংশগুলির মধ্যে ঐক্যরক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কর্ম' বা 'function' বলতে তিনি সেই প্রক্রিয়াগুলিকে নির্দিষ্ট করেছেন, যেগুলি সমাজস্থ অংশগুলির ঐক্য বর্ধনে সহায়ক। তৃতীয়ত, প্রতি সমাজেই কিছু কিছু অংশ থাকে যেগুলি প্রয়োজনীয় সংহতি রক্ষা করে চলে। কাজেই এধরনের ব্যাখ্যায় আমরা সামাজিক কাঠামো এবং তার ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয় শর্তগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, সমাজে বেঁচে থাকতে হ'লে তার অংশগুলির মধ্যে বা সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঐক্য থাকতে হবে। সামাজিক ঘটনাগুলি এই ঐক্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। সমাজদেহের অংশগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। তিনি দেখান, প্রতি সমাজেরই কিছু কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই সমাজের আচরণবিধি বা ব্যবহারিক দিকগুলি (Practices) এমনভাবে কাজ করে যার ফলে সেই সমাজের বিশেষ কাঠামোটি রক্ষিত হয়। সমাজের কাঠামো এবং এর প্রয়োজন বা চাহিদাকে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সবসময় অপরিবর্তনীয় ও স্থির হিসাবে দেখেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধ্যানধারণাগুলিকে তিনি বিশেষ সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চেয়েছেন। এই কারণে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা নিজেদেরকে 'structuralists' বা 'কাঠামোবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি নিজেকে 'ক্রিয়াবাদী' বা 'functionalist' হিসাবে জানতে চাননি যদিও তাঁর চিন্তাধারা ক্রিয়াবাদী পূর্ণবাদকে (functional holism) প্রভাবিত করেছিল অনেকাংশেই।

নিজস্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যার উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে নৃতত্ত্বে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মায়ের ভাই ও বোনের ছেলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান, এই সমাজে কোনও ব্যক্তি তাঁর বোনের ছেলেকে এমন কিছু অনুগ্রহ দেখান বা এমন অনেক আব্দার সহ্য করেন যা তিনি নিজের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্ষেত্রে স্বীকার করেন না। তাঁর সম্পত্তির অধিকারও বোনের পুত্র পেতে পারে। এর আগে নৃতত্ত্ববিদেরা এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্বে এই সব সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন এই সব ঘটনাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অঙ্গ হিসাবেই দেখেছেন। এই সমাজে ব্যক্তিরা পিতা অথবা পিতার বংশের পিতৃস্থানীয় কোনও পুরুষ সদস্যের কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য, অথচ, মার বংশের কোনও পুরুষের কর্তৃত্ব তাঁর ওপর আরোপিত হয় না। এভাবেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান যে, এই একই সমাজে মামা বা মায়ের ভাইকে লোকেরা মায়ের চোখে দেখে। মা সন্তানের অনেক আব্দার সহ্য করেন বলে মামার কাছেও ছেলেমেয়েরা একইরকম আব্দার মেটানোর দাবী জানায়। মামার তরফের এই আব্দার অনুমোদন বা স্বীকৃতি পেলে তা প্রাতিষ্ঠানিক (institutionalized) মর্যাদা পায়। এভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ বিশ্লেষণ করেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় আমরা সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্বের ইঙ্গিত খুঁজে পাই। এই ঘটনাগুলি বিশেষ সামাজিক কাঠামোতে ঘটছে এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন করছে ও তার ফলে সেই সমাজ স্থায়িত্ব পাচ্ছে। অনুরূপভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সমাজের অনেক সমস্যা বা ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বংশধারার (leneage) ব্যাখ্যা করেছেন এমনভাবে যাতে সেই ব্যবস্থার (অর্থাৎ বংশধারার)) দ্বন্দ্ব বা সামাজিক কলহ দমনকারী রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। যেমন, অনেক সমাজে জমির মালিকানা পরিবারকেন্দ্রিক হয়। এখানে জমির ওপর কার কিভাবে উত্তরাধিকার আসবে বা জমি কিভাবে হস্তান্তরিত হবে তা নির্ধারিত হয় lineage system -এর মাধ্যমে। এভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান যে, এই ব্যবস্থা সমাজের অনেক সমস্যা বা কলহ মেটাতে সক্ষম। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিও রক্ষা করা সম্ভব হয়।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর তত্ত্বে দেখান যে, সমাজব্যবস্থা (Social System) হ'ল সমাজের সম্পূর্ণ কাঠামো এবং সমগ্র প্রথা, ব্যবহার বা রীতিনীতির সম্মিলিত রূপ। সামাজিক কাঠামো বা অংশগুলি তাদের কাজকর্ম বা ব্যবহারিক জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যার ফলে সব অঙ্গের মধ্যেই একটি আভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষিত হয়। তিনি আন্দামান দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ওপর তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেন। এদের জীবনযাত্রার প্রথা বা ব্যবহারগুলির উদ্ভবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক

জীবনে কিভাবে এই বিশেষ প্রথাগুলি তাদের স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রথাগুলি কিভাবে আদিবাসী সমাজের সামগ্রিকতা রক্ষা করে চলছে তার একটি ছবি আমরা র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্বে পাই।

অনুশীলনী - ১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১) কর্মনির্বাহী তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব থেকে _________ আঙিনায় প্রবেশ করতে পেরেছিল।

২) ক্রিয়াবাদী নৃতত্ত্বের প্রধান কাজ হ'ল প্রতিষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদির _________ ব্যাখ্যা করা।

৩) সংস্কৃতির প্রতিটি অংশই অন্য_________ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়।

৪) উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নৃতত্ত্বের জগতে দুইটি চিন্তাধারা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। এগুলি হ'ল _________ ও _________।

৫) বিবর্তনবাদে _________ পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়।

৬) প্রসারণবাদীরা সংস্কৃতির _________ গুরুত্বকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।

৭) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে 'প্রয়োজন' কথাটি প্রয়োগ করে ডুর্কহাইমের তত্ত্বটি _________ শিকার হয়েছে।

৮) 'প্রয়োজন' কথাটির পরিবর্তে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন _________ কথা কটি ব্যবহার করেছেন।

৯) পৃথক পৃথক সমাজের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক _________ সেই বিশেষ বিশেষ সমাজের _________ টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিরেচিত হয়।

১০) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান কোনও সার্বিক ও নির্দ্দিষ্ট সামাজিক _________ ধারণা থাকতে পারে না।

১১) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন আদিবাসী সমাজের সংহতি বিশ্লেষণ করেন সমাজের _________ ও তার _________ ভিত্তিতে।

১২) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে সমাজে বেঁচে থাকতে হ'লে তার অংশগুলির মধ্যে বা সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় _________ থাকতে হবে।

১৩) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন নিজেকে _________ হিসাবে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে _________ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

১৪) আদিবাসী সমাজের প্রথা বা ব্যবহারগুলির _________ তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখিয়েছেন এই সমাজে কিভাবে এই প্রথাগুলি তাদের _________ ভূমিকা পালন করছে।

১৫) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান, সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলি এমনভাবে কাজ করে যার ফলে সেই সমাজের বিশেষ _________ রক্ষিত হয়।

৪৮.৪.২ সমাজ ও জীবদেহের সাদৃশ্য ঃ

এর আগের এককে আমরা দেখেছি, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথম থেকেই সমাজকে জীবের সদৃশ ধরে নিয়ে সমাজ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্বেও আমরা এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখি। স্পেন্সারের থেকেও একধাপ এগিয়ে তিনি সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম ও প্রাণীর প্রাণরক্ষার চাহিদার মধ্যে সবসময় সমতা দেখা যায়। অর্থাৎ, সাংস্কৃতির ব্যবহারগুলি সমাজের চাহিদাকে লক্ষ্য করে সম্পাদিত হয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান, প্রাণীদেহ গবেষণা করলে

তিনটি ব্যপার আমাদের নজরে আসে- প্রাণীদেহের কাঠামো বা অঙ্গ, অঙ্গের সঙ্গে জড়িত কর্ম এবং সমগ্র দেহের বিবর্তন। তিন দেখান, সমাজীবনও এই তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রাণীর মতোই সমাজের কাঠামো বা অঙ্গ বর্তমান এবং জীবের মতোই অঙ্গগুলির নির্দিষ্ট কাজ আছে। তবে সমাজের অঙ্গগুলি প্রাণীর অঙ্গের মতো দৃশ্যমান নয়। তাদের অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি তাদের কাজের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। আবার, জীববিদ্যায় জীবের অসুস্থতার ধারণাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সমাজজীবনে অসুস্থতাকেও আমরা অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। সমাজে বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সামাজিক অসুস্থতার পরিচায়ক। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান, জীবাঙ্গের মতো সমাজের প্রতিটি অংশই কাজ করে চলেছে সমগ্র সমাজজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং এই কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে সমাজে তাদের অস্তিত্ব অর্থপূর্ণ হচ্ছে। আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, ডুর্কহাইমের সমাজবিশ্লেষণকে উদ্দেশ্যবাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত করার জন্য র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সমাজ জীবন ও প্রাণীদেহের মধ্যে সাদৃশ্য স্বীকার করার মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই উদ্দেশ্যবাদের ছায়া তাঁর তত্ত্বকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

৪৮.৪.৩ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্বে ত্রুটি

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন কর্মনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর নিজের ব্যাখ্যাকে তিনি এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ সত্ত্বেও কিছু সমস্যা তাঁর তত্ত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং এই সমস্যাগুলি পরবর্তীকালে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। প্রথমত, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন প্রত্যেক সমাজের জন্য পৃথক ক্রিয়াগত (functional) ঐক্যের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কতখানি কর্মগত ঐক্যের প্রয়োজন সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও বিশ্লেষণের দ্যোতকের উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ, সমাজের কোনও উপাদান সমগ্র সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কতখানি ভূমিকা পালন করছে এবং এই উপাদান কতখানি ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া বা কর্মপালন করলে তা সমাজের ভারসাম্য রক্ষার উপযোগী হবে সে সম্পর্কে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন কোনও ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন উপাদানগুলি কতখানি ঐক্য রক্ষা করছে বা কতখানি অনৈক্যের বীজবপন করছে এক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যার কোনও সুযোগ থাকছে না। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও বিশেষ সময়ে কোনও বিশেষ সমাজকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গবেষককে ধরে নিতে হবে যে, সেই সমাজের কাঠামোগুলি প্রয়োজনীয় ঐক্য রক্ষা করছে, কারণ সমগ্র সমাজটির অস্তিত্ব রক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ, সমগ্র সমাজের প্রবহমানতা থেকে ধরে নেওয়া হচ্ছে তার উপাদানগুলি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ঐক্য রক্ষাকারী ভূমিকা পালন করছে। এভাবে সমাজের চলমানতা থেকে তার উপাদান বা কাঠামোগুলির ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করছি। এই ধরনের ব্যাখ্যায় tantology বা পুনরুক্তিগত ত্রুটির আবির্ভাব হয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের বিশ্লেষণে ঠিক এভাবেই পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই উক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কুলপ্রথার (lineage system) ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যায়। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে কোনও গবেষক একটি বিশেষ সমাজের গবেষণাকালে সেই নির্দিষ্ট সমাজের সামগ্রিক ও প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাখ্যা দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধরেই নেন যে, কুলপ্রথা এই সমাজের অংশ হিসাবে নিশ্চয়ই সংহতি বৃদ্ধির কাজ করছে। পৃথকভাবে এই কুলপ্রথার কাজ কি অথবা এই কাজের মাধ্যমে সমাজের ঐক্য কতখানি বৃদ্ধি বা হ্রাস পেল - তার ব্যাখ্যা এখানে অনুপস্থিত। এভাবে কোনও সংস্কৃতির সংহতি বজায় আছে ধরে নেওয়া এবং এই অনুমানের ভিত্তিতে সংস্কৃতির অন্তর্গত অংশগুলির ঐক্যপালনকারী অথবা সংহতিবন্ধনকারী ভূমিকার ওপর

গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তত্ত্বগত দিক থেকে অন্যান্য সমস্যারও উদ্ভব হয়। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীতে সমগ্র সংস্কৃতির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই সংস্কৃতির কোনও উপাদানের উদ্ভব ও অস্তিত্বের কারণ নিহিত আছে বলে মনে করা হয়। যেমন, বংশগতি (lineage) বা কুলপ্রথার উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনে করা হয় সমগ্র সমাজের প্রয়োজনীয় ঐক্য বন্ধন করার ক্ষমতা আছে বলে এই প্রথার উদ্ভব হয়েছে এবং একে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এই ধরনের ব্যাখ্যায় সমাজের কোনও অংশের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ এবং সেই অংশের সম্পাদিত কাজ - এই উভয়ের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট হয় না। এই কারণে উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতনতা লুপ্ত হয়। এভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের গবেষণা উদ্দেশ্যবাদের (teleology) অভিযোগে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী - ২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে সাংস্কৃতিক ব্যবহারগুলি সমাজের _________ লক্ষ্য করে সম্পাদিত হয়।

খ) _________ থেকেও একধাপ এগিয়ে তিনি সমাজ ও জীবদেহের সাদৃশ্য প্রমাণ করেন।

গ) সমাজের অঙ্গগুলির অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি তাদের কাজের _________ মধ্য দিয়ে।

ঘ) সমাজের _________ , _________ ইত্যাদি সামাজিক অসুস্থতার পরিচায়ক।

ঙ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন দেখান জীবাঙ্গের মতো সমাজের প্রতিটি অংশই কাজ করে চলেছে সমগ্র সমাজীবনের _________ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং এই কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজে তাদের _________ অর্থপূর্ণ হচ্ছে।

চ) সমগ্র সমাজের প্রবহমানতা থেকে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সমাজের উপাদানগুলি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ _________ ভূমিকা পালন করছে। এই ধরনের ব্যাখ্যায় _________ দোষ আবির্ভূত হয়।

ছ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখা যায়, সমগ্র সংস্কৃতির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই সংস্কৃতির কোনও উপাদানের _________ ও _________ নিহিত আছে। এই ধরনের ব্যাখ্যায় সমাজের কোনও অংশের উদ্ভব ও বিকাশের _________ এবং সেই অংশের সম্পাদিত _________ উভয়ের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট হয় না। এভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের গবেষণা _________ অভিযোগে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

৪৮.৫ ম্যালিনাউস্কির পশ্চাৎপট

ম্যালিনাউস্কি (১৮৮৪-১৯৪২) ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এজন্য হয়তো জীববিদ্যার প্রভাব ছিল অনেকটাই। আমরা আগেই দেখেছি, ম্যালিনাউস্কি 'বিবর্তনবাদ' ও 'প্রসারণবাদ' - এই দুই তত্ত্বেরই বিরোধিতা করেছেন। সংস্কৃতির কোনও উপাদানই তাঁর মতে আকস্মিক নয়। একটি সংস্কৃতির সব উপাদানগুলিই, ম্যালিনাউস্কির মতে, কোনও না কোনভাবে মানুষের তথা সমাজের চাহিদা পূরণ করে। ডুর্খাইমের সমাজবিশ্লেষণ পদ্ধতি ম্যালিনাউস্কিকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ডুর্খাইম তাঁর ব্যাখ্যায় যেমন ব্যক্তির ওপর সমাজ বা সমগ্রের সর্বময় আধিপত্যের ছবি তুলে ধরেছেন, ম্যালিনাউস্কি তাঁর বিশ্লেষণে ব্যক্তির ওপর সমাজের এরকম সার্বিক প্রাধান্যের কোনও আভাস দেন নি। তাঁর চিত্রায়িত মানুষেরা প্রকৃত অর্থে মানুষ - তারা যন্ত্র নয় বা সমাজের হাতে খেলার পুতুল নয়।

৪৮.৫.১ ম্যালিনাউস্কি ও কর্মনির্বাহীতত্ত্ব

আধুনিক কর্মনির্বাহী তত্ত্বের পুরোধারা নিজেদেরকে খুব খোলাখুলিভাবে ক্রিয়াবাদী (functionalist) হিসাবে চিহ্নিত করেন নি। কর্মনির্বাহী তত্ত্বের প্রকাশ্য বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ম্যালিনাউস্কির লেখায়।

ম্যালিনাউস্কির মতে, অন্য জীবের তুলনায় কিছুটা সংস্কৃতিবান ও সামাজিক হ'লেও মানুষ প্রকৃতপক্ষে একটি জীব। সে তার বিভিন্ন জৈবিক চাহিদাগুলি মেটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। যেমন, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। যৌন চাহিদা তৃপ্ত করার মাধ্যম হিসাবে সে বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। সমাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বা পারস্পরিকতা বজায় রাখার উপায় নির্ধারণ করার জন্য আইন বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। এই জৈবিক চাহিদাগুলি ব্যতীত 'ধর্ম' বা 'যাদু' বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ম্যালিনাউস্কি দেখান যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্য নির্ধারিত হয় সামাজিক জীবনে তাদের সংহতি গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে। এভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি বা আচার আচরণগুলি পালনের মধ্য দিয়ে দুর্দিনে বা বিপদে আমরা সান্ত্বনা পাই। আবার ম্যালিনাউস্কি দেখান আদিবাসী সমাজে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তাদের যাত্রাপথ সুগম বা বিপন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হয়।

সংস্কৃতির প্রকৃত উপাদান বলতে ম্যালিনাউস্কি প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়েছেন। তিনি দেখান, আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য যেসব ধরনের ক্রিয়া বা আচরণ সংঘটিত হয়, তারই সঙ্ঘবদ্ধ রূপ হ'ল এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এইসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মানুষ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হয়। আমরা আগেই দেখেছি, প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনৈতিক, শাসন ক্ষমতা সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত অথবা অন্যান্য নানাবিধ চাহিদা কেন্দ্রিক হ'তে পারে। এভাবে ম্যালিনাউস্কি তাঁর ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে দেখান যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিদের আচরণ প্রণালীকে সংস্কৃতিধর্মী করে গড়ে তোলেন।

৪৮.৫.২ ম্যালিনাউস্কির তত্ত্বে চাহিদা ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতির ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব নির্মাণের সময় ম্যালিনাউস্কি কতকগুলি যুক্তি অনুযায়ী এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। প্রথমত, তিনি দেখান, সমাজস্থ মানুষের কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে, যেমন - ক্ষুধা, আশ্রয়, জন্মদানের মধ্য দিয়ে বংশ বজায় রাখা ইত্যাদি। মানুষের এসব চাহিদা মূলত শারীরিক বা দৈহিক (physiological), কিন্তু সমাজে আমাদের অর্জিত অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা এগুলি মেটানোর চেষ্টা করি। সেইজন্য আমাদের দৈহিক চাহিদাগুলি অনেকাংশে আমাদের সামাজিক অভ্যাস দ্বারা পুনর্গঠিত হয়। আমাদের সামাজিক শিক্ষা দ্বারা এই চাহিদাগুলিকে আমরা কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমরা সামনে যে খাদ্য দেখি তাই খেয়ে ফেলি না, যে সংস্কৃতি আমরা বাস করছি, সেই সংস্কৃতির রীতি, নীতি বা শিক্ষা অনুযায়ী এই চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করি। সংস্কৃতি এভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রকৃতি গড়ে তোলে। মানুষ তার সমস্যা সমাধানের জন্য বা চাহিদা পূরণের জন্য কখনই তার একার শক্তির ওপর নির্ভর করে না। সে পরিবার গঠন করে, সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এইসব সংগঠনে সংস্কৃতি অনুযায়ী কর্তৃত্বের বিন্যাসও হয়। সব সংগঠনেই 'ভাষা'র সংকেতের মাধ্যমে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালিত হয়। ম্যালিনাউস্কি দেখান, আমাদের মৌলিক, জৈবিক চাহিদাগুলি (biological needs) সাংস্কৃতিক মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হবার সাথে সাথেই জীবনধারণের পক্ষে অপ্রধান কিন্তু উচ্চতর কিছু সাংস্কৃতিক চাহিদার (Secondary needs) উন্মেষ হয়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক এবং তুলনায় কম মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সব সংস্কৃতিতেই উৎপাদন, বন্টন ও উপভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

এভাবে ম্যালিনাউস্কি দেখান, সংস্কৃতির সব উপাদানগুলিই কোনও না কোনওভাবে আমাদের চাহিদা পূরণ করে। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, মানুষ যখন প্রকৃতির কোনও ঘটনাকে নিজের জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তখন যাদু-বিশ্বাসের আশ্রয় নেয় এবং এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিকমতো বজায় রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, ওই ঘটনাগুলিকে যাদুবিদ্যার সহায়তায় ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করে। ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও ম্যালিনাউস্কি দেখান যে, মানুষের চাহিদা পূরণের জন্যই এর উদ্ভব। আদিবাসীদের ধর্ম মানবজীবনের সঙ্কটের সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। কাজেই মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

৪৮.৫.৩ ম্যালিনাউস্কির গবেষণার পদ্ধতি

ম্যালিনাউস্কি তাঁর গবেষণার জন্য অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জীবন এবং পরবর্তীকালে নিউগিনিয়ার কাছে ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সমাজকে নির্বাচন করেন। এ কাজের জন্য তিনি স্থানীয় রীতিনীতির শিক্ষা নেন এবং আদিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনে তিনি সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন, আদিবাসী সমাজের প্রকৃত সত্য নির্ধারণের জন্য আদিবাসীদের সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করতে হবে, তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে। তিনি সমাজ গবেষণার ও পর্যবেক্ষণের বিশেষ পদ্ধতির কথা চিন্তা করেন এবং পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ববিদদের প্রভৃত পরিমাণে প্রভাবিত করে। তত্ত্বগত দিক থেকে ম্যালিনাউস্কির গবেষণার সেরকম অবদান না থাকলেও ব্রিটেনের নৃতত্ত্বকে অভিজ্ঞতা-নির্ভর ঐতিহ্য (emperical tradition) প্রদান করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণার মূল্য অপরিসীম। তাঁর নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে ও নৃবিজ্ঞান চর্চায় তা' একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি প্রধানত দেখাতে চেয়েছেন, মানুষ সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। তাঁর মতে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় যে সব ঘটনার সম্মুখীন হই তাদেরকে অতীতের সাক্ষ্য বহনকারী হিসাবে চিহ্নিত করে কোনও লাভ নেই। বর্তমান সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সব ঘটনার উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিৎ। কাজেই অতীত বা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে বর্তমান ঘটনাগুলির বিকৃত পরিবেশন কখনই ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে ম্যালিনাউস্কি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তিনি দেখান, তত্ত্বগত জ্ঞানের থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আমাদের সমাজ সম্পর্কে বেশী সচেতন করে। আরামকেদারায় শুয়ে স্বপ্ননির্ভর তত্ত্ব নির্মাণ করে অতীতের প্রতি আনুগত্য দেখানো যায় - বর্তমান ঘটনাগুলিকে ঐ প্রাচীন বা অতীত ঘটনার সাক্ষ্যবহনকারী হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় - কিন্তু বর্তমানের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, এই বাস্তববর্জিত তত্ত্বে চারপাশের বর্তমান সামাজিক পরিবেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর মতে, বাস্তবে কোনও বিশেষ সংস্কৃতির লোকেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তার আলোকে বর্তমান ঘটনার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব - অন্যথায় নয়। এখানেই ম্যালিনাউস্কি বিবর্তনবাদকে খন্ডন করতে পেরেছেন; বর্তমান সামাজিক প্রথা বা সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে তাদের উপযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন; তাঁর এই উপযোগবাদের ব্যাখ্যা মানুষের জৈবিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়। আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, মূলত জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যই ব্যক্তিরা সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়। আর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি আরও সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক চাহিদার জন্ম দেয়। কাজেই মানুষ তার বেঁচে থাকার তাগিদে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভরশীল এবং সেই অর্থে এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির উপযোগিতা স্বীকার করতেই হয়।

৪৮.৫.৪ ম্যালিনাউস্কির তত্ত্বে ত্রুটি

ম্যালিনাউস্কি তাঁর গবেষণায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতো বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না। সুতরাং, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের সমাজ ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর সমাজ গবেষণায় পার্থক্য থাকবে - এটা আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করার ফলে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের ত্রুটিগুলি তিনি এড়াতে পারেন নি। ম্যালিনাউস্কি দেখান, সংস্কৃতির উপাদানগুলি সৃষ্টি হয় আমাদের বিভিন্ন জৈবিক চাহিদা এবং আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চাহিদা পূরণের জন্য। এভাবে দেখলে সাংস্কৃতিক কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এইভাবে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সমগ্র সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। অর্থাৎ, এ ধরণের ব্যাখ্যায় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, উপাদানগুলি সমগ্রের কোনও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উদ্ভূত হচ্ছে। কাজেই কোন বিশেষ উপাদানের উদ্ভবের কারণ ও তার সম্পাদিত কর্মের মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, ম্যালিনাউস্কির ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যবাদের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। আবার একইভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্বের মতো ম্যালিনাউস্কির বিশ্লেষণে tantology বা পুনরুক্তিবাদ আবির্ভূত হয়েছে। তিনি দেখান, সম্পূর্ণ সংস্কৃতির চাহিদা মিটিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উপাদান বা অংশের অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, আবার, অংশ বা উপাদানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতির স্থায়ীত্ব জরুরী। অর্থাৎ, সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, বিপরীতভাবে অংশের কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্রের উপযোগিতার বিশ্লেষণ হচ্ছে - ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই যুক্তি অবতারণা করার ফলে সংস্কৃতির আসল যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা হারিয়ে ফেলছি।

অনুশীলনী - ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) ম্যালিনাউস্কি________ ও ________এই দুই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন।

খ) ডুর্কহাইম তাঁর ব্যাখ্যায় যেমন ব্যক্তির ওপর ________ সর্বময় আধিপত্যের ছবি তুলে ধরেছেন, ম্যালিনাউস্কি তাঁর বিশ্লেষণে ব্যক্তির ওপর ________এরকম সার্বিক প্রাধান্যের কোনও আভাস দেননি।

গ) ম্যালিনাউস্কির চিত্রায়িত মানুষেরা প্রকৃত অর্থে ________তারা _______নয়।

ঘ) ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের প্রকাশ্য বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম ________লেখায় পাওয়া যায়।

ঙ) মানুষ তার বিভিন্ন________চাহিদাগুলি মেটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ________প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে।

চ) ম্যালিনাউস্কি দেখান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিদের আচরণপ্রণালীকে________করে গড়ে তোলে।

ছ) আমাদের ________চাহিদাগুলি অনেকাংশে আমাদের ________দ্বারা পুনর্গঠিত হয়।

জ) ম্যালিনাউস্কি দেখান, আমাদের________, ________চাহিদাগুলি সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হবার সাথে সাথেই কিছু অমৌলিক অথচ উচ্চতর ________ চাহিদার উন্মেষ হয়।

ঝ) মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য________উপাদানগুলির উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

ঞ) ম্যালিনাউস্কি দেখান, তত্ত্বগত জ্ঞানের তুলনায়________গুরুত্ব বেশী।

চ) ম্যালিনাউস্কির গবেষণায় কোনও বিশেষ উপাদানের উদ্ভবের ________ ও তার সম্পাদিত ________ মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় এটি ________ দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

৪৮.৬ সারাংশ

ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব কিভাবে নৃতত্ত্বে স্থান করে নিয়েছিল তার একটি পরিচয় এই এককে আমরা পেলাম। ডুর্কহাইমের সমাজদর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কি - এই দুই পন্ডিতই তাঁদের সময়ে প্রচলিত নৃতত্ত্বের ঘরানার বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলেন, নৃতত্ত্বের প্রচলিত বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন নি।

র‍্যাডক্লিফে-ব্রাউনের ওপর ডুর্কহাইমের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। ডুর্কহাইমের মতো র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সমাজের সর্বশক্তিমান চরিত্রটির ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, সমাজস্থ ব্যক্তিরা সর্বতোভাবে সমাজ দ্বারা পরিচালিত হয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন অবশ্য ডুর্কহাইমের বিশ্লেষণে উদ্দেশ্যবাদের ছায়া দেখে তাকে কিছুটা সংস্কার করার চেষ্টা করেন। যেমন, ডুর্কহাইমের ব্যবহৃত 'প্রয়োজন' কথাটির পরিবর্তে তিনি 'অবস্থানের প্রয়োজনীয় শর্ত'-কথা কয়টি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্লেষণে দেখান, নির্দিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই সমাজের আচরণবিধি বা ব্যবহারিক দিকগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এইভাবে সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকে। তিনি নিজেকে 'ক্রিয়াবাদী' হিসাবে চিহ্নিত না করে কাঠামোবাদী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের প্রথম সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ম্যালিনাউস্কির লেখাতে। ম্যালিনাউস্কি নিজেকে 'ক্রিয়াবাদী' হিসাবে চিহ্নিত করেন। তবে, তিনি তত্ত্বগত জ্ঞানের চর্চা করার থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও নিউগিনিয়ার কাছে ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের ওপর সমীক্ষা চালান। তিনি দেখান, মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার এই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করার পরে আমরা আরও সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং সেই চাহিদা তৃপ্তির জন্য আরও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়। এভাবে সব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিই বৃহত্তর সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কি - এই দুই চিন্তাবিদই সমাজতত্ত্বের কর্মনির্বাহী পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁরা তাঁদের সমাজবিশ্লেষণে প্রথম থেকেই সংস্কৃতির ঐক্যবদ্ধ রূপটিকে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নেন। এই ঐক্যের ধারণাটিকে স্পষ্ট করার জন্য তাঁরাও তাঁদের পূর্বসুরী সমাজতাত্ত্বিকদের অনুকরণে সমাজ ও জীবের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করতে চান। জীবদেহের ঐক্যের আলোকে তাঁরা সমাজদেহের ঐক্যের ধারণা ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে, তাঁদের তত্ত্বে 'উদ্দেশ্যবাদ'-ও 'পুনরুক্তিবাদে'র দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

৪৮.৭ অনুশীলনী

(৫/৬ টি বাক্যে প্রতিটি উত্তর লিখুন)

১) ক্রিয়াবাদী নৃতত্ত্ব বলতে কি বোঝায় ?

২) বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদের অর্থ কি ?

৩) ডুর্কহাইমের তত্ত্বকে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন কিভাবে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন?

৪) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন নিজেকে কাঠমোবাদী বলে চিহ্নিত করেন কেন?

৫) ম্যালিনাউস্কির তত্ত্বে চাহিদা ও সংস্কৃতি কিভাবে সম্পর্কিত?

৬) ম্যালিনাউস্কি কি ধরনের গবেষণা পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেন?

৪৮.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১) নৃতত্ত্বের ২) ক্রিয়াকে ৩) অংশের ৪) বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদ ৫) অতীতকে, ৬) পরিব্যাপ্তির, ৭) উদ্দেশ্যবাদের, ৮) অবস্থানের প্রয়োজনীয় শর্ত, ৯) শর্তাবলী, অস্তিত্ব ১০) চাহিদার ১১) কাঠামো, কার্যের ১২) ঐক্য ১৩) ক্রিয়াবাদী, কাঠামোবাদী, ১৪) ঐতিহাসিক, গুরুত্বপূর্ণ ১৫) কাঠামোটি।

অনুশীলনী - ২

ক) চাহিদাকে খ) স্পেন্সারের গ) ধারাবাহিকতার ঘ) বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব ছ) ভারসাম্য, অস্তিত্ব চ) ঐক্যরক্ষাকারী, পুনরুক্তিবাদের (tantology) ছ) উদ্ভব ও অস্তিত্বের কারণ; কারণ, কাজ, উদ্দেশ্যবাদের।

অনুশীলনী - ৩

ক) বিবর্তনবাদ ও প্রসারণবাদ ; খ) সমাজের, সমাজের গ) মানুষ, যন্ত্র ঘ) ম্যালিনাউস্কির ঙ) জৈবিক, সাংস্কৃতিক, চ) সংস্কৃতিধর্মী; ছ) দৈহিক, সামাজিক অভ্যাস; জ) মৌলিক, জৈবিক; সাংস্কৃতিক; ঝ) সাংস্কৃতিক ঞ) অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের, ট) কারণ, কার্যের; উদ্দেশ্যবাদের।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি ঃ

১) ক্রিয়াবাদী নৃতত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় যে, সংস্কৃতির উপাদানগুলি বিশেষ নিয়মের অধীনে কাজ করে। সমগ্র সংস্কৃতির ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়েই এই নীতিগুলি প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সংস্কৃতির উপাদানগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত - প্রতিটি অংশই অন্য অংশগুলির ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়। এই অংশ বা উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়ে সমগ্র সংস্কৃতির প্রবহমানতা রক্ষিত হয়।

২) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নৃতত্ত্বের জগতে দুইটি চিন্তাধারা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের একটি হ'ল বিবর্তনবাদ বা Evolutionism এবং অপরটি হ'ল প্রসারণবাদ বা Diffusionism। সংস্কৃতির বিবর্তনতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়। এজন্য বর্তমান কোনও সাংস্কৃতিক উপাদান বা ঘটনাকে অতীতের নিদর্শন মেনে নিয়ে সেই অতীতকালের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়। অপরপক্ষে, প্রসারণবাদীরা দেখান, কিভাবে কোনও বিশেষ সংস্কৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সেই বিশেষ সংস্কৃতি থেকে অন্যান্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কোনও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অনুকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সেই নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রসার ঘটে

এবং এর ভিত্তিতে সেই সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করার প্রয়াস দেখা যায়। বিভিন্ন সংস্কৃতির সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদানগুলিকে এভাবে একই প্রাচীন সাংস্কৃতিক উৎস থেকে উদ্ভূত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

৩) ডুর্কহাইমের সমাজ বিশ্লেষণ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনকে খুব প্রভাবিত করা সত্ত্বেও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর পূর্বসূরী এই সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণে দু'একটি ত্রুটিপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করেন। ডুর্কহাইম তাঁর সমাজ ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন যে, সমাজের প্রতিষ্ঠান বা অংশগুলি সমাজের 'প্রয়োজন' বা 'needs' মেটানোর ফলে সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, এই 'প্রয়োজন' কথাটি ব্যবহারে তত্ত্বটি উদ্দেশ্যবাদের শিকার হওয়ায় এই শব্দটির পরিবর্তে 'অবস্থানের প্রয়োজনীয় শর্ত' বা 'necessary conditions of existence' -কথা কয়টি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি দেখান, 'অবস্থানের প্রয়োজনীয় শর্ত' কথাগুলি ব্যবহারের সময় কোনও সার্বিক সামাজিক প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট না করলেও চলে। পৃথক পৃথক সমাজের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক শর্তাবলি সেই বিশেষ বিশেষ সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে বিভিন্ন সমাজের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শর্ত দেখা দেওয়ার ফলে প্রতিটি অংশেরই কোনও প্রয়োজনীয় কাজ (function) থাকতেই হবে - এরকম ভাবার কোনও যুক্তি নেই।

৪) র‍্যাডক্লিফ -ব্রাউন দেখান, প্রতি সমাজেরই কিছু কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই সমাজের আচরণবিধি বা ব্যবহারিক দিকগুলি (practies) এমনভাবে কাজ করে যার ফলে সেই সমাজের বিশেষ কাঠামোটি রক্ষিত হয়। সমাজের কাঠামো এবং এর প্রয়োজন বা চাহিদাকে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সবসময় অপরিবর্তনীয় ও স্থির হিসাবে দেখেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধ্যানধারণাগুলিকেও তিনি বিশেষ সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চেয়েছেন। এই কারণে, তিনি ও তাঁর অনুগামীরা নিজেদের 'কাঠামোবাদী' বা 'structuralists' বলে চিহ্নিত করেছেন।

৫) সংস্কৃতির ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব নির্মাণের সময় ম্যালিনাউস্কি দেখান, সমাজস্থ মানুষের কতকগুলি মৌলিক শারীরিক বা জৈবিক চাহিদা থাকে যেগুলি তারা সমাজে তাদের অর্জিত অভ্যাসের মাধ্যমে মেটাবার চেষ্টা করে। সুতরাং, আমাদের সামাজিক শিক্ষা দ্বারা এই দৈহিক চাহিদাগুলিকে আমরা কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করি। ম্যালিনাউস্কি দেখান, আমাদের মৌলিক, জৈবিক চাহিদাগুলি (biological needs) সাংস্কৃতিক মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হবার সাথে সাথেই জীবনধারণের পক্ষে অপ্রধান কিন্তু সূক্ষ্মতর কিছু সাংস্কৃতিক চাহিদার (secondary needs) উন্মেষ হয়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক এবং তুলনায় কম মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের জন্য সব সংস্কৃতিতেই উৎপাদন, বন্টন ও উপভোগের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে সংস্কৃতির সব উপাদানগুলিই কোনও না কোনওভাবে আমাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে।

৬) ম্যালিনাউস্কি প্রধানত আদিবাসী জীবন গবেষণা করেন এবং এ কাজের জন্য তিনি স্থানীয় রীতিনীতির শিক্ষা নেন ও আদিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনে তিনি সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন, আদিবাসী সমাজের প্রকৃত সত্য নির্ধারণের জন্য আদিবাসীদের সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করতে হবে ও তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে। তাঁর মতে, বর্তমান সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সব ঘটনার উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করা উচিৎ। অতীত বা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে বর্তমান ঘটনাগুলির বিকৃত পরিবেশন কখনই ঠিক নয়। তিনি দেখান, তত্ত্বগত জ্ঞানের থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সমাজ সম্পর্কে

আমাদেরকে বেশী সচেতন করে। বাস্তবে কোনও বিশেষ সংস্কৃতির লোকেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, তার আলোকে বর্তমান ঘটনার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব - অন্যথায় নয়। এই জন্য তিনি বর্তমান সামাজিক প্রথা বা সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে তাদের উপযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Abraham J. H. : *Origins & Growth of Sociology, Penguin Books Ltd., 1973*

২) Lewis I. M. : *Sociol Anthropology in Perspective, Penguin Books Ltd., 1976*

৩) Ritzer George : *Sociological Theory, The Mcgrow Hill Companies, 1996*

৪) Turner J. H. : *The structure of Sociological Theory, The Dorsey Press, 1974.*

একক ৪৯ ☐ পারসনসের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব; মার্টন প্রদত্ত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সমালোচনা

গঠন

৪৯.১ উদ্দেশ্য
৪৯.২ প্রস্তাবনা
৪৯.৩ সমাজতত্ত্ব ও ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব
৪৯.৪ পারসনসের দৃষ্টিতে সমাজব্যবস্থা
৪৯.৪.১ সমাজব্যবস্থার একক
৪৯.৪.২ সমাজব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থা ঃ ক্রিয়ার পরিবেশ
৪৯.৪.৩ সমাজব্যবস্থা ঃ তার বিভিন্ন অঙ্গ ও কর্ম
৪৯.৪.৪ বিভিন্ন ব্যবস্থার স্তরবিন্যাস
৪৯.৪.৫ নমুনা বৈচিত্র্য বা (**Pattern variables**)
৪৯.৪.৬ পারসনসের সমাজচিত্রকল্পের সমালোচনা
৪৯.৫ মার্টনের সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব
৪৯.৫.১ মধ্যবর্তী তত্ত্ব
৪৯.৫.২ ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলি
৪৯.৫.৩ মার্টন প্রদত্ত ঃ ক্রিয়াবাদের ত্রুটিগুলি
৪৯.৫.৪ মার্টনের তত্ত্বের সমালোচনা
৪৯.৬ সারাংশ
৪৯.৭ অনুশীলনী
৪৯.৮ উত্তরমালা
৪৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৯.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠশেষে আপনি যা যা করতে পারবেন সেগুলি হ'ল —

- সমাজতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী ধারণা কিভাবে একটি জনপ্রিয় তত্ত্বের আকার গ্রহণ করল তা জানতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বে বহু বিতর্কিত পুরুষ ট্যালকট পারসনসের সমাজ বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পারসনসের সমসাময়িক আর এক ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক রবার্ট মার্টন কিভাবে প্রচলিত ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন - তা বুঝতে পারবেন।

- মার্টনের সমাজ-গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি ধারণা করতে পারবেন।
- ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের সঙ্গে কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়ে ছিল সে সম্পর্কে আপনি জানবেন।
- ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকেরা কিভাবে ঐতিহ্যবাহী সমাজতত্ত্বের মূল বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন - তা' আপনি জানতে পারবেন।
- জীববিদ্যার ধারায় সমাজবিদ্যার ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা দান করার ফলে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে উদ্ভূত ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আপনি সচেতন হ'তে পারবেন।
- পরবর্তী তত্ত্বগুলি ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে মূলত কি কারণে আক্রমণ করেছে তা' আপনি জানতে পারবেন।

৪৯.২ প্রস্তাবনা

আমরা আগের এককগুলিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব লক্ষ্য করেছি। দেখা গেছে, সমাজতত্ত্ব একটি পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হবার সময় থেকেই এর জমিতে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের অঙ্কুর সুপ্ত অবস্থায় নিহিত ছিল। জীববিদ্যার নকল করতে গিয়ে সমাজতত্ত্বের জনকেরা প্রকারান্তরে সমাজতত্ত্বের জমিতে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বসেছিলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল রূপটির মাহাত্ম্য প্রকাশ করা। তাঁদের এই ধারণা নৃতত্ত্বের পথ পরিক্রমা করে আরও শক্তি সঞ্চয় করে সমাজতত্ত্বের আঙিনায় প্রবেশ করে। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিসাবে সমাজতত্ত্বে পরিচিতি পায়। আধুনিক ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে রূপদান করতে যে সব সমাজতাত্ত্বিক সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ট্যালকট পারসনস ও রবার্ট মার্টনের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। এই দুই তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আসল লক্ষ্যে উভয়েই স্থির ছিলেন। অর্থাৎ, এই দু'জনেই সমাজের প্রতিষ্ঠিত-ব্যবস্থার সংরক্ষণে মনোযোগ দেন। এই দুই তাত্ত্বিকের সমাজ বিশ্লেষণ আমরা আলোচনা করব এই এককে।

৪৯.৩ সমাজতত্ত্ব ও ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

আমরা আগেই দেখেছি যে, সমাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজতত্ত্বের জনকেরা প্রথম থেকেই ক্রিয়াবাদী ধারণা প্রকাশ করেন। এই ধারণা পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানীদের প্রভূত প্রভাবিত করে এবং ক্রমে তা' একটি সংগঠিত তত্ত্বের আকৃতি নেয়। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তত্ত্ব কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা' আমরা আগের এককে আলোচনা করেছি। পরে সমাজতত্ত্বে এই তত্ত্বের গুরুত্ব হয় অপরিসীম।

ট্যালকট পারসনস (১৯০২-১৯৭৯) ও তাঁরই সমসাময়িক আর এক তাত্ত্বিক রবার্ট মার্টন সমাজতত্ত্বের ভূমিতে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব সুগ্রথিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে, সমাজ তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা চাহিদা পূরণ করার জন্য কতকগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অঙ্গ গঠন করেছে; প্রতিটি অঙ্গই কিছু কিছু বিশেষ বা নির্দ্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করছে এবং প্রতিটি বিভাগের কর্মের মধ্যেই যোগসূত্রের মাধ্যমে সমাজের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদিত হচ্ছে; এর ফলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। আমেরিকায় ট্যালকট পারসনস যখন সমাজতত্ত্বের জগতে পদার্পণ করেন, তার আগেই ক্রিয়াবাদী ধারণা বুদ্ধিজীবি মহলে জনপ্রিয়তা

অর্জন করে। তাঁর অগ্রজ সব ক্রিয়াবাদীদের মতো তিনিও সামাজিক ঐক্যের গ্রন্থনাকে তাঁর সমাজ বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখাতে চান। পারসনসের সমসাময়িক আমেরিকারই আর এক তাত্ত্বিক রবার্ট মার্টন তাঁর পূর্বসূরীদের বিশেষত পারসনসের তত্ত্বের অবাস্তবতা লক্ষ্য করে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে একটি নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রচলিত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মূল ধারণাকে অক্ষুন্ন রেখে কিছু সংস্কারসাধনের মাধ্যমে এই তত্ত্বকে উন্নত ও বাস্তবসম্মতভাবে গ্রথিত করার উদ্যোগ নেন।

পারসনস ও মার্টন তাঁদের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্নভাবে। এই দুই তাত্ত্বিকের চিন্তাধারা এখন আমরা আলোচনা করব।

৪৯.৪ পারসনসের দৃষ্টিতে সমাজব্যবস্থা

সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্পর্কে পারসনস এক নতুন ভাবনার প্রবর্তক। তাঁর মতে, সমাজতাত্ত্বিকের কাজ হ'ল বাস্তব জগতের বিভিন্ন বিশৃঙ্খল এবং বৈসাদৃশ্যপূর্ণ উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত ও সম্পর্কিত উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা। এইজন্য তিনি প্রথম থেকেই সমাজকে দেখতে চেয়েছেন একটি সিস্টেম হিসাবে। এই সমাজব্যবস্থায় কেবল সংহতি বা ঐক্য বিরাজমান, - দ্বন্দ্ব, বিরোধ বা বিশৃঙ্খলার কোনও স্থান নেই এখানে। এই কারণেই পারসনস একে সিস্টেম হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সমাজব্যবস্থার এই চিত্রায়ণের সঙ্গে আমাদের চারদিকের পরিচিত জগতের কোনও সংযোগ নেই। কারণ, বাস্তবজগতে শৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব উভয়েরই যুগপৎ অবস্থান। পারসনস বাস্তবের দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে কেবল শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করেছেন - এতে তাঁর উপস্থাপনা হয়তো বাস্তববর্জিত হয়েছে - কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত নন। কারণ, তাঁর মতে, প্রকৃত তাত্ত্বিকের প্রধান কাজ হ'ল 'বিশ্লেষণের সত্যতা' (analitical reality) প্রতিষ্ঠা করা। চিন্তার জগতের স্বচ্ছতা বা যুক্তিই তাঁর কাছে আদরণীয় হয়েছে বেশী। এভাবে তিনি এমন এক সাধারণ তত্ত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছেন যা সর্বকালের সর্বদেশের সমাজবিশ্লেষণের চাবিকাঠি।

৪৯.৪.১ সমাজব্যবস্থার একক

পারসনসের মানসলোকের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণের একক হ'ল মানুষের আচরণ বা ক্রিয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তির একক আচরণগুলি (actions) দিয়ে তিনি সমগ্র সমাজকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক আদর্শের উদ্ভব হয়। এভাবে প্রথমে এক ব্যক্তি (ego) অন্য আর এক ব্যক্তিকে (Alter) উদ্দেশ্য করে কিছু ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই অন্য ব্যক্তি (Alter) তখন আবার প্রথম ব্যক্তিকে (ego) উদ্দেশ্য করে তার প্রতিক্রিয়া পালন করে। এভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ আচরণের নীতি বা নিয়ম উৎক্ষিপ্ত হয়। সমাজ চালনার জন্য এই নিয়মগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য এগুলি সামাজিক আদর্শ (norm) হিসাবে বিবেচিত হয়। এই আদর্শগুলি আবার ভবিষ্যতের সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং 'সমাজব্যবস্থায় সব কর্তা বা ব্যক্তিরাই একই আদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার একই ধরনের মূল্যবোধ তাদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে তাদের উদ্দেশ্যও একই ধরনের হয়। এ অবস্থায় বিবাদ বা দ্বন্দ্বের কোনও স্থান থাকে না। পারসনস-কল্পিত সমাজব্যবস্থায় এভাবেই ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং সমাজ তার মূল কাঠামোটি ধরে রাখতে পারে। ব্যক্তিদের পারস্পরিক আচরণগুলি নিয়ম বা নীতি দ্বারা

সংগঠিত হয়ে ভবিষ্যতের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করায় পারস্পরিক ক্রিয়াগুলি প্রাতিষ্ঠানিক (institutionalised) মর্যাদা পায়। এভাবে পারসনস দেখান যে ব্যক্তির একক আচরণ থেকে শুরু করে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াগুলি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলে সমাজব্যবস্থা বা social system -এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, পারসনস চিত্রিত সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে একাধিক কর্তার (ক্রিয়ার সম্পাদক) উপস্থিতি আবশ্যক। কর্ম বা ক্রিয়া একক বা যৌথ হ'তে পারে, সচেতন অথবা অবচেতন হতে পারে; প্রকাশ্য অথবা সুপ্ত হ'তে পারে। পারসনসের ব্যবস্থায় কর্তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে তাদের সামনে কতকগুলি উপায় বা পথ খুঁজে পায়। এই পথগুলি সবই সামাজিক নীতি বা নিয়ম দ্বারা অনুমোদিত। কাজেই কর্তারা অনেক বিকল্প ব্যবস্থা থেকে একটি ব্যবস্থা বা পথ অনুসরণ করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে এগিয়ে যায়। লক্ষ্য পূরণের বিভিন্ন বিকল্প রাস্তা থেকে কর্তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনও রাস্তা নির্বাচন করতে পারে বলে পারসনস ক্রিয়ার এই তত্ত্বকে স্বেচ্ছা-কর্ম তত্ত্ব বা voluntaristic theory of action হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৪৯.৪.২ সমাজব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থা

ক্রিয়ার পরিবেশ আমরা দেখলাম। পারসনসের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণের একক হ'ল ক্রিয়া। পারসনসের মতে, এই ক্রিয়া বা কর্মসম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক চাই। পারসনস দেখান, ক্রিয়ার চারটি পরিবেশ আছে এবং এরা ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমত জীবদেহ তার মৌলিক চাহিদা নিয়ে যে পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত তা জীববিদ্যার আলোচ্য ক্ষেত্র। দ্বিতীয়ত আমাদের মনোজগতের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রশ্ন জড়িত। তৃতীয়ত সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিদের মধ্যে বা বিভিন্ন সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। পরিশেষে, ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রক হিসাবে নীতি বা মূল্যবোধকে ধরে রাখে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। যে কোনও ক্রিয়া উপরোক্ত চারটি পরিবেশের আওতাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ক্রিয়ার চারটি পরিবেশকে আমরা পৃথকভাবে পেতে পারি না। একটি পরিবেশ অন্য তিনটি পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অবস্থান করে। সুতরাং, যে কোনও ক্রিয়ারও একটিমাত্র পরিবেশ থাকতে পারে না। পারসনসের মতে, সামাজিক পরিবেশ বা সামাজিক ব্যবস্থা ক্রিয়ার সমগ্র বা সম্পূর্ণ ব্যবস্থার (total system of action) একটি অংশ বিশেষ। অন্য তিনটি ব্যবস্থা, অর্থাৎ জৈবিক ব্যবস্থা, মানসিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মতো সমাজব্যবস্থাও একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা। এই চারটি ব্যবস্থাই ক্রিয়ার সমগ্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি উপব্যবস্থা (subsystem)। প্রতিটি উপব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত।

অনুশীলনী - ১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১) **তাঁর অগ্রজ সব ক্রিয়াবাদীদের মতো পারসনসও সামাজিক ———— প্রত্যয়কে তাঁর সমাজবিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখাতে চান।**

২) **পারসনসের সমসাময়িক আমেরিকারই আর এক তাত্ত্বিক ———— তাঁর পূর্বসূরীদের তত্ত্বের অবাস্তবতা লক্ষ্য করে ক্রিয়াবাদীতত্ত্বকে ———— করার চেষ্টা করেন।**

৩) পারসনসের মতে, সমাজতাত্ত্বিকের কাজ হ'ল বাস্তব জগতের বিভিন্ন ——————— ও —————— উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে পরস্পর ——————— ও ——————— উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা।

৪) পারসনসের কাছে ——————— জগতের স্বচ্ছতাই আদরণীয় হয়েছে।

৫) ——————— এমন এক তত্ত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছেন যা সর্বকালের সর্বদেশের সমাজবিশ্লেষণের চাবিকাঠি।

৬) পারসনসের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণের একক হ'ল ——————— ।

৭) একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণের মধ্যে দিয়ে ——————— উদ্ভব হয়।

৮) পারস্পরিক ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে একাধিক ——————— উপস্থিতি আবশ্যক।

৯) পারসনস দেখান যে, ব্যক্তিদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভুত সামাজিক আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলে ——————— উদ্ভব হয়।

১০) পারসনস দেখান ক্রিয়ার ——————— টি পরিবেশ আছে; এই পরিবেশগুলি হ'ল ——————— সম্পর্কিত, ——————— সম্পর্কিত ——————— সম্পর্কিত এবং ——————— সম্পর্কিত।

১১) ক্রিয়ার প্রতিটি পরিবেশ বা ব্যবস্থাই সমগ্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি ——————— ।

৪৯.৪.৩ সমাজব্যবস্থা ঃ তার বিভিন্ন অঙ্গ ও কর্ম

সমাজব্যবস্থার একটি নির্দ্দিষ্ট কাঠামো আছে। এই কাঠামোটি রক্ষিত হয় বিভিন্ন অঙ্গ ও তাদের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। আমরা আগে দেখেছি, সামাজিক নীতি বা নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভবিষ্যতের ক্রিয়া বা ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে সমাজব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়। এই স্থায়িত্ব রক্ষা করার জন্য চারটি বিশেষ অঙ্গের অস্তিত্বের কথা পারসনস উল্লেখ করেছেন। এগুলি হ'ল ভূমিকা (roles), সমষ্টি (collectivity), আদর্শ (norms) ও নৈতিক মূল্যবোধ (values)। ভূমিকা -সমাজব্যবস্থার সমদ্যপদকে সূচিত করে; যেমন - বাবা, মা, শিক্ষকের ভূমিকা। কিছু ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা সমবেত হ'লে সমষ্টি গঠিত হয়, যেমন- বাবা, মা ও সন্তানের ভূমিকার পালন করা কালে পরিবার গঠিত হয়। আদর্শ আমাদের ব্যবহারের নমুনা উপস্থাপিত করে। পরিশেষে, নৈতিক মূল্যবোধের সাহায্যে সমাজের অভিপ্রেত পথে ব্যক্তিরা চালিত হয়।

সমাজব্যবস্থা তার চলার পথে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলি কিছু কর্মের মাধ্যমে নিরসন করা হয়। সমাজব্যবস্থার এই ক্রিয়া বা কর্মগুলি অবশ্যপালনীয় (imperative) হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ, এই ক্রিয়াগুলি সম্পাদনের ওপর সমাজব্যবস্থার বেঁচে থাকার প্রশ্নটি নির্ভর করে। সামাজিক অঙ্গগুলি যেমন সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে, কর্মগুলি বিপরীতভাবে সমাজব্যবস্থার গতিশীলতা নির্দেশ করে। চারটি পৃথক অথচ পরস্পর সম্পর্কিত অঙ্গের মতো পারসনস চারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অবশ্য পালনীয় কর্মেরও উল্লেখ করেন। এগুলি হ'ল উপযোগীকরণ adaptation), লক্ষ্য-প্রাপ্তি (goal-attainment), সংহতি সাধন (integration) এবং নমুনা বা আদর্শ সংরক্ষণ (Latency or pattern maintenance)। উপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা তার পরিবেশের কাছ থেকে অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্য তিনটি ব্যবস্থার কাছ থেকে, লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত উপাদান

সংগ্রহ করে। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যপ্রাপ্তি হ'ল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংগৃহীত উপাদানগুলিকে প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করা। সমাজব্যবস্থার বহিরঙ্গের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উপরোক্ত দুইটি ক্রিয়া খুবই জরুরী। অন্য দুইটি ক্রিয়া আবার সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ (internal) সমস্যা সমাধান করে। এগুলি হ'ল সংহতি বা ঐক্যসাধন এবং নৈতিক আদর্শ বা নমুনা সংরক্ষণ। ক্রিয়ার চারটি পরিবেশ বা বিভিন্ন উপব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার অঙ্গ ও কর্মের মধ্যে পারসনস সামঞ্জস্যবিধান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জীবদেহ উপযোগীকরণের কর্ম সম্পাদন করে তার ভূমিকা উপাঙ্গের মাধ্যমে। একইভাবে ব্যক্তিত্ব সমষ্টিনামক অঙ্গের মাধ্যমে লক্ষ্যপ্রাপ্তি নামক কর্ম পালন করে। আবার, সংহতি সাধন কর্মটি সম্পন্ন করার কাজে সমাজব্যবস্থা তার আদর্শ নামক অঙ্গের সাহায্য নেয়। পরিশেষে, শান্তি ও আদর্শ সংরক্ষণের কাজটি সংঘটিত হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশে, নৈতিক মূল্য নামক অঙ্গের মাধ্যমে।

৪৯.৪.৪ বিভিন্ন ব্যবস্থার স্তরবিন্যাস

ক্রিয়ার বিভিন্ন পরিবেশ এবং সামাজিক অঙ্গ ও ক্রিয়াগুলির মধ্যে পারসনস যেভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তা খুবই আকর্ষণীয়। তিনি সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে এবং সেই অনুযায়ী অঙ্গ বা কর্মকে বিভিন্ন স্তরে (hierarchy) বিন্যস্ত করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি সাইবারনেটিকস' -এর নমুনার সাহায্য নিয়েছেন। সাইবারনেটিকস হ'ল বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করার বিজ্ঞান। ক্রিয়ার বিভিন্ন পরিবেশ বিশ্লেষণের কাজে এই সাইবারনেটিকস এর নমুনা প্রয়োগ করে পারসনস দেখান, চারটি ব্যবস্থাই উচ্চ-নীচ -এই ক্রমানুসারে বিন্যস্ত। তথ্যজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে (information) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা অন্যসব ব্যবস্থাগুলিকে চালনা করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সংযোগরক্ষাকারী সামাজিক অঙ্গ, অর্থাৎ নৈতিক মূল্য এবং ক্রিয়ার, অর্থাৎ নমুনা সংরক্ষণকেও তথ্যজ্ঞাপনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সবচাইতে শক্তিশালী হিসাবে পারসনস প্রতিপন্ন করেছেন। সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, তথ্যজ্ঞাপনের দিক থেকে সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আবার সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিত্বের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনুরূপভাবে, ব্যক্তিত্ব জীবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক একইভাবে তথ্যজ্ঞাপন যখন আমাদের লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু তখন সামাজিক অঙ্গগুলি, অর্থাৎ নৈতিক মূল্য, আদর্শ, সমষ্টি ও ভূমিকা এবং অবশ্য পালনীয় চারিটি ক্রিয়া, অর্থাৎ নমুনা বা আদর্শ সংরক্ষণ, সংহতিসাধন, লক্ষ্য-প্রাপ্তি ও উপযোগীকরণ যথাক্রমে উচ্চমান বা স্তর থেকে নিম্নমান বা স্তরে বিন্যস্ত থাকে। বিপরীত ভাবে, কর্মশক্তি বা উদ্যমের (energy) পরিপ্রেক্ষিত থেকেও ক্রিয়ার ব্যবস্থাগুলিকে পর্যায়ক্রমে উচ্চ থেকে নিম্নমান আরোপ করেছেন। এদিক থেকে দেখলে জৈবিক ব্যবস্থা সবচাইতে শক্তিশালী। তারপর অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হিসাবে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অবস্থান। অনুরূপভাবে, জৈবিক ব্যবস্থার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ অঙ্গ, অর্থাৎ ভূমিকা এবং তার সহযোগী ক্রিয়া উপাদান, অর্থাৎ উপযোগীকরণ শক্তির দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেজন্য শক্তির বিচারে ক্রমনিম্নমান আরোপিত হবে। যথাক্রমে ভূমিকা, সমষ্টি, আদর্শ ও নৈতিকমূল্য - এই অঙ্গগুলিতে এবং নমুনা বা আদর্শ সংরক্ষণ নামক ক্রিয়ার উপাদানগুলিতে। পারসনস প্রদত্ত ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্নমান আরোপের ব্যাপারটি একটি নকশার সাহায্যে উপস্থাপিত করা যায়।

ক্রিয়া	ব্যবস্থা	অঙ্গ	সামাজিক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের ক্রমিকমান	
শান্তি বা নমুনা সংরক্ষণ	সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা	নৈতিক মূল্য	+ তথ্যজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণ	–
সংহতিসাধান	সামাজিক ব্যবস্থা	আদর্শ	↓	↑
লক্ষ্যপ্রাপ্তি	ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক ব্যবস্থা	সমষ্টি	↓	↑
উপযোগীকরণ	জৈবিক ব্যবস্থা	ভূমিকা	– শক্তির নিয়ন্ত্রণ →	+

এইভাবে সাইবারনেটিকসের মডেলের সাহায্যে পারসনস ক্রিয়ার বিভিন্ন পরিবেশ, তার বিভিন্ন অঙ্গ ও ক্রিয়াগুলিকে উচ্চ থেকে ক্রমশ নিম্নমান আরোপ করেছেন এবং সেই মান অনুযায়ী তাদের মধ্যে স্তরের পার্থক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা, অঙ্গ ও কর্মের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যপারটির কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি; যেমন, তিনি দেখিয়েছেন, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, শান্তি সংরক্ষণের কাজ এবং নৈতিকমূল্য নামক অঙ্গের মধ্যে সরাসরি ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার অর্থ এই নয় যে, এই তিনটি ব্যবস্থা, এবং অঙ্গ অন্যান্য ব্যবস্থা, অঙ্গ বা কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ, পারসনস প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ বা কর্মের বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখালেও চারটি পৃথক ব্যবস্থা, চারটি অঙ্গ ও চারটি কর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি। এদিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায়, পারসনস কেন প্রতিটি ব্যবস্থাকে এক একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন।

অনুশীলনী - ২

সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন ঃ

১। সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীল দিকটি / পরিবর্তনের দিকটি চিহ্নিত হয়।

২। একজন ব্যক্তি একটি ভূমিকা পালন করলে / কিছু ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা সমবেত হ'লে সমষ্টি গঠিত হয়।

৩। সমাজব্যবস্থার কর্মগুলি অবশ্য পালনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এই ক্রিয়াগুলি সম্পাদনের ওপর সমাজব্যবস্থার বেঁচে থাকার প্রশ্নটি নির্ভর করে / কারণ এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন না হ'লে সমাজব্যবস্থায় গতিশীলতা আসে না।

৪। উপযোগীকরণের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থা তার পরিবেশের কাছ থেকে লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করে / অন্যান্য ব্যবস্থা গুলি থেকে নিজেকে পৃথক করার চেষ্টা করে।

৫। ক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে পারসনস্ বিভিন্নস্তরে বিন্যস্ত করলেও অঙ্গ বা কর্মকে সেভাবে বিন্যস্ত করেন নি / ক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে এবং সেই অনুযায়ী অঙ্গ এবং কর্মকেও পারসনস বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেন।

৬। শক্তির বিচারে ক্রমনিম্নমান / ক্রমোচ্চমান আরোপিত হয় যথাক্রমে ভূমিকা, সমষ্টি. আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ- এই অঙ্গগুলিতে।

৭। পারসনস প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গে একটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ বা কর্মের বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখালেও চারটি পৃথক ব্যবস্থা, চারটি পৃথক অঙ্গ ও চারটি পৃথক কর্মের সম্পর্ককে স্বীকার করেন / অস্বীকার করেন।

৪৯.৪.৫ নমুনা বৈচিত্র্য বা Pattern variables

পারসনস সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন পাঁচজোড়া বিকল্প পথের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সামাজিক ব্যবস্থায় যেকোনও ব্যক্তি এই বিকল্প পথগুলির (dilemmas) সম্মুখীন হন। প্রতি জোড়া বিকল্প থেকে একজন ব্যক্তি একটি মাত্র পথ অনুসরণ করতে পারেন। এভাবে এক এক জন ব্যক্তি পাঁচজোড়া বা দশটি বিকল্প থেকে মোট পাঁচটি পথ স্বেচ্ছায় নির্বাচন করতে পারেন। এই পথগুলিকে পারসনস নমুনা বৈচিত্র্য অথবা pattern variables বলে চিহ্নিত করেন। প্রথম বিকল্পটি হ'ল অনুভূতি সাপেক্ষ এবং অনুভূতি নিরপেক্ষ - এই দুই পথের মধ্যে নির্বাচন। প্রথমক্ষেত্রে , কর্মের মধ্যে কর্তার অনুভূতি বা ইচ্ছার স্বাধীন প্রকাশ দেখা যায়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কর্তার অনুভূতি বা ইচ্ছার প্রকাশে কিছু বিধি-নিষেধ দেখা যায়। দ্বিতীয় নমুনা বৈচিত্র্য, যথা সার্বজনীন দৃষ্টি এবং আংশিক দৃষ্টি (uviversalism vs. particularism) কর্তার সামনে এমন বিকল্প তৈরী করে যাতে তিনি অন্যদের বিচার করার সময় সর্বসাধারণের ওপর প্রযুক্ত বৈশিষ্ট্যের বিবেচনা করেন অথবা কোনও এক বিশেষ ব্যক্তিকে বিচার করার সময় কেবলমাত্র সেই বিশেষ ব্যক্তির এবং বিশেষ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করেন। তৃতীয় নমুনা বৈচিত্র্য অপর ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক (specificity) অথবা তাদের ব্যক্তিত্বের সার্বিক দিকের (diffuseness) মধ্যে বিকল্প প্রস্তুত করে। চতুর্থ বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে কর্তা এভাবেই দু'টি পথের একটিতে সম্মতি দেন। এই বিকল্প অনুসারে অন্যদের গুণ (quality) অনুযায়ী কর্তা তাদের সম্পর্কে অভিমত গঠন করতে পারেন; আবার তাদের কর্মে উদ্যোগ ও কর্ম পরিবেশন (performance) অনুযায়ীও কর্তা তাদের সম্পর্কে অভিমত তৈরী করতে পারেন। সবশেষে, কর্তা নিজস্ব মত অনুযায়ী (self oriented way) কর্ম সম্পাদন করতে পারেন অথবা তিনি সমাজস্থ অন্যান্যদের মত বা ভাললাগা অনুযায়ী (other oriented way) কাজ করতে পারেন। নমুনা বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিকল্প সব পথগুলিই সামাজিক নীতি বা নিয়ম দ্বারা অনুমোদিত হওয়া একান্তই আবশ্যক।

৪৯.৪.৬ পারসনসের সমাজ প্রকল্পের সমালোচনা

আমরা আগেই দেখেছি যে, পারসনস সমাজব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে আমাদের চারপাশের ইন্দ্রিয়- গ্রাহ্য জগৎ কোনও শিকড় গাড়তে পারেনি। তাঁর চিত্রকল্প প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণের বা চিন্তার স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। বাস্তব যে ঘটনাগুলি এই চিন্তার পরিচ্ছন্নতাকে বাধা দিতে পারে, সেই ঘটনাগুলি, পারসনস, সযত্নে ও সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। এর ফলে বিভিন্ন চিন্তাবিদ তাঁকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। যেমন- সামাজিক দ্বন্দ্বের তাত্ত্বিক র‍্যালফ ডাহরেনডর্ফ (Ralf Dahrendorf) পারসনসের তত্ত্বকে অবাস্তব বলে চিহ্নিত করেছেন। ডাহরেনডর্ফের মতে, সমাজে যুগপৎ ঐক্য ও বিভেদ পাশাপাশি বিরাজমান। পারসনস প্রদর্শিত একপেশে চিত্রায়ণ সমাজের ঐক্যকেই প্রাধান্য দেওয়ায় তা' একপেশে হয়ে পড়ে। সমাজের এক অংশের পরিচয় পেলেও বাকী অর্ধাংশ আমাদের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে। সোরোকিন Sorokin) নামক আর এক তাত্ত্বিকও পারসনসের তত্ত্বকে অবাস্তব বলে চিহ্নিত করেন। আর এক সমালোচক গোল্ডনার (Gouldner) বিশ্লেষণের দুর্বোধ্যতার কারণে পারসনসকে সমালোচনা করেন। গোল্ডনারের মতে, যুক্তি বা বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক কৌশল নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফলে পারসনসের তত্ত্বে কিছু ত্রুটির আবির্ভাব হয়েছে। সম্পূর্ণ বা গোটা (total) ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে পারসনসের বিশ্লেষণে অংশ বা অঙ্গগুলি সম্পূর্ণভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। সমাজব্যবস্থার অঙ্গগুলি এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সদর্থক কাজ সম্পন্ন করছে শুধু সেই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাদের গুরুত্ব

পাচ্ছে। সমগ্র ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে তারা তাদের মূল্য পাচ্ছে - অন্যথায় তারা একেবারে মূল্যহীন। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে প্রথম থেকেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সম্পূর্ণের অন্তর্গত অংশগুলি, এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করছে। অংশের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বের বিচার হচ্ছে সমগ্রের স্বার্থে, তার উদ্দেশ্য পূরণের কথা মাথায় রেখে। এভাবে পারসনসের বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যবাদের (teleology) শিকার হয়ে পড়ছে। একই ভাবে মনে করা হচ্ছে, যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থা বজায় আছে, সেহতু অংশগুলি প্রয়োজনীয় সদর্থক কাজ করছে। আবার, সমগ্রের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অংশগুলির কর্ম সম্পাদনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হচ্ছে। সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশের, আবার অংশের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্রের অস্তিত্বের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা আগে দেখেছি, এ ধরনের ব্যাখ্যায় বৃত্তীয় ত্রুটির (tantology) আবির্ভাব হয়। পারসনসের ব্যাখ্যাও এর ব্যতিক্রম নয়।

গোল্ডনার দেখান, পারসনসের সমাজ ব্যাখ্যায় মানুষের (man) সত্তার কোন পৃথক স্বীকৃতি নেই। মানুষকে এক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয়। পারসনস সমাজ ব্যবস্থার এমন একটি সাধারণ তত্ত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা কিছু বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যার পরিবর্তে যাবতীয় বিশেষ ও ক্ষুদ্র অংশ বিশ্লেষিত করা সম্ভব হবে। এ ধরণের উচ্চাকাঙ্খার শিকার হয়ে তাঁর তত্ত্বে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে এবং গোল্ডনার এই দৃষ্টিকোণ থেকেও পারসনসকে আক্রমণ করেন।

পারসনস তাঁর সমাজব্যবস্থা যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন, তাতে কোনও দ্বন্দ্ব, কলহ বা বিচ্যুতির সম্ভাবনা নেই। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়। আগে উল্লিখিত সমাজব্যবস্থার চারটি অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়া, অর্থাৎ উপযোগীকরণ (Adaptation), লক্ষ্য-প্রাপ্তি (goal attainment), সংহতিসাধন (integration) এবং নমুনা বা আদর্শ সংরক্ষণ (latency or pattern maintenance) অথবা AGIL এর মাধ্যমে বহিরাগত বিশৃঙ্খলা সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে না। সমগ্র ব্যবস্থার ঐক্যের ওপর পারসনস গুরুত্ব দিয়েছেন খুব বেশীমাত্রায়। আর এই ভারসাম্য বা ঐক্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে অংশগুলি অবহেলিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। অংশগুলি তাদের নিজস্বতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করতে অক্ষম বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, অংশগুলিকে স্বাধীনতা দিলে তারা সমগ্রের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলতে পারে, আর তাদের আনুগত্যের অভাব থেকে সমাজব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব বা পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, পারসনস সমাজব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই অংশগুলিকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি বা মর্যাদা দিতে ভীত হয়েছেন। এখানে গোল্ডনার পারসনসকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। গোল্ডনার দেখান, সমাজস্থ অংশগুলি উন্নতি বা প্রগতির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। সব অংশগুলিই কখনও একই স্তরে থাকতে পারে না। উন্নতির ক্রম বা স্তর অনুযায়ী এদেরকে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (functional autonomy) দান করা উচিত।

পারসনস তাঁর সমাজের ঐক্যের চিত্র আঁকতে গিয়ে সমাজকে জীবদেহ বা যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন। এতে তাঁর পক্ষে ঐক্যের বিশ্লেষণ অনেক সহজ হয়ে যায়।

পারসনস তাঁর তত্ত্বের অবাস্তবতার জন্য বহু জায়গায় কঠোরভাবে সমালোচিত হ'লেও কিছু তাত্ত্বিক পারসনসকে সমর্থন করেন। যেমন, এবেল দেখান, পারসনস বাস্তব থেকে কিছু কিছু বৈচিত্র্য নির্বাচন করে নিয়ে

সামাজিক ঐক্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, পারসনস সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজের ধারণা গঠন করে তার ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন। তাঁর (পারসনসের) আসল লক্ষ্য হ' ল তত্ত্ব, চিন্তা বা ধারণার স্বচ্ছতা বজায় রাখা। এতে তত্ত্ব অবাস্তব রূপ নিয়েছে এবং এবেলের মতে, এর জন্য পারসনসকে খুব একটা দোষী করা যায় না। ম্যাক্স ব্ল্যাক নামক আর এক সমাজবিজ্ঞানী দেখান, বাস্তবের প্রতিটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা বিশ্লেষণ করার জন্য পারসনস তাঁর 'সাধারণ তত্ত্ব' নির্মাণ করেননি। তাঁর তত্ত্বের একটি সার্বিক আবেদন আছে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, সামাজিক ঐক্যের চিত্র উজ্জ্বল করার জন্য পারসনস খুব বেশী মাত্রায় উদোগী ছিলেন বলে তাঁর তত্ত্ব অবাস্তব রূপ নিয়েছিল। কিন্তু পারসনসের অবদান অন্যত্র। আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পারসনস কিছু দুর্লভ সমাজতাত্ত্বিকদেরই একজন যিনি সামাজিক ক্রিয়া তথা সমাজবিজ্ঞানের এক সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্ব নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

অনুশীলনী - ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১) পাঁচজোড়া বিকল্প থেকে একজন ব্যক্তি তার চলার পথে মোট —— বিকল্প —— নির্বাচন করতে পারে।

২) বিকল্প সব পথগুলিই সামাজিক —— দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

৩) ডাহরেনডর্ফের মতে সমাজে —— ও —— পাশাপাশি বিরাজমান।

৪) গোল্ডনারের মতে পারসনসের বিশ্লেষণে — গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

৫) সমগ্র ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে —— তাদের মূল্য পাচ্ছে, অন্যথায় তারা —।

৬) সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশের আবার অংশের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্রের অস্তিত্বের বিশ্লেষণ করাতে পারসনসের তত্ত্ব —— শিকার হয়েছে।

৭) গোল্ডনারের মতে পারসনস-এর ব্যাখ্যায় মানুষের সত্তার কোনও পৃথক —— নেই।

৮) গোল্ডনার দেখান, উন্নতির স্তর অনুযায়ী অংশগুলিকে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে —— দেওয়া উচিত।

৪৯.৫ মার্টনের সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব

পারসনসেরই ছাত্র আমেরিকার আর এক সমাজতাত্ত্বিক আর. কে মার্টন (R. K. Merton) ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মূল সুরটি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব নির্মাণের ব্যাপারে তিনি তাঁর নিজস্ব ঘরানা তৈরী করেছেন। তিনি দেখান, অন্যান্য বিদ্যার তুলনায় সমাজতত্ত্ব একটি পৃথক বিদ্যা হিসাবে অনেক পরে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিদ্যার তাত্ত্বিক দিকটি এখনও সুগঠিত হয়নি। কোন একটি বিদ্যার শৈশবকালে কোন সার্বিক এবং সাধারণ তত্ত্ব (General Theory) নির্মাণ করার ঝুঁকি নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মার্টন মনে করেন। এই কারণে তিনি পারসনসের তত্ত্বের অযৌক্তিকতার প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, পারসনস উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে একটি বিশাল, সাধারণ (grand) তত্ত্ব নির্মাণের দিকে ঝুঁকেছেন। মার্টন দেখান, যে কোনও বিদ্যা পরিণতি লাভ করলে

সাধারণতত্ত্ব নির্মাণের উদ্যোগ মেনে নেওয়া যেতে পারে। সমাজসম্পর্কিত তত্ত্ব নির্মাণের এই নতুন ধারা তাঁকে তাঁর পূর্বসুরী ক্রিয়াবাদীদের তত্ত্বকে নতুন করে গঠন করার প্রেরণা দেয়। আর এই সংস্কারসাধন ও ক্রিয়াবাদের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা থেকেই মার্টনের নিজস্ব মধ্যবর্তীতত্ত্ব বা Middle-range theory-র জন্ম ।

৪৯.৫.১ মধ্যবর্তী তত্ত্ব

নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে, অবস্থানগত দিক থেকে মধ্যবর্তী তত্ত্বগুলি রয়েছে দর্শনভিত্তিক সাধারণতত্ত্ব (Grand theory) এবং প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতানির্ভর অনুমানের (hypothesis) মধ্যবিন্দুতে। অর্থাৎ সাধারণতত্ত্বের দার্শনিক প্রভাব এবং পাশাপাশি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতানির্ভর কিছু বাস্তব চেতনা - উভয়ের সমন্বয়ই দেখা যায় মধ্যবর্তী তত্ত্বে। এই তত্ত্বগুলি, আমাদের চারপাশের বাস্তবজগৎকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে উপযোগী। মার্টন দেখান, অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞান যে কোনও তত্ত্বের সোপান স্বরূপ। আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিণতি লাভ করতে পারে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা যদি অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে সাধারণতত্ত্ব গঠনে মনোনিবেশ করি, তাহলে সে তত্ত্বের ভিত্তিভূমি অপরিণত থেকে যাবে এবং সে কারণে কোনও সমালোচনার বিরুদ্ধে তত্ত্বটির রুখে দাঁড়ানোর শক্তি থাকবে না। পারসনসের সাধারণতত্ত্ব একই কারণে দুর্বলতার শিকার। প্রথমেই পারসনস সম্পূর্ণ বা সমগ্রের তত্ত্ব গঠন করতে চেয়েছেন। অপরপক্ষে, মার্টন তাঁর বিশ্লেষণ শুরু করেছেন বিশেষ ঘটনা বা অংশ থেকে। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত মধ্যবর্তী তত্ত্বগুলি উপযুক্ত সময়ে একত্রিত হয়ে সাধারণ তত্ত্ব নির্মাণের পথ প্রশস্ত করতেপারে। অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই ধরনের সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি হবে সুগঠিত ও পরিণত। কাজেই আমরা দেখছি, অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানকে মর্যাদা দিতে গিয়ে মার্টন সাধারণতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি। প্রাত্যহিক, অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমানকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন নি, - এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে তিনি যুক্তি, তত্ত্ব বা দর্শনের আলোকে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। এভাবে নির্মিত তত্ত্বগুলি একাধারে বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং দর্শনের আলোকে যুক্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মার্টনের মতে, এই তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব এবং এই পরীক্ষায় কোনও উপাদানকে সমাজব্যবস্থার জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে হ'লে তাকে বর্জন করা হয় - অন্যথায় তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪৯.৫.২ ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলি

ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে মার্টন এই তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা বিশ্বাসের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, পূর্ববর্তী সব ক্রিয়াবাদীর তত্ত্বেই এই বিশ্বাসগুলির প্রতি প্রবল আস্থা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, এই ধারণাগুলি নিশ্চিত বা স্থির বা স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়ে সমস্ত ক্রিয়াবাদীরা তাঁদের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্বাসগুলির প্রতি আনুগত্যকে মার্টন কোনও ভাবেই সমর্থন করতে পারেন নি। এগুলি হ'ল ঐক্যের (Unity) ধারণা, সার্বজনীনতার (universality) ধারণা এবং অপরিহার্যতার (indispensability) ধারণা। ঐক্যের ধারণা অনুযায়ী সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সমগ্র সমাজ বা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার স্বার্থে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট 'কর্ম' সম্পাদন করে। ফলে, সমাজে ঐক্য ও ভারসাম্য বজায় থাকে। সার্বজনীনতার ধারণা অনুসরণ করে আমরা দেখি সমাজব্যবস্থার সমস্ত উপাদানগুলিই সদর্থক ভূমিকা পালন করে। পরিশেষে, অপরিহার্যতার ধারণাটি সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত সাংস্কৃতিক বা সামাজিক উপাদানের আবশ্যিকতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দেয়।

অর্থাৎ সমগ্র সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বর্তমান (existing) সামাজিক উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরী। সেজন্য সমগ্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপাদানগুলি পরিবর্তন বা বর্জন করা অত্যন্ত মারাত্মক বলে ক্রিয়াবাদীরা মনে করেছেন।

অনুশীলনী - ৪

ফাঁক ভরুন

১) মার্টনের পূর্বসূরী ক্রিয়াবাদের তিনটি কেন্দ্রীয় ধারণা হ'ল —— ধারণা —— ধারণা এবং —— ধারণা।

২) —— রয়েছে দর্শনভিত্তিক সাধারণতত্ত্ব এবং প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমানের মধ্যবিন্দুতে।

৩) মার্টন দেখান —— জ্ঞান যে কোনও তত্ত্বের সোপান স্বরূপ।

৪) মার্টন তাঁর আলোচনা শুরু করেন —— থেকে।

৫) অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞানকে মর্যাদা দিয়ে মার্টন —— প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি।

৬) ক্রিয়াবাদের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা থেকেই মার্টনের নিজস্ব —— জন্ম।

৪৯.৫.৩ মার্টন প্রদর্শিত ক্রিয়াবাদের ত্রুটি

আমরা আগেই দেখেছি যে, মার্টন ক্রিয়াবাদীদের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা মেনে নিতে পারেন নি এবং এইজন্য এই তত্ত্বকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখান, তাঁর পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকেরা ক্রিয়াবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু প্রকৃত ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে ভুলে গেছেন। তাঁর মতে, সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে ক্রিয়া হ'ল এমন কিছু ঘটনা যেগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অপরপক্ষে, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াগুলি.আমাদের মানসিক অভিপ্রায় উদ্দেশ্য ইত্যাদিকে চিহ্নিত করে। মানুষের অন্তর্মুখী ক্রিয়া হওয়ায় এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মার্টন দেখান, তাঁর পূর্বসূরী ক্রিয়াবাদীরা এই দুই ধরনের ক্রিয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য করতে পারেন নি। তাঁর মতে, সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে ক্রিয়াবাদীতত্ত্বে ক্রিয়া বলতে আমরা সেসব কর্মকেই বোঝাই যেগুলি বাহ্যিক বা বস্তুগত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। আর মানসিক ক্রিয়াগুলি কর্তা বা ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই দুই ধরনের ক্রিয়াকে পৃথক করে বোঝানোর জন্য মার্টন 'manifest function' অথবা 'প্রকাশিত কর্ম' এবং 'latent function' অথবা সুপ্ত কর্ম - এই দুই ধরনের কর্মের ধারণা দেন; প্রকাশিত কর্মগুলি বাহ্যিক, দৃশ্যমান এবং সমগ্র সমাজব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে এগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু সুপ্ত কর্মগুলিকে আমরা সেভাবে বুঝতে পারি না কারণ এগুলি ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এই সুপ্ত কর্মগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের সামাজিক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে - সে সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকেরা একটি ধারণা পেতে পারেন।

মার্টন ক্রিয়াবাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকেও কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এই ধারণাগুলি থেকে ক্রিয়াবাদের তত্ত্বকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে, ক্রিয়াবাদীদের প্রথম বিশ্বাস, অর্থাৎ সমাজব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যের প্রশ্নটি অবাস্তব। তিনি দেখান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সর্বদা ব্যক্তি বা অংশগুলির স্বার্থে কাজ করে চলেছে - এ ধারণা ভ্রান্ত। একই উপাদান বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে

পারে - কোন অংশের জন্য এই কাজগুলি সদর্থক (functional) হ'তে পারে, আবার কোনও অংশের জন্য অপ্রাসঙ্গিকও (non-functional' হতে পারে। যে অংশের জন্য উপাদানটি উপযুক্ত সে অংশটিকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এছাড়া উপাদানটি সমগ্র ব্যবস্থার পক্ষে কতখানি উপযোগী বা অনুপযোগী সেটি বিচার করে তার গুরুত্ব নির্ধারণ করা হবে। বিভিন্ন অংশের জন্য একটি উপাদানের বিভিন্ন ধরনের উপযোগী, অনুপযোগী বা বিপজ্জনক কর্মফলের গড় হিসাব করে সমগ্র ব্যবস্থার জন্য তার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন বিবেচিত হবে। সুতরাং, সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানগুলি সবসময়েই সমগ্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছে - এ বিশ্বাস ভুল। কাজেই মার্টনের মতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সম্পর্কিত ঐক্য ও সার্বজনীনতার (Unity and Universality) ধারণাগুলি মার্টনের মতে ভ্রান্ত। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, কোন উপাদানের অপরিহার্যতার (indispensiability) ধারণাটিও মার্টনের মতে যথার্থ নয়। তিনি দেখান, একটি উপাদানের যেমন বিভিন্ন ধরণের কর্ম থাকতে পারে, সেরকম একই কর্ম বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে। অর্থাৎ, কোনও একটি উপাদানের অপরিহার্যতার বিশ্বাসের পরিবর্তে তার বিকল্প, পরিবর্ত বা প্রতিকল্পের (functional alternatives, equivalents or substitute) বিশ্বাস আমরা তৈরী করতে পারি। বর্তমান উপাদানগুলিই একমাত্র সামাজিক ঐক্য রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে - এ ধারণা ত্যাগ করে আমাদের বিকল্প, প্রতিকল্প বা পরিবর্ত উপাদান দিয়ে কাজ সম্পন্ন করানোর ধারণায় বিশ্বাসী হ'তে হবে।

এভাবে মার্টন ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মূল বিশ্বাসগুলিকে আঘাত করেন এবং মনে করেন, ঐক্য, সার্বজনীনতা এবং অপরিহার্যতার বিশ্বাসগুলি (postulates of unity, uniformity and indispensability) থেকে মুক্ত হ'তে পারলে, তত্ত্বটি অনেক প্রগতিশীল হ'তে পারবে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকেরা উপাদানের ঐক্য বা অপরিহার্যতার ধারণায় বিশ্বাসী হওয়ার ফলে তাঁদের লেখায় সমাজের স্থিতিশীল অবস্থাই কেবল চিত্রিত হয়েছে। মার্টন দেখান, এই তত্ত্বে 'নঞর্থক ক্রিয়া' (dysfunction) বা বিকল্প উপাদানের (functional substitute) ধারণা অন্তর্ভূক্ত করা হ'লে তার সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। কিন্তু মার্টন এর দ্বারা কখনই সমাজের স্থিতিশীলতার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে, স্থিতিশীলতার পাশাপাশি পরিবর্তনের ধারণাকে গ্রহণ করলে ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত হ'তে পারে।

৪৯.৫.৪ মার্টনের তত্ত্বের সমালোচনা

আমরা এতক্ষণ দেখলাম, মার্টন তাঁর সময়ে প্রচলিত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন এবং বিভিন্নভাবে এই তত্ত্বকে ত্রুটিমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ক্রিয়া যতই বস্তুগত হোক না কেন সেখানে মানসিক অভিপ্রায়ের কিছুটা ভূমিকা থাকে। আমার ক্রিয়ার ফলাফল চিহ্নিত করার জন্য ক্রিয়ার উদ্দেশ্যটি আমাদের জানা দরকার; সুতরাং, বস্তুগত ক্রিয়াও যে মানসিক ক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় সেই দিকটি মার্টনের ক্রিয়ার প্রকারভেদের ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত হয়েছে। মার্টন অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় এই মানসিক ক্রিয়ার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বসুরী ক্রিয়াবাদীদের পথ অনুসরণ করেই শেষে ঘোষণা করেন যে, প্রকৃত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের উদ্দেশ্য হ'ল সমগ্র ব্যবস্থার অভিযোজন এবং সামঞ্জস্যবিধান। এখানে মানসিক ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হল কর্তা বা ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিকোণকে মর্যাদা দেওয়া। মার্টন পূর্ববর্তী ক্রিয়াবাদীদের মতোই ব্যক্তির ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হননি, কারণ ব্যক্তির ইচ্ছা সমগ্র ব্যবস্থার ঐক্যের অনুকূলে না যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সমগ্রের

ঐক্য বা সামঞ্জস্যবিধানে বিস্তর অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এভাবে, ক্রিয়াবাদের প্রচলিত উপাদান বা সমগ্রের ঐক্যের ধারণাটিকে প্রশ্ন করলেও নিজেই সেই জালে জড়িয়ে পড়েন। একইভাবে, উপাদানের অপরিহার্যতার ধারণাটিও মার্টনের বিশ্লেষণের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপাদানের অপরিহার্যতার ধারণাকে মার্টন অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই উপাদানগুলির দ্বারা যে ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তার আবশ্যিকতাকে মার্টন মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ, বিকল্প উপাদানের পাশাপাশি বিকল্প ক্রিয়ার সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে আসেনি। সমগ্রব্যবস্থার ঐক্যের স্বার্থে কিছু ক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক বলে মার্টন মনে করেছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে নঞর্থক ক্রিয়া বা dysfunction এর গুরুত্বও কমে যায়। তাঁর মতে, বেশীরভাগ সমাজই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে কারণ তার অন্তর্গত উপাদানগুলি নিজেদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল থেকে ঐক্য বা সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছে। কাজেই সমাজের শক্তিধরদের কাছে যা ঐক্যবর্ধনকারী সবার কাছেই সেই উপাদানগুলিই অভিপ্রেত; - অন্যথায় সমাজের ঐক্য বিধান করা এবং উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব। সুতরাং, পূর্বসূরীদের তত্ত্বকে এই কারণে আক্রমণ করলেও সামাজিক উপাদানগুলির সদর্থক ক্রিয়াই মার্টন শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নিয়েছেন। আবার ঐক্যের ব্যাখ্যা করতে গেলে উপাদানসমূহ ও সমাজব্যবস্থার পারস্পরিকতার সত্যে আমাদের আস্থা স্থাপন করতেই হবে। কিন্তু মার্টন এই পারস্পরিকতার তত্ত্বের একপেশে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, আমেরিকার সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্রের (political machine) উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই যন্ত্রটির কাছ থেকে সমাজ কি পাচ্ছে তার ব্যাখ্যা করলেও সমাজের কাছ থেকে যন্ত্রটি কি পাচ্ছে, - সে ব্যাপারে মার্টন নীরব থেকেছেন। তাঁর পূর্বসূরীদের রাস্তায় হেঁটে রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও স্থায়ীত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আমেরিকার সমাজস্থ জনগণের চাহিদা পূরণকে নির্দেশ করেছেন। এভাবে কোনও উপাদানের (এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের) উদ্ভবের কারণ ও তার দ্বারা সংঘটিত কর্ম - এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে মার্টন ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর তত্ত্ব এই কারণে উদ্দেশ্যবাদ বা teleology- র শিকার হয়ে পড়েছে। আবার, তাঁর বিশ্লেষণ তাঁরই পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার মতো বৃত্তীয় ব্যাখ্যা বা tantology-র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎপত্তির বা অবস্থিতির কাঠামোভিত্তিক কোনও ব্যাখ্যা না করে তিনি দেখান, রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজে অবস্থান করছে কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য - এই ক্রিয়া প্রকাশ্য (manifest) না হলেও সুপ্ত (latent) হবেই।

এভাবে মার্টন ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের ত্রুটির প্রতি নিজে সরব থাকলেও তাঁর তত্ত্ব যথার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি নিজেকে এই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত করতে সফল হন নি। কিন্তু তাঁর সব ত্রুটি মেনে নিয়েও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে।

অনুশীলনী - ৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১) **সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে ক্রিয়া হ'ল এমন কিছু ঘটনা যেগুলি আমরা —— করতে পারি; আর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াগুলি আমাদের —— অভিপ্রায় চিহ্নিত করে।**

২) **সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকে পৃথকভাবে বোঝানোর জন্য মার্টন —— ও —— এই দুই ধরনের কর্মের ধারণা দেন।**

৩) মার্টনের মতে, সমাজস্থ উপাদানগুলি কোনও অংশেব জন্য ——, কোনও অংশের জন্য —— কাজ করে থাকে।

৪) সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানগুলি সবসময় সমগ্রের —— রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছে - এ ধারণা ভ্রান্ত।

৫) একটি উপাদানের যেমন বিভিন্ন —— থাকতে পারে, সেরকম একই ——- বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে।

৬) একটি উপাদানের অপরিহার্যতার বিশ্বাসের পরিবর্তে মার্টন তার —— বা —— ধারণা দেন।

৭) মার্টনের মতে ——, —— এবং —— বিশ্বাসগুলি থেকে মুক্ত হ'তে পারলে ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব অনেক প্রগতিশীল হ'তে পারবে।

৮) পূর্ববর্তী ক্রিয়াবাদীদের মতোই ব্যক্তির ইচ্ছাকে মার্টন স্বীকৃতি দিতে চাননি কারণ এই ইচ্ছা সমগ্র ব্যবস্থার —— অনুকূলে না যেতে পারে।

৯) বিকল্প উপাদানের পাশাপাশি বিকল্প —— সম্ভাবনার কথা মার্টনের মনে আসেনি।

১০) মার্টন পারস্পরিকতার তত্ত্বের —— বিশ্লেষণ করেছেন।

১১) মার্টনের বিশ্লেষণ —— ও —— র শিকার হয়ে পড়েছে।

৪৯.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা দেখলাম, আমেরিকার দুই চিন্তাবিদ, পারসনস ও মার্টনের উদ্যোগে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে সমাজতত্ত্বে একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। পারসনস ও মার্টনের সমাজ বিশ্লেষণে দৃশ্যত কিছু পার্থক্য থাকলেও দু'জনেরই দৃষ্টি ছিল সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার দিকে নিবদ্ধ। পারসনস মূলত একজন কল্পনাবিলাসী দার্শনিক ছিলেন। তিনি এমন একটি সাধারণতত্ত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। বাস্তব জগতের বিবাদ, দ্বন্দ্বকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। পারসনস সম্পূর্ণ ঐক্য ভিত্তিক এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঐক্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি অংশগুলিকে কোনও গুরুত্বই দিতে চাননি। কেবল সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশগুলি তাদের স্বীকৃতি পায়। সমগ্রের ঐক্য রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর এই উদ্যোগ অনেক তাত্ত্বিকই মেনে নিতে পারেন নি এবং তাঁরা পারসনসের তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেন। অবশ্য, কোনও কোনও তাত্ত্বিক মনে করেন যে, পারসনসকে তাঁর সমালোচকেরা ভুল বুঝেছেন।

মার্টন কোনও অর্থেই পারসনসের মতো স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। তিনি পারসনসের তত্ত্বের অবাস্তবতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক্রিয়াবাদের সংস্কার করতে গিয়ে তিনি মধ্যবর্তী তত্ত্বের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। এই তত্ত্বের অবস্থান হ'ল দার্শনিক তত্ত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অনুমানের মধ্যবর্তী জায়গায়। মার্টন এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞানের ওপর যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার, এই জ্ঞানকে দার্শনিক যুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি ক্রিয়াবাদের মৌলিকধারণাগুলিকে অস্বীকার করেন এবং মনে করেন যে, এই ধারণাগুলি থেকে মুক্ত হ'লে ক্রিয়াবাদের সফল পুনর্জন্ম হবে। কিন্তু ক্রিয়াবাদের ত্রুটিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করলেও মার্টন শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্বসূরীদেরই অনুগমন করেছেন। ফলে, ক্রিয়াবাদীতত্ত্বের ত্রুটিগুলি তাঁর তত্ত্বেও দৃষ্ট হয়। তবে নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এখানেই তাঁর তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

৪৯.৭ অনুশীলনী

১) পারসনস কিভাবে সমাজ ব্যবস্থার চিত্রায়ণ করেছেন?

২) পারসনসের তত্ত্বে সমাজব্যবস্থার একক কি? এই একক থেকে তিনি সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?

৩) পারসনসের মতে, স্বেচ্ছা-কর্মতত্ত্ব (voluntaristic theory of action) বলতে কি বোঝায়?

৪) সমাজব্যবস্থার অঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৫) সমাজব্যবস্থার গতিশীলতা কিভাবে রক্ষিত হয় ব্যাখ্যা করুন।

৬) পারসনস কিভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার অঙ্গ ও কর্মের স্তরবিন্যাস করেছেন?

৭) নমুনা বৈচিত্র্য বা Paltern - variable বলতে পারসনস কি বুঝিয়েছেন তা' আলোচনা করুন।

৮) গোল্ডনার পারসনস কিভাবে সমালোচনা করেছেন তা' দেখান।

৯) মধ্যবর্তী তত্ত্ব বলতে মার্টন কি বুঝিয়েছেন, আলোচনা করুন।

১০) ক্রিয়াবাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে মার্টন যেভাবে সমালোচনা করেছেন তা' ব্যাখ্যা করুন।

১১) মার্টনের তত্ত্ব কিভাবে উদ্দেশ্যবাদ ও বৃত্তীয় ব্যাখ্যার অভিযোগে জড়িয়ে পড়ে তা' ব্যাখ্যা করুন।

৪৯.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১। ঐক্যের; ২। রবার্ট মার্টন; ৩। বিশৃঙ্খল ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ; সাদৃশ্যযুক্ত ও সম্পর্কিত। ৪। চিন্তার; ৫। পারসনস ৬। আচরণ; ৭। সামাজিক আদর্শের; ৮। কর্তার; ৯। সমাজব্যবস্থার; ১০। চারটি; জীবদেহ; মনোজগৎ; সমাজ; সংস্কৃতি, ১১। উপব্যবস্থা।

অনুশীলনী - ২

১। স্থিতিশীল দিকটি (✓)।

২। কিছু ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা সমবেত হলে (✓)।

৩। কারণ এই ক্রিয়গুলি সম্পাদনের ওপর সমাজব্যবস্থার বেঁচে থাকার প্রশ্ন নির্ভর করে (✓)।

৪। তার পরিবেশের কাছ থেকে লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করে (✓)।

৫। ক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে এবং সেই অনুযায়ী অঙ্গ এবং কর্মকেও পারসনস বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেন (✓)।

৬। ক্রমনিম্নমান (✓)। ৭। স্বীকার করেন (✓)।

অনুশীলনী - ৩

১। পাঁচটি ; স্বেচ্ছায় ২। নীতি; ৩। ঐক্য, বিভেদ; ৪। অংশগুলি; ৫। অংশগুলি; মূল্যহীন; ৬। বৃত্তীয় ব্যাখ্যার; ৭। স্বীকৃতি; ৮। স্বাধীনতা।

অনুশীলনী - ৪

১। ঐক্যের, সার্বজনীনতার; অপরিহার্যতার; ২। মধ্যবর্তীতত্ত্বগুলি; ৩। অভিজ্ঞতা-নির্ভর; ৪। অংশ বা বিশেষ; ৫। সাধারণতত্ত্বের; ৬। মধ্যবর্তীতত্ত্বের।

অনুশীলনী - ৫

১। প্রত্যক্ষ; মানসিক, ২। প্রকাশিত কর্ম; সুপ্তকর্ম, ৩। সদর্থক; নঞর্থক; অপ্রাসঙ্গিক, ৪। ভারসাম্য, ৫। কর্ম; কর্ম, ৬। বিকল্প; পরিবর্তনের, ৭। ঐক্য; সার্বজনীনতা; অপরিহার্যতার, ৮। ঐক্যের; ৯। ক্রিয়ার; ১০। একপেশে; ১১। উদ্দেশ্যবাদ, বৃত্তীয় ব্যাখ্যা।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি ঃ

১) পারসনসের সমাজব্যবস্থায় কেবল সংহতি বা ঐক্য বিরাজমান - দ্বন্দ্ব, বিরোধ বা বিশৃঙ্খলার কোনও স্থানে নেই এখানে। এই কারণে পারসনস একে সিস্টেম হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। সমাজব্যবস্থার এই চিত্রায়ণের সঙ্গে আমাদের চারিদিকের পরিচিত জগতের কোনও সংযোগ নেই। কারণ, বাস্তবজগতে শৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব - উভয়েরই যুগবৎ অবস্থান। পারসনসের মতে, প্রকৃত তাত্ত্বিকের প্রধান কাজ হ'ল বিশ্লেষণের সত্যতা' (analytical scality) প্রতিষ্ঠা করা। চিন্তার বা যুক্তির স্বচ্ছতাই তাঁর কাছে আদরণীয় হয়েছে বেশী।

২) পারসনসের মানসলোকের সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণের একক হ'ল মানুষের আচরণ বা ক্রিয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তির একক আচরণগুলি দিয়ে তিনি সমগ্র সমাজকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক আদর্শের উদ্ভব হয়। এভাবে প্রথমে এক ব্যক্তি (ego) অন্য আর এক ব্যক্তিকে (Alter) উদ্দেশ্য করে কিছু ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই অন্য ব্যক্তি তখন আবার প্রথম ব্যক্তিকে (ego) উদ্দেশ্য করে তার প্রতিক্রিয়া পালন করে। এভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ আচরণের নীতি বা নিয়ম উৎক্ষিপ্ত হয়। এই নিয়ম বা আদর্শগুলি আবার ভবিষ্যতের সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থায় বিবাদ বা দ্বন্দ্বের কোনও স্থান থাকে না। পারসনস কল্পিত সমাজব্যবস্থায় এ ভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, ব্যক্তিদের আচরণগুলি নিয়ম বা আদর্শ দ্বারা সংগঠিত হয়ে ভবিষ্যতের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করায় পারস্পরিক ক্রিয়াগুলি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায়। এভাবে পারসনস দেখান যে, ব্যক্তির একক আচরণ থেকে শুরু করে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াগুলি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলে সমাজব্যবস্থা বা social system -এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

৩) পারসনসের সমাজব্যবস্থায় কর্তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে তাদের সামনে কতকগুলি পথ খুঁজে পায়। এই সব পথগুলি সামাজিক নীতি বা নিয়ম দ্বারা অনুমোদিত। কাজেই কর্তারা অনেক বিকল্প ব্যবস্থা থেকে একটি ব্যবস্থা বা পথ অনুসরণ করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে এগিয়ে যায়। লক্ষ্য পূরণের বিভিন্ন রাস্তা থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্তারা যে কোনও রাস্তা নির্বাচন করতে পারে বলে পারসনস ক্রিয়ার এই তত্ত্বকে স্বেচ্ছা-কর্ম তত্ত্ব বা voluntaristic theory of action হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৪) সামাজিক নীতি বা নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ক্রিয়া বা ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে একটি বিশেষ স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়। এই স্থায়ীত্ব রক্ষা করার জন্য চারটি বিশেষ অঙ্গের অস্তিত্বের কথা পারসনস উল্লেখ করেছেন। এগুলি হ'ল - ভূমিকা (roles), সমষ্টি (collectivities) , আদর্শ (norms) ও নৈতিক মূল্যবোধ (values) ভূমিকা সমাজব্যবস্থার সদস্যপদ সূচিত করে; যেমন - বাবা, মা, শিক্ষকের ভূমিকা। কিছু ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা সমবেত হ'লে সমষ্টি গঠিত হয়; যেমন - বাবা, মা-সন্তানের ভূমিকার পালন হয় পরিবার এই সমষ্টিকে কেন্দ্র করে। আদর্শ আমাদের ব্যবহারের নমুনা উপস্থাপিত করে। পরিশেষে, নৈতিক মূল্যবোধের সাহায্যে সমাজের অভিপ্রেত পথে ব্যক্তিরা চালিত হয়।

৫) সামাজিক অঙ্গগুলি যেমন সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করে, কর্মগুলি বিপরীতভাবে এই ব্যবস্থার গতিশীলতা নির্দেশ করে। এই কর্মগুলি সম্পাদনের ওপর সমাজব্যবস্থার বেঁচে থাকার প্রশ্নটি নির্ভর করে বলে এগুলি অবশ্য পালনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়। পারসনস চারটি পৃথক কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অবশ্য পালনীয় কর্মের উল্লেখ করেন। এগুলি হ'ল উপযোগীকরণ (adaptation), লক্ষ্য -প্রাপ্তি (goal -atteinment), সংহতিসাধন (integration) এবং নমুনা সংরক্ষণ। উপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা তার পরিবেশের কাছ থেকে লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যপ্রাপ্তি হ'ল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংগৃহীত উপাদানগুলিকে প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করা। সমাজব্যবস্থার বহিরাঙ্গের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই দুইটি কাজ খুবই জরুরী। অন্য দুটি ক্রিয়া সমাজ ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করে। এগুলি হ'ল সংহতিসাধন ও নৈতিক আদর্শ সংরক্ষণ।

৬) **৪৯.৪.৪ এ 'বিভিন্ন ব্যবস্থার স্তর বিন্যাস'- আলোচনাটি সংক্ষেপে লিখতে হবে।**

৭) পারসনস সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন পাঁচজোড়া বিকল্প পথের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সামাজিক ব্যবস্থায় যে কোনও ব্যক্তি এই বিকল্প পথগুলির (dilemmas) সম্মুখীন হন। প্রতি জোড়া বিকল্প থেকে একজন ব্যক্তি একটি মাত্র পথ অনুসরণ করতে পারেন। এভাবে এক একজন ব্যক্তি পাঁচ জোড়া বা দশটি বিকল্প থেকে মোট পাঁচটি পথ স্বেচ্ছায় নির্বাচন করতে পারেন। এই পথগুলিকে পারসনস নমুনা বৈচিত্র্য বা Pattern variables বলে চিহ্নিত করেন।

৮) ৪৯.৪.৬ তে পারসনসের সমাজ চিত্রকল্পের সমালোচনা - থেকে গোল্ডনারের সমালোচনার অংশটুকু সংক্ষেপিত করুন।

৯) নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে, অবস্থানগত দিক থেকে মধ্যবর্তীতত্ত্বগুলি রয়েছে দর্শনভিত্তিক সাধারণতত্ত্ব আর প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতানির্ভর অনুমানের মধ্যবিন্দুতে। সাধারণ তত্ত্বের দার্শনিক প্রভাব এবং পাশাপাশি প্রাত্যহিক, অভিজ্ঞতানির্ভর অনুমানের কিছু বাস্তবচেতনা - উভয়ের সমন্বয়ই দেখা যায় মধ্যবর্তী তত্ত্বে। এই তত্ত্বগুলি, আমাদের চারপাশের বাস্তব জগৎকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী; মার্টন আরও দেখান, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত মধ্যবর্তী তত্ত্বগুলি উপযুক্ত সময়ে একত্রিত হয়ে সাধারণতত্ত্ব নির্মাণের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

১০) ৪৯.৫.৩ তে মার্টন প্রদর্শিত ক্রিয়াবাদের ত্রুটি - আলোচনাতে দ্বিতীয় স্তবক অর্থাৎ "মার্টন ক্রিয়াবাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে কঠোর সমালোচনা করেছেন" এখান থেকে আরম্ভ করে শেষ স্তবকের শেষাংশ পর্যন্ত সংক্ষেপে লিখুন।

১১) সামাজিক ঐক্যের ব্যাখ্যাকালে সমাজস্থ উপাদানগুলির পারস্পরিকতার একপেশে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মার্টনের তত্ত্বে। যেমন, আমেরিকায় রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা প্রদানকালে সমাজ এই যন্ত্রটির কাছ থেকে কি পাচ্ছে তার ব্যাখ্যা করলেও সমাজের কাছ থেকে যন্ত্রটি কি পাচ্ছে - সে ব্যাপারে মার্টন নীরব থেকেছেন, তাঁর পূর্বসূরীদের অনুগমন করে রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও স্থায়ীত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আমেরিকার সমাজস্থ জনগণের চাহিদা পূরণকে নির্দেশ করেছেন। এভাবে কোনও উপাদানের (এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র) উদ্ভবের কারণ ও তার দ্বারা সংঘটিত কর্ম - এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে মার্টন ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর তত্ত্ব এই কারণে উদ্দেশ্যবাদের শিকার হয়ে পড়েছে।

আবার, মার্টনের বিশ্লেষণ তাঁর পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার মতো বৃত্তীয় ব্যাখ্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎপত্তির বা অবস্থিতির কাঠামোগত কোনও ব্যাখ্যা না করে তিনি দেখান, রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজে অবস্থান করছে কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য - এই ক্রিয়া প্রকাশ্য না হ'লেও সুপ্ত হবেই।

৪৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Jary David and Jary Julia : *Collins Dictionary of Sociology, Harper Collins Publishers, 1991.*

২) Ritzer George : *Sociological Theory, The McGraw-Hill Companies, 1996.*

৩) Rocher Guy : *A general Introduction to sociology.*

৪) Turner J. H. : *The structure of Sociological Theory, The Dorsey Press, 1974.*

ই. এস. ও — ৪
সমাজতত্ত্বের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
১৪

একক ৫০ □ দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব

গঠন

৫০.১ উদ্দেশ্য

৫০.২ প্রস্তাবনা

৫০.৩ দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং ক্রিয়াবাদের সঙ্গে পার্থক্য

৫০.৪ দ্বন্দ্ববাদে সমাজ ও ব্যক্তির রূপ

৫০.৫ দ্বন্দ্ববাদের উৎপত্তি

৫০.৬ দ্বন্দ্ববাদের সমালোচনা

৫০.৭ সারাংশ

৫০.৮ অনুশীলনী

৫০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫০.১ উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানবেন—

- দ্বন্দ্ববাদ বলতে কি বোঝায় ?
- দ্বন্দ্ববাদ সমাজ ও ব্যক্তিকে কিরূপে দেখে,
- সমাজতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ববাদের উৎপত্তির বৌদ্ধিক (intellectual) ও সামাজিক পটভূমিকা,
- দ্বন্দ্ববাদের সমালোচনা ও পুনর্জাগরণ।

৫০.২ প্রস্তাবনা

মূলত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের প্রতিবাদ-স্বরূপ দ্বন্দ্ববাদের জন্ম। এই তত্ত্ব এক নতুন আঙ্গিকে সমাজকে পর্যালোচনা করে। দ্বন্দ্ববাদ দেখায় যে সমাজে সর্বদাই দ্বন্দ্ব অথবা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকে। কারণ সামাজিক সংহতি আসলে সমাজস্থ সকলের ঐক্যমত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের একটি প্রকাশ মাত্র। ক্ষমতার অসম বন্টন সর্বদাই সমাজে দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। এবং দ্বন্দ্ব অবিরত পরিবর্তনের সূচনা করে। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে এই তত্ত্ব-ও ক্রিয়াবাদের মতই একটি নিখিল-তত্ত্ব বা macro-theory যা সমগ্র সমাজকে বিশ্লেষণ করে। ফলে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিদের মধ্যেকার সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (social interaction) অনেক সময়ই গুরুত্ব পায় না। অর্থাৎ বৃহৎ স্তরে (macro-level) আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষুদ্রকস্তর বা অনুস্তর (micro-level) অবহেলিত হয়।

৫০.৩ দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও ক্রিয়াবাদের সঙ্গে পার্থক্য

দ্বন্দ্ববাদ দ্বন্দ্বকে সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করে। এই তত্ত্বের মতে কোনো সমাজে আপাতদৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব না দেখা গেলেও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের উৎসগুলি সর্বদাই বজায় থাকে। মূল্যবান বস্তুর অসমবন্টনের ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রতিশ্রেণীর স্বার্থ ভিন্ন — কখনও বা পরস্পরবিরোধী। ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এটা ঠিক যে সর্বদাই সমাজে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে না। কারণ ক্ষমতাবানের (মূল্যবান সামগ্রীর অধিকারী) নিয়ন্ত্রণ অন্যদেরকে অনেকসময়ই মেনে নিতে হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থেকেই যায়। দ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক পরিবর্তন সূচীত হয়। বিজয়ী শ্রেণী বিজিত শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিছুদিন আপাত শান্তি ও স্থিতির পর যখন বিজিত শ্রেণী (বঞ্চিত ও ক্ষমতাহীন) নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় — আবার দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। অর্থাৎ এই তত্ত্ব সমাজকে মূলত স্থিতিশীল হিসেবে গণ্য না করে পরিবর্তনশীলরূপে দেখে।

এই তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অপর উল্লেখযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তত্ত্ব ক্রিয়াবাদের (functionalism) কঠোর সমালোচনা করে। দ্বন্দ্ববাদীদের মতে ক্রিয়াবাদীরা সমাজের যে রূপরেখাটি দেন তা অবাস্তব। তাদের মতে সমাজ গতিহীন। এবং যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক স্থিতি ও সংহতি বজায় থাকে কেবল সেইসব সামাজিক প্রক্রিয়াকেই ক্রিয়াবাদীরা গৌণ ও ক্ষতিকারক মনে করেন। এই মতের বিরুদ্ধাচারণ করে দ্বন্দ্ববাদীরা বলেন যে সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার মতোই দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনও স্বাভাবিক ও সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবং দ্বন্দ্ববাদীরা এই দ্বিতীয় দিকটির (দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন) উপর বিশদ আলোচনা করেছেন।

অপর একটি বিষয়ে ক্রিয়াবাদীদের সঙ্গে এদের পার্থক্য রয়েছে। ক্রিয়াবাদীরা দৃষ্টবাদ (Positivism) অনুসরণ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের (natural science) বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সমাজতত্ত্বে আরোপ করেন। কিন্তু দ্বন্দ্ববাদীদের মতে সমাজতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর থেকে গুণগতভাবে পৃথক। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতো সমাজতাত্ত্বিকগণ মূল্য-নিরপেক্ষ (value neutral) হতে পারেন না এবং হওয়া কাম্যও নয়। বেশীর ভাগ দ্বন্দ্ববাদী মনে করেন যে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মানুষের যুক্তির পথনির্দেশ করা উচিত।

আবার দ্বন্দ্ববাদের বিষয়বস্তুর আলোচনায় ফিরে আসা যাক। এই তত্ত্ব ক্ষমতাকে সামাজিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে চিহ্নিত করে। ক্ষমতার বণ্টন সর্বদাই অসম। ক্ষমতা চিরকালই দমনমূলক (coercive)। এর স্বাভাবিক পরিণতি দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ববাদ ক্ষমতার উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। সমাজে মূল্যবান ও কাম্য সামগ্রীর অসমবন্টনের ফলেই অসম-ক্ষমতার উদ্ভব হয়।

এই তত্ত্ব ভাবধারা বা মতাদর্শ (ideology) নিয়েও আলোচনা করে। আপাত দৃষ্টিতে কোনো মতাদর্শ সমগ্র সমাজের মতাদর্শ হিসেবে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ক্ষমতাবানেদের সৃষ্ট যা সমগ্র সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সামাজিক ভাবধারার শ্রেণীচরিত্র আছে। এই ভাবধারা আসলে ক্ষমতাবানদের শ্রেণীস্বার্থকে বজায় রাখে।

দ্বন্দ্ববাদের অভ্যন্তরে দুটি ভিন্ন ধারা রয়েছে। কিছু দ্বন্দ্ববাদী মনে করেন যে সমাজবিজ্ঞানীর নৈতিক দায়িত্ব হল সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে দেখা। বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ অবিচ্ছিন্ন। এরা নীতিগতভাবে বিশ্বাস করেন যে দ্বন্দ্বহীন সমাজ সম্ভব। তাই কল্পনার জগতের বাসিন্দা বলে সমালোচিতও হন। এই ধারার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন কার্ল মার্ক্স। অন্যধারার তাত্ত্বিকরা সমাজতত্ত্বকে একেবারে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত মূল্যনিরপেক্ষ না

দেখলেও (যা দৃষ্টবাদীরা মনে করেন) বস্তুনিষ্ঠ (objective) আলোচনায় বিশ্বাস করেন। এদের মতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এটি সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ধারায় মার্ক্স ও ম্যাক্স ওয়েবারের প্রভাব থাকলেও প্রধানত র‍্যালফ ডাহ্‌রেনডরফ ও লুই বোমারের লেখায় এই মতের প্রকাশ দেখা যায়।

সামগ্রিকভাবে দ্বন্দ্ববাদীদের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যও এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল। ক্রিয়াবাদীদের মতো এরা ভাবপ্রবণ বা সমাজ-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির জগতের বাসিন্দা নন। এঁদের লেখায় কল্পনা বা আদর্শবাদীতার চেয়ে সামাজিক মানুষ হিসেবে নিজেদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বেশী দেখা যায়। সমকালীন সমাজের সমস্যাই তাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

৫০.৪ দ্বন্দ্ববাদে সমাজ ও ব্যক্তির রূপ

দ্বন্দ্ববাদীরা মনে করেন অসাম্য থেকে সমাজে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। দ্বন্দ্ব সমাজের অবিচ্ছিন্ন ও স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্বের উৎস খুঁজতে গিয়ে কিছু দ্বন্দ্ববাদী (যেমন ভার্জ সিমেল) মানুষের শত্রুভাবাপন্ন বিরোধী প্রবৃত্তির (hostile impulse) কথা বলেছেন। তবে বেশীরভাগ তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বে না গিয়ে সমাজের অভ্যন্তরে এর উৎস খুঁজেছেন। দুর্লভ ও কাম্য সামগ্রীর অসম-বন্টনের ফলে সামাজিক বৈষম্যের জন্ম হয়। স্বার্থের বিরোধিতা একদিন দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। এই প্রসঙ্গে তারা ক্ষমতা ও সামাজিক দমন-পীড়নের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া স্বার্থের দ্বন্দ্ব বহুক্ষেত্রেই মূল্যবোধের বা ভাবধারার দ্বন্দ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। সমাজে দ্বন্দ্বের প্রধানত দুটি রূপ ঃ তীব্র ও হিংসাত্মক দ্বন্দ্ব (মার্ক্স ও ডাহ্‌রেনডরফ বিশদ আলোচনা করেছেন) এবং মৃদু দ্বন্দ্ব (সিমেল ও কোসার বিশ্লেষণ করেছেন)। প্রত্যেক দ্বন্দ্ববাদী-ই দ্বন্দ্বের পরিণাম পর্যালোচনা করেছেন। কেউ বলেছেন দ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক সংহতি সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু পরিশেষে সামাজিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে আবার সামাজিক স্থিতি ফিরে আসে। এই পুনর্গঠিত সমাজ অনেক বেশী নমনীয় হয় এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পায় (সিমেল, কোসার প্রভৃতি দ্বন্দ্ববাদীগণ এই মত পোষণ করেন)। কোনো কোনো তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পরিণাম হিসেবে সামগ্রিক কাঠামোগত আমূল পরিবর্তনের (total structural charge) কথা বলেছেন। তাঁদের মতে দ্বন্দ্ব এক সম্পূর্ণ নতুন সমাজের জন্ম দেয়। মার্ক্স ও ডাহ্‌রেনডরফ এই মত পোষণ করেন।

প্রত্যেক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব শুধু সমাজ সম্পর্কেই নয় — ব্যক্তির চরিত্র নিয়েও আলোচনা করে। দ্বন্দ্ববাদে ব্যক্তিকে কার্যকর্তা (actor) হিসেবে দেখা হয়। এটি ক্রিয়াবাদ প্রণীত 'অতি-সামাজিকীকৃত মানুষ' (over-socialized conception of man) এই ধারণার ঠিক বিপরীত। দ্বন্দ্ববাদীরা ব্যক্তিকে পুরোপুরি সমাজ নির্ধারিত বলে মনে করেন না। সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি সমাজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

৫০.৫ দ্বন্দ্ববাদের উৎপত্তি

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বিশ্লেষণ নতুন নয় এবং এই বিশ্লেষণ কেবলমাত্র পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন কৌটিল্যের (ভারতবর্ষ) অর্থশাস্ত্রে, বা মো-তির (চীন) রচনায় সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা দেখা যায়।

শ্বাশ্বত গ্রীক দর্শনে হেরাক্লিটাস, প্রোটাগোরাস, সোফিস্ট সম্প্রদায়, গর্জিয়াস, পলিবিয়াস—এঁদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে — যারা দ্বন্দ্বকে এদের আলোচনার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন। রোমের পতনের পর আরব দুনিয়ায় মানব সভ্যতার বৌদ্ধিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ইবন্-খলদুন (যাঁকে অনেকে প্রথম প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকরূপে চিহ্নিত করেন) বলেন যে ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। এমনকি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নতুন ধর্ম গঠিত হয়। রেনেসাঁ-কালীন ইটালীতে ম্যাকিয়াভেলী মানুষের অশুভসত্ত্বার কথা বলেন। তাঁর মতে জয়ী হবার আকাঙ্খা একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রাষ্ট্রের ঐক্য একনায়কের আক্রমণাত্মক আচরণের উপর নির্ভরশীল। বোঁদা বলেন যে আগ্রাসন থেকে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল সমাজেও ক্রমাগত ভাঙাগড়া চলতে থাকে এবং এতে দ্বন্দ্বের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে প্রতি সমাজে কিছু লোক বাকি লোকেদের বশীভূত করে। হব্‌স্ মানুষের ক্ষমতার প্রতি অপরিমিত আকাঙ্খার কথা বলেন। প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে (state of nature) মানুষ সর্বদাই যুদ্ধরত ছিল। এই পরিস্থিতি থেকে মানুষের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি স্থাপিত হয় হিউম, ফার্গুসন ও টুর্গোর লেখায়। হিউম বলেন অধিকার হ'ল মূলত ক্ষমতা ও সম্পত্তির অধিকার। সরকার হ'ল ক্ষমতা ও জনমতের একটি জটিল সমীকরণ। ফার্গুসন বলেন দ্বন্দ্ব ছাড়া প্রগতি অসম্ভব। টুর্গো একইভাবে দেখান যে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব ছাড়া প্রাচীন অনড় প্রথার বিনাশ সম্ভব হত না। অর্থাৎ মনুষ্যজাতির প্রগতির পথও যেত রুদ্ধ হয়ে। এভাবে টুর্গো ও ফার্গুসন দুজনেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরেছেন।

এই পর্যন্ত মূলত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করেন প্রথমে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) ও পরে উপযোগবাদীরা (utilitarians)। ফিজিওক্র্যাটগণ মনে করেন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্জনের সংগ্রামই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। উপযোগবাদীরা অনিয়ন্ত্রিত (সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া) প্রতিযোগিতার কথা বলেন। তাঁদের মতে মানুষ সর্বন্যূন ব্যয়ে সর্বোচ্চ লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত হয়।

অর্থনীতির পরে জনবিদ্যার (demography) ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিয়ে বিশ্লেষণ হয়েছে। ম্যালথাস জীবনসংগ্রামের কথা বলেছেন। উনি দেখিয়েছেন — যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তার থেকে অনেক কম হারে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রতিযোগিতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ব্যবহারিক জীববিদ্যার (applied biology) ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব আলোচিত হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে অনুসরণ ক'রে সামাজিক ডারউইনবাদ প্রবর্তিত হয়েছে। সামাজিক অসাম্য এদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। তাই দুর্বল শ্রেণী বা ব্যক্তিকে সাহায্যের কোনো অর্থ হয় না। আসলে এই তত্ত্ব আধুনিক সমাজের ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে যায়। সম্ভবত এটি জাতিকুলকর্তৃত্ববাদের (racism) জন্ম দেয়।

এরপরে সমাজতাত্ত্বিক স্তরে দ্বন্দ্ব আলোচিত হয়। তাই সমাজতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ববাদের উৎস খুঁজতে গেলে প্রথমে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও পরে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং আরো পরে জনবিদ্যা ও ব্যবহারিক জীববিদ্যার স্তরে দ্বন্দ্ব আলোচনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

কোন ধরণের সামাজিক পটভূমিকা থেকে এই তত্ত্বের জন্ম তা জানতে হলে আমাদের পুঁজিবাদী সমাজের ইতিহাস জানতে হবে। দ্বন্দ্ববাদের পথিকৃৎ কার্ল মার্ক্সের মতে মোটামুটিভাবে ১৮৪০ খ্রীঃ নাগাদ ইউরোপে পুঁজিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পুঁজিবাদী সমাজের অগ্রগতি মানেই সামাজিক অসাম্য ও ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienations) বেড়ে ওঠা। ফলে দ্বন্দ্ব সমাজজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে এর থেকে যুক্তির উপায়ও দ্বন্দ্বে নিহিত আছে। দ্বন্দ্ববাদের অপর হোতা ওয়েবার জীবনের শেষভাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, স্বদেশের (জার্মানীর) পরাজয়, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ দেখেন। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথমে যুদ্ধকে সমর্থন করলেও পরে তিনি শান্তির পক্ষেই রায় দেন। এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারি কিভাবে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ দ্বন্দ্ববাদের পথিকৃৎগণকে প্রভাবিত করেছিল।

৫০.৬ দ্বন্দ্ববাদের সমালোচনা

দ্বন্দ্ববাদের ক্ষমতা সম্পর্কিত ভাবনাটি বহুক্ষেত্রেই সমালোচিত হয়েছে। দ্বন্দ্বতাত্ত্বিকরা ক্ষমতাকে মানুষের মূল লক্ষ্য ও সামাজিক সম্পর্কের অন্যতম দিকরূপে চিহ্নিত করেন। ক্ষমতা অবশ্যই সমাজজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বন্দ্ববাদের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক অসাম্যের ধারণাটি। তারা মনে করেন সমাজে একজনের লাভ অন্যজনের সমপরিমাণ ক্ষতির ফলেই সম্ভব। এবং সমাজে যে শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা আছে তাদের সকলপ্রকার মূল্যবান, কাম্য ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী রয়েছে অন্যদের কাছে কিছুই নেই (zero-sum distribution) । কিন্তু আমাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা দ্বন্দ্ববাদ প্রদত্ত অতি-সরলিকৃত চিত্রের থেকে বহুলাংশেই ভিন্ন। দ্বন্দ্ববাদীদের মূল্যবোধ ও মতাদর্শ সম্পর্কিত ভাবনাটিও নির্ভুল নয়। এটি ঠিক যে মতাদর্শের সামাজিক পটভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও এর সঙ্গে শ্রেণী বা গোষ্ঠী স্বার্থের যোগ রয়েছে। কিন্তু ক্রিয়াবাদীদের মতো এটাও মনে রাখা দরকার যে ভাবধারা বা মতাদর্শ কখনো কখনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে স্বাধীনভাবেও কাজ করতে সক্ষম হয়। মূলত দ্বন্দ্ববাদীরা মতাদর্শকে সংরক্ষণশীলতার বাহক হিসেবে দেখেছেন। ভাবধারা কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সমাজের সপক্ষে যায় না। সমালোচনার মাধ্যমে কখনো কখনো পরিবর্তনও সূচনা করে।

দ্বন্দ্ববাদ কিভাবে একটি ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তার ক্ষমতা বজায় রাখে তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে কিন্তু সেই গোষ্ঠী এই ক্ষমতা অর্জন করল কিভাবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয় না। অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদ সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

দ্বন্দ্ববাদ সামাজিক দ্বন্দ্ব, আমূল সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যা করলেও সামাজিক সংহতি, স্থিতি এগুলিকে অবহেলা করে। ফলে এই তত্ত্বও সমাজের সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরে না।

যদিও এর জন্ম হয়েছে ক্রিয়াবাদের সমালোচনাসূত্রে, এর মধ্যে ক্রিয়াবাদী মূল নীতিগুলি পরিলক্ষিত হয়। দ্বন্দ্ববাদও দ্বন্দ্বকে সামাজিক প্রয়োজন (social need) পূরণের জন্য জরুরী মনে করে। সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনেই যেন দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে মনে হয় যেন সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনটি কারণ ও দ্বন্দ্ব তার ফল বা পরিণাম। প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্ব-ই হ'ল কারণ ও তার ফলেই পরিবর্তন হয়। একে বলে illegitimate teleology এটি একটি যৌক্তিক ভুল (logical error) যা ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

৫০.৭ সারাংশ

দ্বন্দ্ববাদ সমাজতত্ত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দ্বন্দ্ব, বিচ্যুতি, পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। সমগ্র সমাজ নিয়ে আলোচনা করে বলে এটি একটি নিখিল-তত্ত্ব বা Macro theory ।

এই তত্ত্বের মূল পথিকৃৎ হ'লেন মার্ক্স, ওয়েবার ও সিমেল। পরবর্তীকালে (৫০ ও ৬০-এর দশকে) আধুনিক দ্বন্দ্ববাদীরা এঁদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। ডাহ্‌রেনডরফে আমরা মার্ক্স ও ওয়েবারকে সমন্বয় করার একটি প্রয়াস দেখি। তেমনি কোসার মূলত সিমেলকে অনুসরণ করলেও মার্ক্স ও ওয়েবারের ছাপ তাঁর লেখাতেও দেখা যায়। সত্তরের দশকে দ্বন্দ্ববাদের পুনর্জাগরণ ঘটে। তবে সেই সময় ঐক্যমত্য (যা ক্রিয়াবাদের মূল বিষয়) ও পরিবর্তন সমাজের এই দুটি দিকই তুলে ধরা হয়।

৫০.৮ অনুশীলনী

ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব কি নিয়ে আলোচনা করে?

২) দ্বন্দ্ববাদ ও ক্রিয়াবাদের পার্থক্য কি?

৩) দ্বন্দ্ববাদের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন।

১) দ্বন্দ্ববাদের অন্তর্নিহিত সামাজিক চিত্রটি বিবৃত করুন।

২) সমাজতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ববাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।

গ) বন্ধনীতে লিখিত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১) দ্বন্দ্ববাদ দ্বন্দ্বকে সমাজের ——— (স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক) অঙ্গ হিসেবে দেখে।

২) দ্বন্দ্ববাদ মনে করে সমাজের আমূল পরিবর্তন ——— (সম্ভব, সম্ভব নয়)।

ঘ) নিম্নোক্ত বাক্যযুগল থেকে সঠিক বাক্যটি বেছে নিন।

১) দ্বন্দ্ববাদ ব্যক্তিকে সমাজ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত — এই রূপে দেখে।
দ্বন্দ্ববাদ ব্যক্তিকে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু একই সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম — এই রূপে দেখে

২) দ্বন্দ্ববাদ মনে করে প্রত্যেক মতাদর্শ একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।
দ্বন্দ্ববাদ মনে করে মতাদর্শ সমগ্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।

৫০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Jonathan H Turner : The Structure of Sociological Theory, Rawat Publications, Jaipur, 1987.

২) Wallace and Wolf : Contemporary Sociological Theories.

৩) Randall Collins : Three Sociological Traditions, Oxford University Press, 1985.

একক ৫১ □ মার্ক্সের দ্বন্দ্ববাদ ও মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব

গঠন

৫১.১ উদ্দেশ্য

৫১.২ প্রস্তাবনা

৫১.৩ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

৫১.৪ মার্ক্স-প্রদত্ত সমাজের চিত্র

৫১.৫ সমালোচনা

৫১.৬ মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব কি ?

৫১.৭ অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ

৫১.৮ হেগেল অনুসারী মার্ক্সবাদ (লুকাচ ও গ্রামলি)

৫১.৯ সমালোচনামূলক তত্ত্ব বা ক্রিটিকাল থিওরি

৫১.১০ অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব (পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত এবং ফোর্ডিজম থেকে পোস্ট-ফোর্ডিজমে রূপান্তর সংক্রান্ত)

৫১.১১ ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদ — ওয়ালারস্টাইন

৫১.১২ উত্তর মার্ক্সবাদী তত্ত্ব (**Post Marxist Theory**)

৫১.১৩ সারাংশ

৫১.১৪ অনুশীলনী

৫১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

৫০.১ উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- কিভাবে দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ (হেগেল) ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ (ফয়েরবাখ) থেকে মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জন্ম হয়।
- মার্ক্সের সমাজ-সম্পর্কিত ধারণা ও সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা।
- মার্ক্সের দ্বন্দ্বতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা।
- মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের সমালোচনা সূত্রে হেগেল অনুসারী মার্ক্সবাদের জন্ম।
- কয়েকটি মার্ক্সবাদী ধারা যেমন — সমালোচনামূলক তত্ত্ব, অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদ, উত্তর-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব।

৫১.২ প্রস্তাবনা

কার্ল মার্ক্স (১৮১৮ — ১৮৮৩) হলেন দ্বন্দ্ববাদের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মতে শ্রেণীসমাজে (class society) দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। তিনি দ্বন্দ্বের একটি অন্যতম রূপ হিসেবে শ্রেণীসংগ্রামের (class struggle) কথা বলেছেন যা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবের (revolution) রূপ নেয় এবং আমূল সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন আনে (total structural change)। মার্ক্সের দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি বিশেষ দিক হল তিনি মানবসমাজের উন্নতির চরম প্রকাশ কল্পনা করেছেন একটি শ্রেণীহীন সমাজে — যে সমাজে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে এবং ব্যক্তি প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করবে।

মার্ক্স মনে করতেন যে সামাজিক তত্ত্বের একটি প্রধান কাজ হল সামাজিক অত্যাচার ও পীড়নের সমালোচনা করা এবং মানুষকে মুক্তির পথনির্দেশ করা।

৫১.৩ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মার্ক্সের তত্ত্বের জন্ম হয় হেগেলের (Hegel) আদর্শবাদের সমালোচনাসূত্রে। আদর্শবাদ বস্তুজগৎকে ভাবধারা (idea) ও চৈতন্য (consciousness) -এর প্রতিফলনরূপে দেখে। অর্থাৎ ভাবধারা ও চৈতন্য মুখ্য এবং বস্তুজগৎ গৌণ। মার্ক্স ফয়েরবাখের (Feuerbach) বস্তুবাদ (materialism) অনুসরণে এই মত খন্ডন করেন। মার্ক্সের মতে নিজের ও পরিবেশের সম্বন্ধে সচেতনতাই মানুষের মহত্তম গুণ। মানুষ সমাজে তার স্থান কোথায় তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে সক্ষম। এই সচেতনতার জন্ম হয় প্রাত্যহিক জীবনধারণের মধ্যে দিয়ে। চেতনা কখনই বাস্তবজগৎ নিরপেক্ষ নয়। তবে তিনি ফয়েরবাখের অন্ধ অনুসরণ না করে বলেন যে বস্তুজগৎ ও ভাবধারার মধ্যে এই সম্পর্ক একমুখী নয়। যদিও চৈতন্যের জন্ম হয় মানুষের বাস্তব সামাজিক অস্তিত্বের গর্ভে তবে এই চৈতন্য কখনো কখনো সামাজিক পটভূমিকায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই দ্বিমুখী সম্পর্কের ধারণাটি (dialectical relations) তিনি পান হেগেলের থেকে। অর্থাৎ হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক আদর্শবাদ (dialectical idealism) ও ফয়েরবাখের যান্ত্রিক বস্তুবাদ (mechanical materialism) -এর সমালোচনা করে এবং একই সঙ্গে এই দুই ধারা থেকেই কিছু অংশগ্রহণ করে তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (dialectical materialism) জন্ম দেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism) বলতে বোঝায় সমাজ ও অর্থনীতির ঐতিহাসিক পরিবর্তন বিশ্লেষণে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ। একটি ঐতিহাসিক সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, শ্রেণীর বিন্যাস, অর্থনৈতিক ভিত্তির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বের বীজ, শ্রেণীসংগ্রাম রূপে দ্বন্দ্বের প্রকাশ, এবং দ্বন্দ্বের চরমরূপ বিপ্লবের বিকাশ ও পরিণাম (আমূল পরিবর্তন) — এই সবই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্তর্গত।

৫১.৪ মার্ক্স-প্রদত্ত সমাজের চিত্র

মার্ক্সের মতে মানব জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন (production)। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদনের ফলে যেই মুহূর্তে প্রয়োজন পূরণ হয় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়।

এভাবে ক্রমাগত উৎপাদন বাড়তে থাকে। ফলে শ্রমবিভাজন (division of labour) শুরু হয়ে যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ফলে মালিকানার (ownership) প্রশ্ন আসে। উৎপত্তি হয় ব্যক্তিগত মালিকানার (private ownership) ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property)। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর (class) উদ্ভব হয়। মার্ক্স প্রধানত দুটি শ্রেণীর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন — মালিক (owners) ও মালিকানাহীন (non-owner) শ্রেণী। মালিক শ্রেণী উৎপাদন উপকরণের (means of production) উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গোটা উৎপাদন পদ্ধতিকে চালনা করে। মালিকানাহীন শ্রেণী - উৎপাদন উপকরণের উপর তাদের কোনো স্বত্ব না থাকায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাদের একমাত্র পুঁজি নিজেদের শ্রমশক্তি (labour power) মালিক শ্রেণীর কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এরাই আসল উৎপাদক। কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে এরা পায় মজুরি (wage)। মজুরির মূল্য কিন্তু তাদের শ্রমের মূল্য থেকে সর্বদাই কম হয়। কারণ মূল্যের একটি অংশ, যাকে মার্ক্স বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) তা মালিকশ্রেণী আত্মসাৎ করে। এভাবে আসল উৎপাদককে বঞ্চিত করে মালিক শ্রেণী ক্রমাগত লাভবান ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হ'তে থাকে। আর উৎপাদকেরা বিচ্ছিন্নতাবোধে (alienations) আক্রান্ত হয়। তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর মালিক তারা হতে পারে না। উৎপাদন পদ্ধতির উপরেও তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাদের সৃজনী সত্ত্বা অবদমিত হয়। এবং ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থা তাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন করে তোলে।

মার্ক্স যে সমাজের চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন তা নিম্নরূপ। তাঁর মতে অর্থনৈতিক সংগঠন (যা মূলত সম্পত্তি মালিকানার উপর নির্ভরশীল) বাকি সামাজিক সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে শ্রেণী কাঠামো ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (যেমন রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র) ও আইনী সংগঠন এবং তার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধর্মীয় ভাবনা ইত্যাদি সবই শেষ পর্যন্ত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির (economic base) প্রতিফলনস্বরূপ। অর্থাৎ উনি সমাজকে দুটি স্তরে বিভক্ত করেছেন — ভিত্তি (অর্থনৈতিক কাঠামো) ও উপরি-কাঠামো (রাজনৈতিক ও আইনী কাঠামো ও সর্বোপরি চেতনা)। উনি মনে করেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ (future scientific communism) ব্যতীত আর সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লবাত্মক শ্রেণীসংগ্রামের (revolutionary class struggle) বীজ সেই সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই নিহিত থাকে। যুগে যুগে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে একটি শ্রেণীসমাজের পতনের ফলে নতুন শ্রেণী সমাজের জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তনের যে মূল স্তরগুলি মার্ক্স চিহ্নিত করেছেন তা বিবৃত করা দরকার। মানব সমাজের আদিতে একটি প্রাচীন শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ (primitive communism) ছিল। এই সমাজের উৎপাদন শক্তি বা productive force (প্রযুক্তি, শ্রমসংগঠন) ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। যা কিছু উৎপাদিত হত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে তা খরচা হ'য়ে যেত, কোনো উদ্বৃত্তের প্রশ্ন ছিল না। ফলে সমাজে শ্রেণীবিভাজন ছিল না। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাজন শুরু হয়। অধিক উৎপাদন মানেই উদ্বৃত্ত মূল্যের (surplus value) প্রশ্ন ওঠে। সাথে সাথে ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত সম্পদ ও বিভিন্ন শ্রেণীর (সম্পত্তি মালিকানার উপর নির্ভর ক'রে) উদ্ভব হয়। যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী তাই শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য।

প্রথম শ্রেণীসমাজ হিসেবে উনি দাস সমাজের (slave society) কথা বলেন, যে সমাজের মূল দুটি শ্রেণী হল প্রভু (মালিক শ্রেণী) ও দাস (মালিকানাহীন শ্রেণী)। এরপরে আসে সামন্ত সমাজ (feudal society) যার মূল শ্রেণী দুটি হ'ল মালিক সামন্ত প্রভু ও মালিকানাহীন ভূমিদাস শ্রেণী। পরের ঐতিহাসিক স্তরটি পুঁজিবাদী সমাজ (capitalist society)। এর প্রধান শ্রেণী দুটি হ'ল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণী মালিকানাহীন শ্রমিক শ্রেণী।

মার্ক্সের মতে এটিই শেষ শ্রেণীসমাজ। বিপ্লবের ফলে এই সমাজ আমূল বিনষ্ট হয়ে নতুন শ্রেণীহীন বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ (scientific communism) আসবে। কিন্তু এই আসার পথে কতগুলি স্তর রয়েছে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে প্রথমে শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর কর্তৃত্বে (Dictatorship of the Proletariat) নতুন সমাজ গঠিত হবে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণী সংখ্যালঘু পূর্বতন মালিক শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করবে। এই সাময়িক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সমাজবাদী (socialist society) সমাজে রূপান্তরিত হবে। পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (cultural revolutions) ফলে যখন কায়িক ও মানসিক শ্রম, নারী ও পুরুষ, গ্রাম ও শহরের ভেদ মুছে যাবে তখনই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ গ'ড়ে উঠবে। এই সমাজে অত্যন্ত উন্নত উৎপাদন শক্তি কোনো বিশেষ শ্রেণীর হাতিয়ার না হয়ে সমগ্র সমাজের কল্যাণ করবে। শ্রেণী না থাকায় অত্যাচারের প্রয়োজন মিটে যাবে — ফলে অত্যাচারের মাধ্যমগুলিও (যথা — রাষ্ট্র) আর থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবোধের উর্দ্ধে উঠে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। এবং সেই কাজের ফল সমানভাবে ভোগ করবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে সমাজ বিবর্তনের মূল স্তরগুলির বাইরেও কিছু বিশেষ ধরনের সমাজের কথা মার্ক্স বলেছেন, যেমন — Asiatic mode of Production ইত্যাদি।

আবার মার্ক্সের সমাজচিত্রে ফিরে আসা যাক। উনি বলেছেন শ্রেণীসমাজে মালিকানাহীন বঞ্চিত শ্রেণী সমাজে তাদের স্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে সচেতন হলে তারা শ্রেণী হিসাবেই শ্রেণী (class-in-itself) থেকে আত্মস্বার্থ সচেতন শ্রেণী (class for itself)-এ রূপান্তরিত হয়। সফল বিপ্লবের জন্য এই শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে হয়। কারণ বিপ্লব তখনই সফল হবে যখন এই শ্রেণী (প্রকৃত উৎপাদক ও মালিকানাহীন) মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ রাষ্ট্র হস্তগত করবে। তবে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি প্রথমে সমাজের ভিত্তিতে (base) সূচীত হ'তে হবে।

সামাজিক ভিত্তি বলতে মার্ক্স মূলত অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা বলেছেন যা উৎপাদন সম্পর্কের (relations of production) উপর দাঁড়িয়ে থাকে। উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তি (forces of production) হল উৎপাদন পদ্ধতির (mode of production) দুই উপাদান। উৎপাদন শক্তি বলতে বোঝায় উৎপাদন যন্ত্রের (instruments of production) এবং মানুষের সেই উৎপাদন যন্ত্রকে প্রয়োগের ক্ষমতার ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত স্তর। মানুষ উৎপাদন শক্তি নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী পায় না; পূর্বতন প্রজন্মের কাজের ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তী প্রজন্ম এটি লাভ করে। অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি হ'ল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান, শিল্প, শ্রমব্যবস্থা (organizations of labour) ইত্যাদি। উৎপাদন সম্পর্ক হ'ল এক মানবিক সম্পর্ক যা উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে থেকে গ'ড়ে ওঠে। উৎপাদন সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলি হ'ল সম্পত্তি সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক ও বন্টন সম্পর্ক — যা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করে। উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন উপকরণের (means of production) মালিককে চিহ্নিত করে। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে সম্পত্তির রূপ (form of property) যা সামাজিক বা ব্যক্তিগত — দুই প্রকার হতে পারে। সম্পত্তির রূপ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর (শ্রেণী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর) মর্যাদা ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। বিনিময় ও বন্টন সম্পর্কও শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির রূপের উপর নির্ভরশীল। সম্পত্তির মালিকানা গোটা সমাজের হাতে থাকলে (শ্রেণীহীন সমাজে এটি সম্ভবপর হয়) বিনিময় ও বণ্টন সম্পর্কেও অসাম্য থাকে না। কিন্তু শ্রেণীসমাজে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানা রয়েছে — সেখানে সর্বপ্রকার সম্পর্কই অসম। সম্পত্তির মালিক বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

আগেই বলা হয়েছে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন পদ্ধতির দুটি দিক। এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকার উপরেই উৎপাদন নির্ভর করে। মার্ক্সের মতে এই দুয়ের মধ্যে উৎপাদন শক্তি হ'ল নির্ণায়ক উপাদান। এটি অনেক বেশী পরিবর্তনশীল। উৎপাদন সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। কারণ এটি সামাজিক প্রথা ও আইনের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে। উৎপাদন শক্তির বিকাশ একটি স্তর পর্যন্ত পুরোনো উৎপাদন সম্পর্কের গন্ডীর মধ্যে হতে পারে। কিন্তু একটা সময় আসে যখন নতুন উৎপাদন শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য পুরোনো উৎপাদন সম্পর্কের বিনাশ ও নতুন উৎপাদন সম্পর্কের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। এটিই হ'ল বিপ্লবের সময়কাল। নতুন উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। আবার কালের নিয়মে এই সম্পর্ক একদিন পুরোনো হ'য়ে যায়, ফলে আবার উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং নতুন উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়। উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্কের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক মিথষ্ক্রিয়া (dialectical interactions)- র একটি উদাহরণ যা মার্ক্সীয় তত্ত্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

নতুন উৎপাদন শক্তির ধারক শ্রেণীই হ'ল বিপ্লবের বাহক। পুরোনো সমাজে তাদের স্বার্থ বিবেচিত হয় না ফলে তারা পরিবর্তন আনতে সচষ্ট হয়। পূর্বতন সমাজের মালিক শ্রেণীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই একমাত্র তা আনা সম্ভব।

এর থেকে বোঝা যায় মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ কিভাবে সমাজ সম্বন্ধে কার্যবাদের বিপরীত এক ধারণা দেয়। মার্ক্স মনে করেন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। ফলতঃ সমাজে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। দ্বন্দ্বের জন্ম মূলত হয় দুর্লভ ও কাম্য সামগ্রীর (মূলত সম্পত্তি ও ক্ষমতা) অসম বন্টনের ফলে। দ্বন্দ্ব হল পরিবর্তনের মূল উৎস।

শ্রেণী সমাজে মালিক শ্রেণী কেবল অর্থনৈতিক প্রভুত্ব করেনা, উপরিকাঠামোর স্তরেও তারা কর্তৃত্ব করে। অর্থাৎ যারা অর্থনৈতিকভাবে (ভিত্তি) শক্তিশালী তারাই শাসক শ্রেণী, তাদের স্বার্থপূরণের জন্য তৈরী হয় আইন এবং তাদের মতাদর্শই সমগ্র সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সমাজে দুর্লভ সামগ্রীর বণ্টন যত অসম হয় প্রভাবশালী ও অধীনস্থ শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তীব্র হবার সম্ভাবনা তত বেশী। অধীনস্থ শ্রেণী তাদের প্রকৃত যৌথ স্বার্থ সম্পর্কে যত সচেতন হয় ততই তারা বর্তমান বণ্টনব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মার্ক্স মনে করেন অধীনস্থ শ্রেণী যত বেশী অত্যাচারিত, বিচ্ছিন্নতাবোধে (alienations) আক্রান্ত হবে ততই তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগার সম্ভাবনা বাড়বে। শ্রেণীচেতনা (class consciousness) জাগার অপর শর্ত হ'ল নিজেদের মধ্যে মতের আদানপ্রদান। সবাই একইভাবে নিপীড়িত — এই বোধ তাদেরকে পরস্পরের কাছে টেনে আনবে। সফল শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হ'লে অধীনস্থ শ্রেণীকে প্রভাবশালী শ্রেণীর ভাবধারার বাইরে বেরিয়ে এসে এবং তাকে খন্ডন ক'রে নিজস্ব ভাবধারা তৈরী করতে হবে। মার্ক্স বলেন যে অধীনস্থ শ্রেণীর সংগ্রাম তখনই সুনিশ্চিৎ হবে যদি প্রভাবশালী শ্রেণী তাদের যৌথ শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হয়, যদি অধীনস্থ শ্রেণীর বঞ্চনা ক্রমে ক্রমে চরম থেকে তুলনামূলক বঞ্চনার রূপ নেয় এবং যদি অধীনস্থ শ্রেণী সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাঠামো তৈরী ক'রতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সমাজে মালিক ও মালিকানাহীন—এই দুই শ্রেণীর মেরুকরণ (polarization) ঘটে। মেরুকরণ যত তীব্র হবে আপস বা মৃদু দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হবে। এবং সামাজিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে দুর্লভ সামগ্রীর পুনর্বন্টন হবে। আগেই বলা হয়েছে যে মার্ক্স মনে করতেন দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি আছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ অসংগঠিত বা পরস্পর বিরোধিতার ফলে পরিবর্তন আসে। তবে অবশেষে একদিন চরম পরিবর্তন আসবে ফলে সামাজিক অসাম্য, দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সমাপ্তি ঘটবে। পুঁজিবাদের বিনাশের পরই এই পরিবর্তনের সূচনা হবে এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে শ্রেণীহীন দ্বন্দ্বহীন সমাজ দেখা যাবে।

৫১.৫ সমালোচনা

মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের সমালোচনায় বলা যায় প্রথমত তার সমাজ সম্পর্কিত ধারণাটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কাঠামো ও সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে একে সম্পূর্ণ ধরা যায় না। দ্বিতীয়ত, দ্বন্দ্বের ফলে চূড়ান্ত সামাজিক মেরুকরণ সাধারণত ঘটে না। তৃতীয়ত, সকল স্বার্থই শ্রেণীস্বার্থ নয়; চতুর্থত, ক্ষমতা সর্বদা মালিকানা-ভিত্তিক নয়; এবং সবশেষে, দ্বন্দ্ব সর্বদা পরিবর্তন আনে না। এছাড়া তার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি, সমাজবাদী বিপ্লব ও শ্রেণীহীন সমাজ সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণীগুলিও সঠিক হয় নি।

৫১.৬ মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব কি ?

যদি সামগ্রিকভাবে দ্বন্দ্ববাদকে (যেমন ডাহ্‌রেনডরফ, বা কোসারের তত্ত্ব) মার্ক্সীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই দ্বন্দ্ববাদ মার্ক্সবাদের এক অত্যন্ত দুর্বল রূপ। তাই এখানে আমরা এমন কিছু সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোচনা করব যাতে মার্ক্সের ভাবধারা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এই সব তত্ত্বগুলি মার্ক্সকে অনুসরণ করে গঠিত তবে এদের আভ্যন্তরীণ পার্থক্য প্রচুর। এটি মার্ক্সীয় তত্ত্বের ব্যাপকতা প্রমাণ করে। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রথমে আমরা আলোচনা করব লুকাচ ও গ্রামলির তত্ত্ব যারা হেগেলকে অনুসরণ ক'রে ভাবজগৎকে (subjective world) গুরুত্ব দেন। সমালোচনামূলক তত্ত্ব (critical theory)-র জন্ম হয় মূলত মার্ক্সীয় তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ (economic determinism)-এর সমালোচনা সূত্রে। নব্য মার্ক্সবাদের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি হ'ল অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদ এবং আশি ও নব্বই-এর দশকে (বিগত শতাব্দীতে) উদ্ভূত উত্তর-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব।

৫১.৭ অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ

মার্ক্সীয় তত্ত্বের একটি মূল্যায়ন হ'ল এই যে এটি অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ প্রচার করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামো বাকি সামাজিক সংগঠন ও ভাবধারাকে নির্ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি যে মার্ক্স দ্বান্দ্বিকতায় (dialectics) বিশ্বাসী। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ককে তিনি স্বীকার ক'রেছেন।

মার্ক্সীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয় দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সময় (১৮৮৯-১৯১৪) যখন বাজারী পুঁজিবাদ তুঙ্গে উঠেছে। যেসব মার্কসবাদী অর্থনৈতিক নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তারা পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য গণ্য করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে পুঁজিবাদী সমাজের আর্থিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত আছে তার ধ্বংসের বীজ। এই মতে বিশ্বাসীদের মধ্যে Engels, Karl Kautsky এবং Bernstein উল্লেখযোগ্য।

এই মতের সমালোচনায় বলা হয় যে এরা মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিকতাকে গণ্য করেননি, ফলে ব্যক্তির চিন্তা ও কার্য করার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এঁরা মনে করেছেন যে সমাজের আর্থিক কাঠামোর দ্বারাই তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত একধরণের রাজনৈতিক ক্রিয়াবিমুখিনতার জন্ম দেয় — যা মার্ক্সীয় মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৫১.৮ হেগেল অনুসারী মার্ক্সবাদ (লুকাচ ও গ্রামশি)

অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে কিছু মার্ক্সবাদী হেগেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেন যে কেবল বস্তুজগৎ (objective world) নয় ভাবজগৎ (subjective world) কেও সমান গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই ধারা পরে সমালোচনামূলক তত্ত্বের জন্ম দেয়।

হেগেলিয়নে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জার্জ লুকাচ (Lukac's : History and Class Consciousness 1922/1968)। মূর্তিমন্ত হওয়া (reifications) ও শ্রেণীচেতনা (Class Consciousness) নিয়ে আলোচনাই হল মার্ক্সীয় তত্ত্বে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মার্ক্সের অনুসরণে তিনি বলেন যে পণ্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্দেশ করে। পুঁজিবাদী সমাজে সেই সম্পর্ক বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন পণ্য তৈরী করে। কিন্তু সে ভুলে যায় এই পণ্যের সৃষ্টিকর্তা সে এবং পণ্যের মূল্য তারই অবদান। মনে হয় যে এই মূল্য বাজারের সৃষ্টি। পণ্যের বস্তুরতি (fetishism of commodity) হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য ও বাজার একটি স্বতন্ত্র বাস্তব ব্যক্তি নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অর্জন করে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই লুকাচের রিফিকেশান সংক্রান্ত ধারণার উৎপত্তি। ফেটিশিজম অফ কমোডিটি এই ধারণাটি মূলত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু রিফিকেশান ধারণাটি আরো ব্যাপক সমাজের সকল ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্র, আইনব্যবস্থা, আর্থিক কাঠামো — সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে গোটা সামাজিক কাঠামোটাই এক স্বতন্ত্র বস্তুগত অস্তিত্বের অধিকারী বলে ব্যক্তির কাছে প্রতিপন্ন হয়। সমাজ — যা ব্যক্তিরই সৃষ্টি — তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আকার নেয়। প্রকৃত কর্তা (ব্যক্তি) নিজেকে সমাজের হাতের পুতুল বলে মনে করে। এই ধারণাটি আলোচনাকালে লুকাচ সিমেল ও ওয়েবারের অনুপ্রেরণাও গ্রহণ করেছেন। যদিও মার্ক্সীয় ধারা অনুসরণ করে তিনি একে পুঁজিবাদের সমস্যা হিসেবে দেখেছেন; সিমেল বা ওয়েবারের মতো মানুষের অনিবার্য ভাগ্য হিসেবে দেখেন নি।

লুকাচ শ্রেণীচেতনা নিয়েও আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীচেতনা ভাগ্যের পূর্বাবস্থা হ'ল ভ্রান্ত চেতনা (False consciousness) অর্থাৎ নিজের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে শ্রেণীসাপেক্ষ অচেতনতা (Class-conditioned unconsciousness)। মানব ইতিহাসে বেশীরভাগ শ্রেণী-ই এই ভ্রান্ত চেতনার উর্দ্ধে উঠে শ্রেণী সচেতন হ'তে পারে নি। কেবল পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর বিশেষ সামাজিক কাঠামোগত অবস্থানের জন্যই তাদের পক্ষে শ্রেণীসচেতন হওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে কখনো রাজনীতি, কখনো সামাজিক সম্মান অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে অর্থনৈতিক শ্রেণীচেতনা গঠনে বাধা সৃষ্টি করেছে। পুঁজিবাদী সমাজে সমাজের আর্থিক ভিত্তি সুস্পষ্ট হওয়ায় শ্রেণীচেতনা জাগা সম্ভব হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে পেটিবুর্জোয়া ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগতে পারে না যেহেতু পূর্বতন সামন্ততন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে পুঁজিবাদী সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট নয়। পুঁজিপতিদের মধ্যে এটি জাগা সম্ভব। পুঁজিবাদের বিকাশ তারা ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মতো তাদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিবাদী আর্থিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। সর্বহারা শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের লড়াই যত এগোয় ততই প্রথমোক্ত শ্রেণী class-in-itself থেকে class-for-itself- এ পরিবর্তিত হয়। লুকাচ পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো (মূলত

অর্থনৈতিক) ও ভাবধারা (শ্রেণীচেতনা), এবং ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তির কার্যের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছিলেন।

একই ধারায় আরেক উল্লেখযোগ্য মার্ক্সবাদী হলেন এন্টনিও গ্রামলি (১৮৯১-১৯৩৭) যিনি নিয়তিবাদ এবং স্বয়ংক্রিয় বা অনিবার্য ঐতিহাসিক বিকাশের সমালোচক ছিলেন। সামাজিক বিপ্লব আনতে হলে জনগণকে সক্রিয় হ'তে হবে এবং এই সক্রিয়তার ভিত্তি হ'ল নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা। তাঁর মতে চেতনার জন্ম দেয় বুদ্ধিজীবীরা, পরে তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ একে কার্যে পরিণত করে।

গ্রামলির মূল ধারণাটি হ'ল আধিপত্য (hegemony) — অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব যা বলপ্রয়োগ (coercion) থেকে ভিন্ন। বলপ্রয়োগ বলতে বোঝায় আইনগত বা শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা যার প্রকাশ হয় পুলিশী নিয়ন্ত্রণে। তিনি মনে করেন বিপ্লবের লক্ষ্য শুধু আর্থিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয় — সমাজের উপর সাংস্কৃতিক প্রভুত্বস্থাপনও অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫১.৯ সমালোচনামূলক তত্ত্ব বা ক্রিটিকাল থিওরি

তৎকালীন মার্ক্সীয় ভাবনার প্রতি, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদল জার্মান নব্যমার্ক্সবাদী এই তত্ত্ব প্রবর্তন করেন (Kellner, 1993)। এই তত্ত্বের জন্ম হয় Institute of Social Research- এ। যেটি জার্মানির Frankfurt- এ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় (February, 1923)।

ক্রিটিকাল থিওরি সমাজ ও বৌদ্ধিক জীবনের বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করে। Habermas (1971) প্রভৃতি তাত্ত্বিকগণ দেখিয়েছেন কিভাবে মার্ক্সের মূল লেখায় নিয়তিবাদ প্রচ্ছন্নরূপে রয়েছে। এঁদের সমালোচনার লক্ষ্য হ'ল মার্ক্সবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা। অর্থনৈতিক কাঠামোর গুরুত্ব স্বীকার করে তাঁরা বলেছেন সমাজের অন্য দিকগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত তাঁরা সাংস্কৃতিক জগতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন (*Schroyer, 1973 : 33*) মার্ক্সবাদী তত্ত্ব ছাড়াও পূর্বতন সোভিয়েত সমাজ যা এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গ'ড়ে উঠেছে — তারও সমালোচনা করেছেন (Marcuse, 1958)।

এঁরা দৃষ্টবাদেরও (positivism) সমালোচনা করেছেন (Bottomore, 1984), কারণ দৃষ্টবাদ ব্যক্তিকে কার্যকর্তা (actor) হিসেবে না দেখে 'নির্ধারিত' রূপে দেখে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলিকে নির্বিচারে সমাজ ও মানবজীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে; এবং উপায় (means)-কে মূল্যায়ন করে, লক্ষ্য (end)-কে নয়। ক্রিটিকাল থিওরির চোখে দৃষ্টবাদ তাই এক সংরক্ষণশীল মতবাদ যা বর্তমান সমাজকে সমালোচনা করতে অক্ষম। ফলে দৃষ্টবাদ ব্যক্তিকে এবং সমাজ বিজ্ঞানীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

ক্রিটিকাল থিওরি সমাজতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানিকতা (Scientism) — যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে চরম লক্ষ্যরূপে গণ্য করে — তার সমালোচনা করে। সমাজতত্ত্বের অপর নেতিবাচক দিক হ'ল এটি স্থিতাবস্থার পক্ষে যায়। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় ব্যক্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের পূর্ণরূপ দেখতে পান না।

এই তত্ত্ব আধুনিক সমাজকেও সমালোচনা করে। এই সমাজে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের জায়গায় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। Weber-এর অনুসরণে তারা বলেন যুক্তিসিদ্ধতা (rationality) হল আধুনিক সমাজের

এক মূল বৈশিষ্ট্য। এবং এর কর্তৃত্ব-ই বর্তমানে অর্থনৈতিক আধিপত্যের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এরা Weber-এর মতই formal rationality (বিধিবৎ যুক্তিসিদ্ধতা) ও substantive rationality -র (প্রকৃত যুক্তিসিদ্ধতা)— যাকে এরা reason বলেন, পার্থক্য করেন। Formal rationality একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসেবে যেকোনো বস্তুকে মুল্যায়ন করে। একে critical theory-তে technocratic thinking বলা হয় যার উদ্দেশ্য হ'ল অত্যাচারী শক্তিকে সাহায্য করা অত্যাচারের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির সূচনা করা নয়। অন্যদিকে reason বলতে বোঝায় চরম মানবিক মূল্যবোধের (যেমন ন্যায়, শান্তি ইত্যাদি) পরিপ্রেক্ষিতে কোনো উপায়ের মূল্যায়ন।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক সমাজ যুক্তিসিদ্ধ (মূলত formal rationality) —প্রকৃতপক্ষে এর অনেক অযৌক্তিক দিক রয়েছে। যেমন এই সমাজ ব্যক্তি, তার প্রয়োজন ও ক্ষমতাকে ধ্বংস করে; এখানে সর্বক্ষণ যুদ্ধের সম্ভাবনার দ্বারা শান্তি বজায় রাখা হয়; এবং যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এখানে বহু মানুষ দরিদ্র ও নিপীড়িত।

এই তত্ত্ব formal rationality- র একটি প্রকাশ — আধুনিক প্রযুক্তির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়। Herbert Marcuse (1964) দেখিয়েছেন কিভাবে পুঁজিবাদী সমাজে প্রযুক্তি সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদের (totalitarianism) জন্ম দেয়। আপাত দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ প্রযুক্তিকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে তৈরী হয় One-dimensional Society বা একমাত্রিক সমাজ, যে সমাজ ব্যক্তি সমালোচনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রযুক্তিকে স্বাধীন মানুষের সত্যকার প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব।

এই তত্ত্বের সমালোচনার মূল লক্ষ্য হ'ল 'সংস্কৃতি শিল্প' (Culture Industry) অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ আমলাতান্ত্রিক কাঠামো (যেমন টেলিভিশান নেটওয়ার্ক) যা আধুনিক সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা অর্থনৈতিক ভিত্তির চেয়ে উপরিকাঠামো নিয়ে বেশী চিন্তিত। এরা মনে করেন এই সংস্কৃতিশিল্প মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এবং মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। ক্রিটিকাল থিওরি জ্ঞান শিল্পেরও (knowledge industry) সমালোচনা করেছে। জ্ঞান শিল্প বলতে বোঝায় সেই সব কেন্দ্র যা জ্ঞান সৃষ্টি করে — যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা যা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোর রূপ নিয়ে অত্যাচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। মার্ক্স পুঁজিবাদের সমালোচনা করলেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু ক্রিটিকাল থিওরি নৈরাশ্যবাদী, তারা এই সমস্যাকে পুঁজিবাদের সমস্যা হিসেবে না দেখে যুক্তিবাদী সমাজের সমস্যা হিসেবে দেখেছেন।

এই তত্ত্বের মূল অবদান হল এটি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে বস্তু-কেন্দ্রিক করে না রেখে মনোগত জগৎকেও গুরুত্ব দিয়েছে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী আমেরিকার প্রভূত উন্নতির সাথে সাথে শ্রেণী সংগ্রামের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে। ভ্রান্ত চেতনা বা false consciousness সার্বজনীন হয়ে যায়। এমনকি শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদের সমর্থক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজবাদী অর্থনীতি-ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজের মতই এক পীড়নকারী সমাজ। তাই এই তত্ত্ব পীড়নের উৎস অর্থনীতিতে না খুঁজে অন্যত্র যথা সংস্কৃতিতে খুঁজেছেন।

এঁরা মতাদর্শ (ideology) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মতাদর্শ হ'ল সেই সব মতবাদ (যা ভ্রান্ত হতে পারে) যা সামাজিক প্রবরগণ (Elites) সৃষ্টি করেন। মূলত তারা কর্তৃত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গেই এর অবতারণা করেছেন। ফ্যাসীজমের উত্থান (১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে) তাঁদেরকে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণে প্রেরণা দেয় যদিও পরে তাঁরা পুঁজিবাদের কর্তৃত্ব নিয়ে বেশী আলোচনা করেছেন। হ্যাবারমাস legitimation এই ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। Legitimations বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট সেই সব মতবাদকে বোঝায় যা একটি

সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। Legitimation গুলি তৈরী করা হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য করে তোলার জন্য। ক্রিটিকাল থিওরির মতে জনচেতনা বহিঃশক্তি (যেমন সংস্কৃতি-শিল্প) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বিপ্লবাত্মক চেতনা গড়ে উঠতে পারে না। এই তত্ত্বের অপর উল্লেখযোগ্য অবদান হল চেতনার স্তর নিয়ে ফ্রয়েডীয় চিন্তাভাবনাকে সংস্কৃতি নিয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করা (Marcuse, 1969)। এছাড়াও এঁরা দ্বান্দ্বিকতাকে (dealectics) আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সমাজের কোনো একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে (যথা — অর্থনীতি) অধিকতর গুরুত্ব না দিয়ে সমগ্র সমাজ ও তার বিভিন্ন সংগঠনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তত্ত্বের সমালোচনায় বলা যায় যে এই তত্ত্ব ঘটনার বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাখ্যা দেয় না; সাধারণভাবে এরা সমাজের অর্থনৈতিক দিকটিকে অবহেলা করেন; এবং এদের মতে বিপ্লবের ধারক হিসেবে বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাবারমাস, কেলনার প্রভৃতি তাত্ত্বিকগণ এই তত্ত্বের ধারাটিকে বর্তমান সমাজে প্রয়োগের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করছেন।

৫১.১০ অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব (পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত এবং ফোর্ডিজম থেকে পোস্ট-ফোর্ডিজমে রূপান্তর সংক্রান্ত)

নব্য মার্ক্সবাদের অপর উল্লেখযোগ্য ধারাটি হল অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারা। দুধরনের আলোচনা এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। প্রথমত পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত ও দ্বিতীয়ত ফোর্ডিজম থেকে পোস্টফোর্ডিজমে রূপান্তর সংক্রান্ত।

প্রথম ধারায় Baran এবং Sweezy (1966)-র অবদান উল্লেখ্য। যারা বলেছেন আধুনিক মার্ক্সবাদকে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের স্থানে এখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ এসেছে যেখানে এক বা অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ এখন মূল্যের (price) পরিবর্তে বিক্রয় (sales) ব্যবস্থাটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বড় বড় নিগমের (Corporation) জন্ম হলেও মূল মালিকানাস্বত্ব কিন্তু অল্পসংখ্যক পুঁজিপতির হাতে রয়েছে। এই ব্যবস্থায় নিগমের পরিচালক (manager) গণও অত্যন্ত ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। একচেটিয়া আধিপত্যের দরুণ তারা পণ্যের যেকোনো মূল্য (price) নির্ধারণে সক্ষম। অন্যদিকে নিগমের আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচন করাও তাদের পক্ষে সহজে সম্ভব। ফলে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ে। যা শেষপর্যন্ত নষ্ট (waste) করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই অপব্যয় মূলত দুটি খাতে হয় ঃ ১) সরকারি পরিষেবা ও সরকারি চাকুরেদের মাইনে খাতে; ২) সামরিক খাতে।

Harry Braverman (1974) দেখিয়েছেন একচেটিয়া পুঁজিবাদে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে এবং বড় বড় নিগমে কর্মরত 'বাবু' কাজে নিযুক্ত কর্মচারীর বা মানসিক শ্রমে নিযুক্ত কর্মীর (White collar employee) সংখ্যা বাড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণীর মতই white collar কর্মীরা পুঁজিপতিদের অত্যাচারের এবং একই সঙ্গে যন্ত্রায়ন (mechanizations) ও যুক্তিসিদ্ধকরণের (rationalizations) শিকার হন। এবং অবশেষে তারাও সর্বহারায় পরিণত হন। ব্রেভারম্যানের মতে পুঁজিপতিরা বর্তমানে শ্রমশক্তিকে (labour power) নিয়ন্ত্রণ করে পরিচালকগণের মাধ্যমে। এই নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হল সংগঠনের অভ্যন্তরে কাজের বিনৈপুণ্য (specializations)। এর ফলে শুধুমাত্র কার্যপদ্ধতি বিভাজিত হয় না—ব্যক্তিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তি তার ক্ষমতার কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশই এর ফলে ব্যবহার করতে পারে। একে *deskilling* বলে। শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রণের অপর একটি উপায় হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োগ।

Richard Edwards তাঁর Contested Terrain : The Transformation of the workforce in the 20th century (1979) গ্রন্থেও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কর্মক্ষেত্রই হল তাঁর মতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র বা contested terrain । বর্তমানে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) এবং উন্নত ধরণের প্রায়োগিক (technical) ও আমলাতান্ত্রিক (bureaucratic) নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়, যেমন — আধুনিক কম্প্যুটারের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মচারীর সব কাজের পূর্ণাঙ্গ হিসেব রাখা হয়।

Michael Burawoy তার Manufacturing Consent : Changes in the Labour Process under Monopoly Capital (1979) গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে বর্তমানে পুঁজিপতিরা কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য সম্মত করে।

অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের অপর ধারায় আমরা ফোর্ডিজম (Fordism) থেকে উত্তর ফোর্ডিজমে (Post-Fordism) রূপান্তরের আলোচনা পাই। এই আলোচনাটি আসলে আধুনিক থেকে আধুনিকোত্তর (Post modern) সমাজে রূপান্তরের বৃহত্তর আলোচনার অঙ্গ।

ফোর্ডিজমের মূলনীতির প্রবক্তা হলেন Hernry Ford। ফোর্ডিজমের মূল বৈশিষ্ট্য হল একই প্রকার পণ্যের গণ উৎপাদন (mass production); অনমনীয় প্রযুক্তির (যেমন assembly line) প্রয়োগ; নির্দিষ্ট কার্যবিধির ব্যবহার; ছিন্নমূল গণকর্মীশ্রেণী (mass worker) ও আমলাতান্ত্রিক ইউনিয়নের উত্থান; মজুরি বৃদ্ধির ফলে গণ-উৎপাদিত ভোগ্যবস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি; এবং গণকর্মীর যোগান বৃদ্ধির জন্য গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। বিংশ শতাব্দীতে (বিশেষ করে আমেরিকায়) ফোর্ডিজমের বিকাশ হয়। সত্তরের দশকে এটি উন্নতির চরম সীমায় ওঠে। ১৯৭৩-এর তৈল বিপর্যয়, আমেরিকার মোটরগাড়ি শিল্পের পতন ও জাপানে শিল্পের নব উত্থানের সময় থেকে এর পতনের সূচনা হয়।

উত্তর-ফোর্ডিজমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ উচ্চমানের বিশিষ্ট (specialized) পণ্যের ছোট মাত্রায় উৎপাদন; ছোট অথচ বেশী উৎপাদনে সক্ষম ব্যবস্থার জন্ম; নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে নমনীয় উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি; ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার অধিকারী, উচ্চশিক্ষিত, বেশী দায়িত্বপূর্ণ ও অনেক বেশী স্বাধীন কর্মীশ্রেণীর উদ্ভব, বিকেন্দ্রীকৃত যৌথ দর-কষাকষির জন্ম, গণকর্মীর পরিবর্তে বিভিন্ন চরিত্রের কর্মী শ্রেণীর উদ্ভব (অর্থাৎ কর্মীদের প্রত্যেকের পণ্যের চাহিদা, জীবনযাপনের ধরন, সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা স্বতন্ত্র); এবং যেহেতু তাদের প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রের (welfare state) পক্ষে মেটানো সম্ভব নয় — ফলে জন্ম নেয় একাধিক নমনীয় প্রতিষ্ঠান। আসলে ফোর্ডিজম থেকে পোস্ট-ফোর্ডিজমে রূপান্তর হ'ল সমধর্মিতা (homogeneity) থেকে নানাধর্মিতায় (heterogeneity) রূপান্তর। তবে এই রূপান্তরের স্পষ্ট ঐতিহাসিক সময়কাল চিহ্নিত করা যায় না। এবং যদি ধরে নিই যে বর্তমান সময়কালটি পোস্ট-ফোর্ডিজম দ্বারা চিহ্নিত, তাহলেও এটা স্বীকার করতেই হয় যে ফার্ডিজমের বহু বৈশিষ্ট্য আজও স্পষ্টরূপে বিদ্যমান (যথা — ম্যাকডোনাল্ডিজম)

জাপানী শিল্পায়নের রূপকে পোস্টফোর্ডিজমের মূল রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এই শিল্পব্যবস্থাতে কর্মীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কিন্তু কমে নি। আমেরিকায় যেসব ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে Parker এবং Slaughter (1990 : 33) বলেছেন যে এটি হ'ল পীড়ন পরিচালিত ব্যবস্থা (management by stress) । জাপানে সম্ভবত পীড়নের মাত্রা আরো বেশী। এই ব্যবস্থায় কাজের গতি এত বৃদ্ধি করা হয় যে কর্মীদের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে পোস্টফোর্ডিজম পুঁজিবাদী সমাজের সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম — বরঞ্চ এর সমস্যা আরো বেশী।

৫১.১১ ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদ ওয়ালারস্টাইন

মার্ক্সবাদের অপর একটি ধারা হ'ল ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদ। এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল Immanuel Wallerstein-এর আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা (Modern World System) নিয়ে আলোচনা (১৯৭৪, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯২)।

Wallerstein একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক সত্ত্বা নিয়ে কাজ করেছেন — যার মধ্যেকার শ্রমবিভাজন কোনো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ নয়। এই অর্থনৈতিক সত্ত্বাকে তিনি বিশ্ব-ব্যবস্থা (World system) বলেছেন। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা যার নিজস্ব সীমারেখা ও জীবনমেয়াদ রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো ও গোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে নিরন্তর চলছে বিভিন্ন রকম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে সর্বমোট দুধরনের আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা আমরা এখনও পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি ঃ ১) বিশ্ব-সাম্রাজ্য যেমন প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য; ২) আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতি। প্রথমটি নির্ভরশীল রাজনৈতিক ও সামরিক দমন পীড়নের উপর, দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে দ্বিতীয়টির স্থায়িত্ব বেশী। তিনি তৃতীয় একটির সম্ভাবনার কথাও বলেন — সমাজবাদী-বিশ্ব-সরকার যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে — যা পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল — পুনরায় সংহত করবে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে তিনি ভৌগোলিক শ্রমবিভাজন দেখিয়েছেন। তিনি একে core (মূল অংশ), periphery (সীমান্ত) ও semi-periphery (উপসীমান্ত) তে বিভক্ত করেছেন। Core বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাকি অংশগুলির উপর কর্তৃত্ব করে। Periphery বলতে সেই সব জায়গা বোঝায় যেখান থেকে Core-এ কাঁচামাল সরবরাহ করা হয় এবং এই অংশ Core দ্বারা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়। Semi-periphery এই দুয়ের মধ্যবর্তী অংশ। উনি দেখিয়েছেন এই বিশ্বব্যবস্থার জন্ম হয় মোটামুটিভাবে ১৪৫০ খ্রীঃ ও ১৬৪০ খ্রীঃ -এর মধ্যে। এই জন্মের মূল কারণ তিনটি হ'ল ঃ ১) নতুন জায়গা আবিষ্কার ও উপনিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভৌগলিক সম্প্রসারণ; ২) শ্রমনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব; এবং ৪) শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্ম যা পরে Core- এ পরিণত হয়।

অনেক মার্ক্সবাদী এই তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন যে এটি একটি নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্বর্তী শ্রেণী সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলে না। তবে Bergesen (1984) Wallerstein-এর সপক্ষে বলেন যে এটি Core ও Periphery-র মধ্যে কেবল অসম বিনিময় সম্পর্ক নির্দেশ করে না — উপরন্তু একটা ক্ষমতা-বশ্যতার সম্পর্কও দেখায় যা শ্রেণীসম্পর্কের-ই নামান্তর।

Wallerstein বলেছেন ১৯৪৫ থেকে '৯০-এর দশক পর্যন্ত আমেরিকা বিশ্ব-অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে কিছু পরিবর্তনের সূচনা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। অর্থনীতিতে সম্ভবত জাপান আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবে যদিও সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় আমেরিকা বহুদিন পর্যন্ত শীর্ষে থাকবে। উনি বলেন আগামী ৫০ বছরে উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

৫১.১২ উত্তর-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব (Post-Marxist Theory)

আশি ও নব্বই-এর দশকে এমন কিছু মার্ক্সবাদী তত্ত্বের জন্ম হয় যা মার্ক্সের বহু মূল নীতিকে নস্যাৎ করে দেয়। এই ধারাকে তাই উত্তর-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব (Post-Marxist Theory) বলা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান ও সাম্যবাদের পতন এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে উত্তর-অবয়ববাদ (Post-structuralism) এবং উত্তর-আধুনিকতাবাদ (Post-modernism)-এর জন্ম এই উত্তর-মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সূচনা করেছে। এর অন্যতম ধারাটি হ'ল বৈশ্লেষিক মার্ক্সবাদ (Analytical Marxism) যেখানে বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি মার্ক্সীয় তত্ত্বে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। এই ধারার উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকগণ হলেন — Cohen (1978), J. Roemer (1982), Elster (1982, 1986), Perry Anderson (1984), E. O. Wright (1985) প্রমুখ।

উত্তর-আধুনিকতাবাদের (Post-modernism) উপরেও মার্ক্সবাদের প্রভূত প্রভাব পড়েছে। আধুনিকোত্তর মার্ক্সবাদীদের মধ্যে অন্যতম হলেন Ernesto Laclau এবং Chaintal Mouffe (Hegemony and Socialist Strategy, 1985)। তাঁরা কেবলমাত্র বস্তুজগৎকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এবং কেবল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর কথা (discourse) নয় সমাজের সকল বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণীর (যেমন — নারী, কৃষাঙ্গ প্রভৃতিদের) কথাই মার্ক্সবাদীদের তুলে ধরা উচিৎ বলে তাঁরা মনে করেন।

সাম্যবাদের পরিবর্তে তাঁদের লক্ষ্য হ'ল আমূল সংস্কারবাদী গণতন্ত্র (radical democracy)। এঁরা গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব চান — যার ছত্রতলে সব রকম অসাম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যথা — জাতিকুলকর্তৃত্ব, লিঙ্গকর্তৃত্ব, পুঁজিবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলতে থাকবে।

৫১.১৩ সারাংশ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কিছু নতুন তত্ত্বের জন্ম হয় যাকে আমরা মার্ক্সবাদোত্তর তত্ত্ব বলতে পারি। এর মধ্যে একটি হল Ronald Arouson-এর Alter Marxism (1995)। পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে সামাজিক পরিবর্তনের মার্ক্সীয় প্রকল্পটি তাঁর মতে সম্পূর্ণ মৃত। মার্ক্সবাদের বহু উল্লেখযোগ্য নীতি বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ অচল। তবে এই মতের বিপক্ষে Burawoy-কে অনুসরণ করে বলা যায় যে যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ গতিময়তা ও পরস্পর বিরোধিতা বুঝবার জন্য মার্ক্সবাদ অপরিহার্য্য হয়ে থাকবে।

মার্ক্স ও মার্ক্স পরবর্তী মার্ক্সবাদী তত্ত্ব সর্বদা সমকালীন সমাজের অসাম্য, দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। সময়ের সাথে সাথে সমাজের চরিত্র যেমন পাল্টেছে তেমনি পাল্টেছে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের রূপ। এছাড়াও বিভিন্ন তত্ত্বের উপজীব্য মূল বিষয়বস্তুর মধ্যেও অনেক ফারাক রয়েছে। মার্ক্সবাদের এই পরিবর্তনশীলতা, বৈচিত্র্য ও নমনীয়তা মার্ক্সের তত্ত্বের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনাকে প্রমাণ করে।

৫১.১৪ অনুশীলনী

ক) নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) মার্ক্স সমাজে দ্বন্দ্বের উৎস কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?

২) বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি বলতে মার্ক্স কি বুঝিয়েছেন?

৩) দ্বন্দ্ববাদে লুকাচের অবদান আলোচনা করুন।

খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন।

১) মার্ক্স অনুসরণে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।

২) ক্রিটিকাল থিওরির মূল অবদান কি?

৩) Wallerstein-এর তত্ত্বে দ্বন্দ্বের মূল রূপটি কিরকম?

৪) উত্তর-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন?

গ) বন্ধনীতে লিখিত শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১) মার্ক্স-এর মতে মূলত বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের চৈতন্যের জন্ম— (হয় / হয় না)।

২) মার্ক্সের মতে শ্রেণী সমাজে দ্বন্দ্ব — (অনিবার্য / অনিবার্য নয়)।

৩) পোস্ট ফোর্ডিস্ট ব্যবস্থায় দমন-পীড়নের সম্ভাবনা — (থাকে / থাকে না)।

ঘ) নিম্নোক্ত বাক্যযুগল থেকে সঠিক বাক্যটি বেছে নিন।

১) ভিত্তি উপরিকাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করে। ভিত্তি উপরিকাঠামোকে মূলত নির্ধারণ করে।

২) মার্ক্সবাদ ব্যক্তিকে 'সমাজ দ্বারা নির্ধারিত'—এই রূপে দেখ।

মার্ক্সবাদ ব্যক্তিকে 'সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম'—এই রূপে দেখ।

৫১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১) Lewis A Laser : Masters of Sociological Thought.

২) Raymond Aron : Main Currents in Sociological Thought. Vol.1, Penguin Books, 1965.

৩) Randall Collins : Three Sociological Traditions, Oxford University Press, 1985.

৪) E. Fischer - Marx in his own words.

৫) Bottomere and Rubel (ed) - Karl Marx : Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. Penguin Books, 1956.

৬) Bottomere and Goode (ed) - Readings in Marxist Sociology.

৭) Bottomere : Marxist Sociology.

৮) Bottomere (ed) : Dictionary of Marxism.

৯) John Lewis : Marxism of Marx.

১০) S. Avineri : The Social and Political Thought of K. Marx.

১১) Cuff Slaughter : Marx and Marxism.

১২) T. H. Turner : The Structure of Sociological Theory, Rewat Publicatins, Jaipur, 1987

১৩) Wallace and Wolf : Contemporary Sociological Theories.

১৪) George Ritzer : Modern Sociological Theory, Mcgraw-Hill Companies, 1996.

একক ৫২ □ জর্জ সিমেলের দ্বন্দ্ববাদ

গঠন

৫২.১ উদ্দেশ্য
৫২.২ প্রস্তাবনা
৫২.৩ সমাজ-চিত্র
৫২.৪ দ্বন্দ্বের রূপ
৫২.৫ দ্বন্দ্বের পরিণাম
৫২.৬ সমকালীন সমাজ সম্পর্কে ভাবনা
৫২.৭ সারাংশ
৫২.৮ অনুশীলনী
৫২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫২.১ উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- সিমেলের আলোচিত দ্বন্দ্বের রূপ
- দ্বন্দ্বের উৎস ও পরিণাম
- সমাজচিত্র
- তৎকালীন পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন

৫১.২ প্রস্তাবনা

জর্জ সিমেল (১৮৫৮ - ১৯১৮) তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বে মূল সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির একটি হিসেবে দ্বন্দ্বের রূপ (forms) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর সমাজতত্ত্বকে তাই Formal Sociology বলা হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে জন্ম হয়েছে তাঁর দ্বন্দ্ববাদ। তাঁর মতে দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও হিংস্রতার পার্থক্য হয়। সর্বাপেক্ষা মৃদু ও প্রায় হিংস্রতা বর্জিত দ্বন্দ্বের উদাহরণ হল প্রতিযোগিতা এবং তার সম্পূর্ণ বিপরীতটি হল সংগ্রাম। প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য হল একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রতিযোগীর (ব্যক্তি / গোষ্ঠী) সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টা। কিন্তু সংগ্রাম হল লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রায় অনিয়ন্ত্রিত ও অনেক বেশী সরাসরি চেষ্টা যাতে সংগ্রামী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে রত হয়। মার্ক্স মূলত হিংস্র ও বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের কথা বলেছেন যা সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন আনে। সিমেল কিন্তু মৃদু ও প্রায় হিংস্রতা বর্জিত দ্বন্দ্ব — যা ঐক্যের জন্ম দেয় ও সমাজে গঠনমূলক পরিবর্তন আনে — এইরকম দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করেছেন।

৫২.৩ সমাজ-চিত্র

মার্ক্সের মতো সিমেলও সমাজে দ্বন্দ্বকে অনিবার্য মনে করেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের (hierarchy) উপর গুরুত্ব দিলেও তিনি মার্ক্সের মত সামাজিক কাঠামোকে কেবল কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর মতে সমাজ হ'ল সামাজিক মানুষের অনুষঙ্গী (associative) ও বিষঙ্গী (dissociative) —এই দুই অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মেলবন্ধন। আসলে সিমেল কার্যবাদীদের মতই জীবদেহ ও সমাজকে তুলনীয় মনে করতেন। এই জন্যই দ্বন্দ্বের পরিণাম হিসেবে পরিবর্তনকে না দেখে তিনি সামাজিক ধারাবাহিকতার (social continuity) উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন দ্বন্দ্বের মাধ্যমে দ্বৈতবাদের (dualism) মীমাংসা হয়। ফলে দ্বন্দ্ব আমাদেরকে ঐক্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। যদিও এই ঐক্যে পৌঁছতে গিয়ে আমাদের কোনো একটি দ্বন্দ্বরত মত বা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে হয়। দ্বন্দ্ব সমাজদেহে অসুখের সংকেত দেয়। সমগ্র জীবদেহ যেমন রোগমুক্তির জন্য সচেষ্ট হয় তেমনি সমাজও দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে চায়। ফলে দ্বন্দ্বের পরিণামে সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঐক্য ফিরে আসে।

সমাজে দ্বন্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে তিনি মার্ক্সের মতো কেবল স্বার্থের দ্বন্দ্বে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছাড়াও মানুষের শত্রুভাবাপন্ন প্রবৃত্তিকেও এর এক উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন ভালবাসা ও ঘৃণার প্রবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন। এবং সামাজিক সম্পর্ক এই দুয়ের ফলেই গ'ড়ে ওঠে। ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব শুধু একইসাথে চলে না এগুলি যথার্থই অবিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে সামাজিক ঐক্যের অন্তরালে অগুন্তি দ্বন্দ্বের সম্পর্ক রয়েছে। একটি ক্ষেত্রে যারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত—অন্যক্ষেত্রে তারাই পরস্পর বিরোধী। সিমেল শত্রুতার বা ঘৃণার প্রবৃত্তিকে ক্ষতিকারক মনে করেন না। সমাজকে বজায় রাখার অনেকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে এটিও একটি প্রক্রিয়া। যদিও তিনি বলেন যে অতিরিক্ত সহযোগিতামূলক, ঐক্যবদ্ধ সমাজে প্রাণের স্পন্দন নেই কিন্তু তাঁর দ্বন্দ্বের আলোচনাতেও শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব কিভাবে সমগ্র সমাজের বা তার কিছু অংশের ঐক্যের জন্ম দেয় তাই আলোচনা করেছেন।

৫২.৪ দ্বন্দ্বের রূপ

সিমেল দ্বন্দ্বের তীব্রতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলি যত বেশী দ্বন্দ্বটি নিয়ে আবেগপ্রবণ হবে দ্বন্দ্বের হিংস্রতা ও প্রচন্ডতা (violence) বাড়ার সম্ভাবনা ততই বেশী। গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ ঐক্যের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আবেগপ্রবণ হবার সম্ভাবনা বাড়বে। সিমেলের এই মত মার্ক্সের মতের অনুরূপ। দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীর সদস্যরা যদি মনে করে যে দ্বন্দ্ব তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে তাহলেও দ্বন্দ্বের প্রচন্ডতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বন্দ্বের লক্ষ্যটি সুনির্দিষ্ট হলে দ্বন্দ্ব মৃদু হবে। এই মত মার্ক্সের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। মার্ক্স বলেছেন দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠী যত নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সঠিকভাবে সচেতন হবে দ্বন্দ্বের তীব্রতা তত বাড়বে। কিন্তু সিমেল বলেন যদি লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয় তবে তীব্র দ্বন্দ্ব সেই লক্ষ্য অর্জনের অনেক পথের মধ্যে একটি পথ মাত্র। মৃদু দ্বন্দ্ব যেমন দরকষাকষি (bargaining), আপস-মীমাংসার (compromise) মাধ্যমেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব এবং দ্বিতীয়োক্ত পথগুলিতে অনেক কম ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ সিমেলের মতে যৌথ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলিকে অনেক হিসেবী করে তোলে ও স্বভাবতই তারা হিংসার পথ এড়ানোর চেষ্টা করে।

৫২.৫ দ্বন্দ্বের পরিণাম

সিমেল দ্বন্দ্বের পরিণাম নিয়েও আলোচনা করেছেন। দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে ও সমগ্র সমাজে দ্বন্দ্বের কি প্রভাব পড়ে দুটি দিকই তিনি আলোচনা করেছেন।

দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার বিরোধিতা যত তীব্র হবে এবং যত বেশী সংখ্যকবার তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে তাদের গোষ্ঠীর সীমানা তত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বন্দ্ব যত তীব্র হবে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বৈরতন্ত্রী কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ততই জোরদার হবে। ফলে আভ্যন্তরীণ ঐক্যের মাত্রা বাড়বে। গোষ্ঠী যত ছোট হবে ঐক্যের সম্ভাবনা তত বেশী হবে। এবং সেই সময় গোষ্ঠীর প্রথা বা রীট রেওয়াজ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও সহ্য করা হবে না। যদি গোষ্ঠীটি একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হয় তবে তার ঐক্যের মাত্রা আরো বেশী হবে। যদি গোষ্ঠীটি আত্মরক্ষার জন্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তবেও কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ ঐক্যের মাত্রা দ্বন্দ্বের তীব্রতার সাথে সাথে বাড়বে।

দ্বন্দ্ব যদি মৃদু হয় এবং দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যদি ক্ষমতার অসম বন্টণ থাকে দ্বন্দ্বের ফল সমগ্র সমাজের পক্ষে শুভ হয় — অর্থাৎ সামাজিক সংহতি দ্বন্দ্বের ফলে বিনষ্ট না হয়ে বরঞ্চ আরো সুদৃঢ় হয়। দ্বন্দ্ব মৃদু ও বারবার হলে অধস্তন গোষ্ঠী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলতে পারে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে তা একদিন ভয়ঙ্কর সংগ্রামের রূপ নেয় না এবং দ্বন্দ্বের একটি সুনির্দিষ্ট প্রথা তৈরী হয়ে যায়। সমাজের বিভিন্ন অংশ যদি পরস্পরের কাজের উপর নির্ভরশীল হয় (functional interdependence) তবে মৃদু দ্বন্দ্ব সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে। দ্বন্দ্ব তীব্র, হিংস্র ও দীর্ঘস্থায়ী হলে পূর্বে সম্পর্কহীন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সম্মিলন (coalition) গঠনের সম্ভাবনা বাড়ে। তীব্র দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা যত স্থায়ী হবে সম্মিলনও তত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

দ্বন্দ্বের পরিণাম সম্পর্কে সিমেল যা বলেছেন তা মার্ক্সের তত্ত্বের পরিপূরক। মার্ক্সের মত থেকে সরে এসে সিমেল বলেছেন যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব হিংস্র বা প্রচন্ডরূপ নেয় না। তিনি আরো বলেছেন যে মৃদু দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয় না। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে যে দ্বন্দ্ব প্রচন্ড হিংস্রতা নিয়ে শুরু হয় তা ধীরে ধীরে মৃদু হয়ে আসে এবং পরিণামে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে। এভাবে সিমেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বে কার্যবাদের (functionalism) একটি ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

৫২.৬ সমকালীন সমাজ সম্পর্কে ভাবনা

মার্ক্স ও সিমেলের মধ্যে তৎকালীন সমাজের চরিত্র ও তার পরিবর্তন বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মার্ক্স পুঁজিবাদী সমাজের অত্যাচারী রূপটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে শ্রমবিভাজন চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়, শ্রমিক ক্রমশ তার নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে যন্ত্রের অংশে পরিণত হয়, সামাজিক সম্পর্কগুলি আর্থিক ও বাজারী সম্পর্কের রূপ নেয় এবং মানুষ বিচ্ছিন্নতাবোধের (alienations) শিকার হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্ক্স ছিলেন আশাবাদী। তিনি মনে করতেন পুঁজিবাদী সমাজের আভ্যন্তরীণ সামাজিক কাঠামো থেকেই এই সমাজের পরিবর্তনের সূচনা হবে। নিপীড়িত শ্রেণীকে তাদের প্রকৃত শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে মালিক পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। মার্ক্সের মতে এই বিপ্লবে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

সিমেলও তৎকালীন পুঁজিবাদী সমাজের অশুভ দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম, সামাজিক সম্পর্কগুলির পণ্যে (commodity) পরিণতি ও অর্থের বিচারে সমস্ত কিছুর মূল্যায়ন — এসব সত্ত্বেও সিমেল মনে করেন বিভাজনীকরণ (differentiations) এবং উৎপাদন শক্তি ও বাজারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে মানুষ ক্রমাগত প্রাচীন নিয়ন্ত্রণগুলি থেকে মুক্ত হয়। মানুষের স্বাধীনতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। তাই কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রধানত আধুনিক সমাজ প্রাচীন সমাজের থেকে অনেক বেশী উদার। ব্যক্তির স্বাধীনতা এখানে স্বীকৃত। গোষ্ঠী তাকে চূড়ান্ত রূপে নির্ধারণ করে না। অর্থই (money) মানুষকে এই স্বাধীনতা দেয়। সিমেল বলেছেন আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ ক্রমাগত হিসেবী, আবেগহীন, লোভী, কৃপণ, ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে পড়লেও সব মিলিয়ে এই সমাজের সুফলটাই বেশী।

৫২.৭ সারাংশ

মার্ক্সের মতো দ্বন্দ্ববাদের এক অন্যতম পথিকৃৎ হলেন জর্জ সিমেল। তার দ্বন্দ্ববাদের বিশেষত্ব হল তিনি প্রধানত মৃদু দ্বন্দ্ব যা সমাজের আমূল পরিবর্তন না এলে সেই সমাজের ত্রুটি সংশোধন করে তার সংহতিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে — এমন দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তার ধারা অনুসরণ করে পরবর্তীকাল Lewis Caser ক্রিয়াবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের (conflict functionalism) জন্ম দিয়েছেন।

৫২.৮ অনুশীলনী

ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) সিমেল সমাজে দ্বন্দ্বের উৎস কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

২) দ্বন্দ্বের তীব্রতা নিয়ে সিমেলের ব্যাখ্যা আলোচনা করুন।

৩) সিমেলের মতে দ্বন্দ্বের পরিণাম কি?

খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন।

১) সিমেলের দ্বন্দ্ববাদের অন্তর্নিহিত সমাজ-চিত্রটি পর্যালোচনা করুন।

২) মার্ক্স ও সিমেলের দ্বন্দ্ববাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

গ) বন্ধনীতে লিখিত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১) দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলি আবেগপ্রবণ (দ্বন্দ্বসংক্রান্ত ব্যাপারে) হলে দ্বন্দ্বের তীব্রতা _____ (বাড়রে / কমবে)।

২) লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হলে দ্বন্দ্ব_____ (তীব্র / মৃদু) হবে।

৩) তীব্র দ্বন্দ্বের ফল দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে _____ (সদর্থক/ নঞর্থক) হবে।

৫২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Lewis A. Coser : Masters of Sociological Thought.

২) J. H. Turner : The Structure of Sociological Theory, Rawat Publications, Jaipur, 1987.

৩) Wallace and Wolf : Contemporary Sociological Theories.

একক ৫৩ □ র‍্যাল্‌ফ্ ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদ

গঠন

৫৩.১ উদ্দেশ্য
৫৩.২ প্রস্তাবনা
৫৩.৩ সমাজ-চিত্র
৫৩.৪ দ্বন্দ্বের উৎস
৫৩.৫ দ্বন্দ্বের রূপ
৫৩.৬ দ্বন্দ্বের পরিণাম
৫৩.৭ সমালোচনা
৫৩.৮ সারাংশ
৫৩.৯ অনুশীলনী
৫৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫৩.১ উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- কিভাবে ক্রিয়াবাদের সমালোচনাসূত্রে ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদের জন্ম হয়,
- ডাহ্‌রেনডরফ প্রদত্ত সমাজচিত্র,
- দ্বন্দ্বের উৎস, রূপ ও পরিণাম সম্পর্কে ডাহ্‌রেনডরফের ভাবনা,
- ডাহ্‌রেলডরফের দ্বন্দ্ববাদের সীমাবদ্ধতা।

৫৩.২ প্রস্তাবনা

স্যার র‍্যালফ ডাহ্‌রেনডরফ (১৯২৮-) যুদ্ধোত্তর দ্বন্দ্ববাদীদের মধ্যে একজন। তিনি ও কোসার (অপর সমকালীন দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক) বিশ্বাস করেন যে দ্বন্দ্ববাদ বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের মূল ভিত্তিস্বরূপ। তাঁদের মতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একাধিক ভিত্তি থাকে। মার্ক্সের মতের থেকে সরে এসে তাঁরা বলেন যে ক্ষমতার একাধিক উৎস থাকে। তাঁরা সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বহীন, যুক্তিসম্মত আদর্শ সমাজের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁদের মতে সমাজে দ্বন্দ্ব ও তার উৎস চিরস্থায়ী। স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্চাশের দশকের (গত শতাব্দীর) শেষ দিকে ক্রিয়াবাদের (মূলত পারসনসের ক্রিয়াবাদ) সমালোচনা সূত্রে ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদের জন্ম (Class and Class Conflict in Industrial Society, 1959)। ডাহ্‌রেনডরফের মতে ক্রিয়াবাদ সমাজের যে রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরে তা কাল্পনিক (Utopian) এবং অসম্পূর্ণ (partial) ক্রিয়াবাদীরা সামাজিক সংহতিকে ও স্থিতিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন। সমাজের অন্যরূপটি — কদর্য রূপ (ugly

face of society) — অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, বিচ্যুতি ও পরিবর্তনের রূপটি চাপা পড়ে যায়। ডাহ্‌রেনডরফ এই শেষোক্ত রূপটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যদিও উনি জানতেন যে সামাজিক সংহতি ও দ্বন্দ্বের মতই সমাজের এক উল্লেখযোগ্য দিক।

তিনি মার্ক্সের অনুসরণে বলেছেন যে প্রতি সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামো থেকে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় এবং দ্বন্দ্বের পরিণামে সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত নতুন সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় সেই দ্বন্দ্বের বীজ থেকে যায়, ফলে দ্বন্দ্ব ক্রমাগত হতেই থাকে। এই কারণে তার দ্বন্দ্ববাদকে dialectical conflict theory বলা হয়।

৫৩.৩ সমাজ-চিত্র

ডাহ্‌রেনডরফ বলেছেন যে প্রতিষ্ঠানীকরণ (institutionalization) প্রক্রিয়ার ফলে অনুজ্ঞামূলকভাবে সমন্বিত সংস্থা বা Imperatively Co-ordinated Association (I.C.A.)-এর জন্ম হয়। প্রতি I.C.A. হল সামাজিক ভূমিকাসমূহের এক বিশেষ সংগঠন। এই সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার সম্পর্ক ক্ষমতাবান ও অধীনস্থের সম্পর্ক। ক্ষমতাবানেরা ক্ষমতাহীনেদের আনুগত্য দাবী করে। আসলে যে কোনো সামাজিক একককেই একটি ছোট গোষ্ঠী বা বড় রীতিসিদ্ধ (formal) সংগঠন বা একটি সমগ্র সমাজ — I.C.A. হিসেবে ধরা যেতে পারে যাতে সামাজিক ভূমিকার সংগঠন ও ক্ষমতার অসম বন্টন রয়েছে। ডাহ্‌রেনডরফের মতে এই ক্ষমতার সম্পর্ক বৈধ হলে এটি কর্তৃত্বের (authority) রূপ নেয় — যাতে এক শ্রেণীর লোকের অন্যদের উপর কর্তৃত্বের সামাজিক অধিকার রয়েছে বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হল দুর্লভ সামগ্রী যা নিয়ে I.C.A.-র মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণী প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামে অবতীর্ন হয়। এগুলিই I.C.A. -র মধ্যে দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের মূল উৎস।

একটি নির্দিষ্ট I.C.A.-কে দুটি মূল ভূমিকার দ্বারা চিহ্নিত করা যায় — শাসক ও শাসিতের ভূমিকা। শাসকরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় তারাই সুবিধাভোগী। শাসিতদের স্বার্থ নিহিত থাকে ক্ষমতার পুনর্বন্টনে যেহেতু বর্তমান ব্যবস্থায় তারা অবদমিত শ্রেণী। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে যখন এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ে, I.C.A.-তে দুটি দ্বন্দ্বরত শ্রেণীর (শাসক ও শাসিত) মেরুকরণ ঘটে। শুরু হয় কর্তৃত্ব পুনর্বন্টনের লড়াই।

দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন ঘটে। নতুন শাসক ও শাসিত শ্রেণীর জন্ম হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে আবার কর্তৃত্বলাভের লড়াই শুরু হয়। এভাবে বারবার দ্বন্দ্ব ফিরে ফিরে আসে। দ্বন্দ্ব একটি I.C.A. -তে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেকসময় বেশ কয়েকটি I.C.A.-তে ছড়িয়ে পড়ে।

মার্ক্স ও ডাহ্‌রেনডরফ দুজনেই মনে করেন শ্রেণী সমাজে সর্বদাই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। এবং এর উৎস হল সামাজিক পরিকাঠামো থেকে উদ্ভূত পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ, যার জন্ম হয় শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার (বা কর্তৃত্বের) অসম-বন্টনের ফলে। মার্ক্সীয় শ্রেণীর ধারণা থেকে সরে এসে ডাহ্‌রেনডরফ সম্পত্তির মালিকানার পরিবর্তে ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) -কে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি বলে মনে করেছেন। সম্পত্তি থেকে কর্তৃত্বের জন্ম হতে পারে কিন্তু কর্তৃত্বের আরো নানা উৎস আছে। অর্থাৎ মার্ক্সের মতে যা উপরিকাঠামোর (superstructure) অঙ্গ সেই কর্তৃত্বকে ডাহ্‌রেনডরফ ভিত্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন। এখানে Weber-এর

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ডাহ্‌রেনডরফ মার্ক্স ও এঙ্গেলস থেকে শ্রেণীর ধারণাটি নিয়ে Weber-এর অনুসরণে তার প্রসার ঘটিয়েছেন। ডাহ্‌রেনডরফ বলেছেন এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণী স্বার্থ শেষ পর্যন্ত দুটি দ্বন্দ্বরত শ্রেণীর জন্ম দেয় ফলে সমাজে মেরুকরণ ঘটে। যেহেতু দ্বন্দ্ব অনিবার্য তাই সামাজিক পরিবর্তনও অনিবার্য।

৫৩.৪ দ্বন্দ্বের উৎস

ডাহ্‌রেনডরফ বলেন I.C.A. -র মধ্যেকার শ্রেণীগুলি যত তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হবে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তত বাড়বে। শ্রেণীস্বার্থ সচেতন হবার কিছু পরিকাঠামোগত শর্ত রয়েছে—প্রায়োগিক (technical), রাজনৈতিক (political) এবং সামাজিক (social) শর্ত। সংগঠনের প্রায়োগিক শর্ত বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মূলত নেতৃত্ব এবং সংকলিত মতবাদ যা গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলবে। ডাহ্‌রেনডরফের মতে যত বেশী সংগঠনের নেতৃত্ব ও নিজস্ব মতবাদ গঠিত হবে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তত তীব্র হবে। রাজনৈতিক শর্ত বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সংগঠিত হবার ক্ষমতা। শাসিত শ্রেণীর সংগঠন বহু ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর উদারতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সমাজ যদি উদারনৈতিক (liberal) হয় তবে শাসিত শ্রেণীর পক্ষে শ্রেণীসচেতন হয়ে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া সহজ। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (totalitarian) সমাজে তা হওয়া কঠিন। সংগঠনের সামাজিক শর্তগুলি হল গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও মতের আদানপ্রদান। এই অবধি আমরা দেখি যে ডাহ্‌রেনডরফ ও মার্ক্সের মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু পরিকাঠামোগত এইসব শর্ত ছাড়াও ডাহ্‌রেনডরফ মনস্তাত্ত্বিক শর্তের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থকে একাত্ম করতে পারে এবং শ্রেণীস্বার্থ যদি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় তবেই শ্রেণীর পক্ষে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব।

৫৩.৫ দ্বন্দ্বের রূপ

ডাহ্‌রেনডরফ বলেন যে প্রায়োগিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শর্তগুলি যত কম পূরণ হবে দ্বন্দ্বের তীব্রতা তত বাড়বে। এই মত মার্ক্সের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সিমেলকে অনুসরণ করে ডাহ্‌রেনডরফ বলেছেন দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলি এবং মূলত শাসিত শ্রেণীর সংগঠন যদি জোরদার হয়, তবে তারা তীব্র দ্বন্দ্বের পথে না গিয়ে অন্য পথে সমস্যা সমাধান করতে চাইবে। কারণ তীব্র দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষতি দুপক্ষেরই হবে। অর্থাৎ তাঁর মতে সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলে (শর্তগুলি পূরণ না হলে) তবেই দ্বন্দ্ব তীব্র হবার সম্ভাবনা থাকে। তিনি আরো বলেছেন যদি কর্তৃত্বসহ সকল দুর্লভ ও কাম্য সামগ্রীর বন্টন একইভাবে হয় অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর হাতে কর্তৃত্ব ছাড়াও সম্পত্তি, সামাজিক সম্মান —ইত্যাদি সবই পুঞ্জীভূত হয় এবং শাসিতশ্রেণী সবদিক দিয়েই বঞ্চিত থেকে যায়, তবে দ্বন্দ্ব তীব্ররূপ নেবার সম্ভাবনা বেশী। এই ধারণাটি তিনি Weber থেকে গ্রহণ করেছেন। Weber এবং Marx দুজনের অনুসরণে ডাহ্‌রেনডরফ বলেছেন যে সামাজিক সচলতার সম্ভাবনা যত কম হবে তত তীব্র হবে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। মার্ক্সের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলেছেন নিপীড়িত শ্রেণীর বঞ্চনার অভিজ্ঞতা যত চরম থেকে তুলনামূলক স্তরে যাবে — অর্থাৎ শাসিত শ্রেণী যখন নিজেকে শাসকের সাথে তুলনা করে দেখতে সক্ষম হবে দ্বন্দ্ব তত হিংস্র হবে। সিমেলকে অনুসরণ করে তিনি বলেছেন যদি সমাজে দ্বন্দ্ব বা বিক্ষোভ প্রকাশের বন্দোবস্ত থাকে অর্থাৎ দ্বন্দ্বের প্রতিষ্ঠানীকরণ ঘটলে তীব্র দ্বন্দ্ব হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

৫৩.৬ দ্বন্দ্বের পরিণাম

দ্বন্দ্বের পরিণাম মূলত মার্ক্সকে অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বন্দ্ব যত তীব্র ও হিংস্র হবে সামাজিক কাঠামোগত আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা তত বাড়বে। সম্পূর্ণ সামাজিক পুণর্গঠন দেখা যাবে। পুনগর্ঠিত সমাজে নতুন শাসক ও শাসিত শ্রেণী থাকবে। ফলে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রয়েই যাবে। সমাজে অবিরত দ্বন্দ্ব হতেই থাকবে, ফলে পরিবর্তনও অনিবার্য ভাবেই আসবে। তবে ডাহ্‌রেনডরফের মতে সামগ্রিক পরিবর্তনের এই ধরণের সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল। কেবল সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় বিপ্লবের মাধ্যমে এই পরিবর্তন আসে। যেমন বলশেভিক বিপ্লব। কখনো কখনো দ্বন্দ্বের ফলে কর্তৃত্বস্থাপনের আংশিক পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ শাসিত শ্রেণীর একটি অংশ শাসকশ্রেণীর অংশভুক্ত হয় এবং তাদের স্বার্থে বিভিন্ন নীতি গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করে। যেমন— গণতন্ত্রী সমাজে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় যদিও আমলাতন্ত্র অক্ষুন্ন থাকে। এছাড়াও কখনো কখনো ব্যক্তির শ্রেণীঅবস্থানের পরিবর্তন না হয়েও কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। যেমন — শাসিত শ্রেণী শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলেও যখন কোনো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল শাসিতদের স্বার্থ অনুযায়ী নীতি গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সমাজ ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সমাজ — দুক্ষেত্রেই এই ধরণের পরিবর্তন প্রায়শই দেখা যায়। মার্ক্সে যেমন একটি শ্রেণীহীন, দ্বন্দ্বহীন সমাজের কল্পনা দেখতে পাই তা কিন্তু ডাহ্‌রেনডরফে পাই না। তিনি সমাজ (I.C.A.) - কে সর্বদাই অসম, দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাযুক্ত ও পরিবর্তনশীল হিসেবে দেখেছেন।

৫৩.৭ সমালোচনা

প্রথমত, তার আলোচনায় কিছু পদ্ধতিগত (methodological) অসুবিধা আছে। যেমন বিভিন্ন ধারণাকে (concepts) সঠিক ও নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষত ক্ষমতা, বৈধতা, কর্তৃত্ব, স্বার্থ প্রভুত্ব, এমনকি দ্বন্দ্ববাদের মূল ধারণা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত অস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। ফলে তার তত্ত্বটিকে বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিক বা মিথ্যা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়।

এছাড়া দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীর একক কি তাও সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তাঁর মতে দ্বন্দ্ব হয় I.C.A.-তে। কিন্তু I.C.A.-র সংজ্ঞা তিনি যেভাবে দেন তাতে একটি ছোট প্রাথমিক গোষ্ঠী থেকে এক বিশাল জাতিগোষ্ঠী সবই I.C.A. হিসেবে দেখা যেতে পারে। অথচ এই দুধরনের গোষ্ঠী বা সংগঠনের মধ্যে কিছু মূলগত পার্থক্য আছে যা তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের চরিত্রেও পার্থক্য আনে। ডাহ্‌রেনডরফের মতের সীমাবদ্ধতা হল তিনি দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীর বা দ্বন্দ্বের এককের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেননি।

ডাহ্‌রেনডরফ যেভাবে দ্বন্দ্বের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, তাঁর মতে একই কর্তৃত্বের সম্পর্ক যা সমাজে ঐক্য আনে — তাই আবার দ্বন্দ্বের সূচনা করে। আসল সমস্যা হল উনি কর্তৃত্বকে পরিবর্তনীয় (variable) হিসেবে দেখেননি যার তীব্রতা, পরিসর (range) ও বৈধতার মাত্রার তারতম্য হয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর দ্বন্দ্ববাদে লঘূকরণের (reductionism) প্রবণতা দেখা যায়। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রতি I.C.A. -তে মূলত দুই ধরনের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা প্রত্যাশা (role expectation) দেখা যায় — একটি হল মান্য করার, অপরটি বিপ্লব করার। শাসিত গোষ্ঠীর সামনে দুটি পথই খোলা থাকে। প্রথমটি গ্রহণ করলে সামাজিক ঐক্য ও স্থিতাবস্থা বহাল থাকে, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের ও পরিবর্তনের সূচনা হয়। অর্থাৎ ডাহ্‌রেনডরফ মানুষের ইচ্ছাকে দ্বন্দ্বের কারণ

হিসেবে চিহ্নিত করছেন। সামাজিক দ্বন্দ্বকে ব্যক্তির মানসিকতা (ইচ্ছা) দিয়ে ব্যাখ্যা লঘুকরণের প্রকাশ। তৃতীয়ত, দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের সম্বন্ধটি তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন তা নির্ভুল নয়। দ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক পরিকাঠামোতে পরিবর্তন হয় ঠিকই তবে সামাজিক পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের ফলেও কখনো কখনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া দ্বন্দ্ব সর্বদা পরিবর্তন আনে না — পরিবর্তনকে কিছু ক্ষেত্রে বাধাও দেয়। দ্বন্দ্বের এই দিকগুলিও আলোচনা করা দরকার।

পারসন্‌সে্র (Parsons) ক্রিয়াবাদী সমাজচিত্রের কঠোর সমালোচনা করলেও তার সমাজচিত্রটি কিন্তু মূলত একই রকমের। পারসন্‌স্ ও ডাহ্‌রেনডরফ — দুজনেই তাদের সমাজ ভাবনায় (পারসন্‌সের ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থা বা social system, ডাহ্‌রেনডরফের ক্ষেত্রে I.C.A. প্রতিষ্ঠানীকরণের (Institutionalizations) উপর এবং বৈধ সামাজিক প্রথা অনুসারী ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। ক্ষমতা (power) বলতে দুজনেই একটি শ্রেণীর অপর শ্রেণীর উপর কর্তৃত্বের বৈধ অধিকার বুঝিয়েছেন, যদিও ডাহ্‌রেনডরফ এর অত্যাচারী দিকটির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। পারসন্‌সের থেকে সরে এসে ডাহ্‌রেনডরফ কেবল বলেছেন যে বৈধ কর্তৃত্ব (authority) যেমন সংহতি বজায় রাখে তেমনি কখনো কখনো দ্বন্দ্বেরও জন্ম দেয়। একটু গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ক্রিয়াবাদী মূল ধারণাগুলি ডাহ্‌রেনডরফের লেখায় অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। যেমন তিনি ধরেই নিয়েছেন যে 'সংহতি' এই সামাজিক প্রয়োজন (social need) মেটানোর জন্যই কর্তৃত্বের উদ্ভব এবং 'সামাজিক পরিবর্তন' — এই প্রয়োজনটি মেটাবার জন্যই দ্বন্দ্বের উদ্ভব। অর্থাৎ ক্রিয়াবাদীদের মতো তিনিও সামাজিক বিভিন্ন কাঠামো ও প্রক্রিয়াকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রয়োজন দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। স্বাভাবিকভাবেই illegitimate teleology নামক ভ্রান্তি তার লেখায় দেখা যায়। তিনি ধরে নেন পরিবর্তনের প্রয়োজনে দ্বন্দ্বের জন্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বের ফলে পরিবর্তন ঘটে। এভাবে তিনি কার্য-কারণ সম্পর্কটি গুলিয়ে ফেলেছেন।

৫৩.৮ সারাংশ

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদ প্রশংসার যোগ্য, কারণ তিনি সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন কোন কোন বাস্তব পরিস্থিতিতে একটি দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাযুক্ত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়; দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও হিংস্রতা কিসের উপর নির্ভর করে; এবং এর ফলে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয়ত তিনি মূলত মার্ক্স ও ওয়েবার এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সিমেলের দ্বন্দ্ববাদকে সমন্বিত করবার প্রয়াস চালিয়েছেন। তৃতীয়ত, যেহেতু ডাহ্‌রেনডরফ দ্বন্দ্বের ধ্বংসাত্মক পরিণামের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন — তাই তাঁর মতের সমালোচনাস্বরূপ জন্ম নিয়েছে বোসারের ক্রিয়াবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব যাতে দ্বন্দ্বের সমাজের প্রতি সদর্থক ও গঠনমূলক পরিণামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডাহ্‌রেনডরফ উত্তর-পুঁজিবাদী (Post-capitalist) সমাজের দ্বন্দ্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন। এই সমাজ এক উন্নত শিল্পভিত্তিক সমাজ এবং পুঁজিবাদী সমাজের মতোই এটি একটি শ্রেণীসমাজ। কিন্তু মার্ক্সের ধারণা থেকে সরে এসে তিনি মনে করেন এই সমাজে বিপ্লবাত্মক হিংসাশ্রয়ী দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। আসলে ক্রমে ক্রমে এই সমাজে দ্বন্দ্বের প্রতিষ্ঠানীকরণ ঘটবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বাড়বে ফলে সকল পক্ষই তাদের বক্তব্য উপস্থাপন ও স্বার্থপূরণের সুযোগ পাবে — ফলে স্বভাবতই তীব্র দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমে যাবে।

৫৩.৯ অনুশীলনী

ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) I.C.A. কি ?

২) ডাহ্‌রেনডরফকে অনুসরণ করে শ্রেণীর সংজ্ঞা দিন।

৩) ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদকে dialectical conflict theory বলা হয় কেন?

খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিন।

১) ডাহ্‌রেনডরফ প্রদত্ত সমাজ চিত্রটি পর্যালোচনা করুন।

২) ডাহ্‌রেনডরফ অনুসরণে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, রূপ ও পরিণাম ব্যাখ্যা করুন।

৩) ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

গ) বন্ধনীতে লিখিত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১) শ্রেণী বিভাজনের মূল ভিত্তি হল ____________ (সম্পত্তি-মালিকানা / কর্তৃত্বের অধিকার)

২) সমাজে দ্বন্দ্ব ____________ (অনিবার্য / অনিবার্য নয়)

৩) ডাহ্‌রেনডরফ সমাজকে ____________ (I.C.A. রূপে, সমাজব্যবস্থা বা social system রূপে, আর্থ-সামাজিক কাঠামো বা socio-economic formation রূপে) দেখেছেন।

৫৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১) J. H. Turner — *The Structure of Sociological Theory, Rawat Publications, Jaipur, 1987.*

২) Wallace and Wolf — *Contemporary Sociological Theories.*

একক ৫৪ ☐ লুই কোসারের দ্বন্দ্ববাদ

গঠন

৫৪.১ উদ্দেশ্য
৫৪.২ প্রস্তাবনা
৫৪.৩ দ্বন্দ্বের কারণ
৫৪.৪ দ্বন্দ্বের রূপ
৫৪.৫ দ্বন্দ্বের সময়কাল
৫৪.৬ দ্বন্দ্বের পরিণাম
৫৪.৭ কোসারের সমাজচিত্র
৫৪.৮ সমালোচনা
৫৪.৯ সারাংশ
৫৪.১০ অনুশীলনী
৫৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৫৪.১ উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- কোসার কিভাবে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন,
- দ্বন্দ্বের রূপ ও সময়কাল বিশ্লেষণ করেছেন,
- দ্বন্দ্বের পরিণাম ব্যাখ্যা করেছেন,
- কোসারের সমাজ-ভাবনা,
- কোসারের মতের সীমাবদ্ধতা।

৫৪.২ প্রস্তাবনা

পঞ্চাশের দশকে লুই কোসারের দ্বন্দ্ববাদের (The Functions of Social Conflict, 1956) জন্ম একই সাথে ক্রিয়াবাদ (বিশেষত পারসনসের ক্রিয়াবাদ) ও মার্ক্স ও ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদের বিরোধিতা করে। ক্রিয়াবাদের বিপক্ষে কোসারের যুক্তি হল এই তত্ত্বে সামগ্রিক সামাজিক সংহতিকে বেশী গুরুত্ব দেবার ফলে সমাজের একটি অত্যন্ত গুবরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ প্রক্রিয়া-দ্বন্দ্বকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়েছে। ক্রিয়াবাদ সামাজিক বিচ্যুতি, মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে সমাজ জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গরূপে গণ্য না করে ব্যাধিস্বরূপ দেখে। মার্ক্স ও ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদের বিপক্ষে কোসার বলেন এই তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র দ্বন্দ্বের একটি পরিণামকেই বেশী গুরুত্ব দেয়। মার্ক্স ও ডাহ্‌রেনডরফ মনে করেন দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের সামগ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ

পুরোনো সমাজ ধ্বংস হয়ে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। কোসারের মতে দ্বন্দ্বের ফল সমাজের পক্ষে ইতিবাচকও (functional) হতে পারে। তাই তার দ্বন্দ্বতত্ত্বকে functional conflict theory বলা হয়। দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের নমণীয়তা ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ফলে শেষপর্যন্ত সামাজিক ঐক্য জোরদার হয়। কোসার মূলত মৃদু দ্বন্দ্বের কথাই আলোচনা করেছেন। মার্ক্স বা ডাহ্‌রেনডরফ কিন্তু তীব্র ও হিংসাশ্রয়ী দ্বন্দ্বের উপর বেশী আলোকপাত করেছেন। আসলে মৃদু দ্বন্দ্বের ফল সমগ্র সমাজের পক্ষে ইতিবাচক হতে পারে। তীব্র বা হিংসাশ্রয়ী দ্বন্দ্ব সমাজের পক্ষে সর্বদাই ক্ষতিকর। কোসার ও ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্ববাদের অপর একটি পার্থক্য হল ডাহ্‌রেনডরফ দ্বন্দ্বের উৎপত্তিকে অত্যন্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে কোসার কিন্তু দ্বন্দ্বের পরিণামকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বন্দ্বের উৎস চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা দেখি যে তিনি মার্ক্স ও তার অনুবর্তী ডাহ্‌রেনডরফের মতো গোষ্ঠীস্বার্থের বিরোধিতায় দ্বন্দ্বের বীজ খোঁজেন নি। বরঞ্চ বৈধতার বিপর্যয়কে (Weber -এর প্রভাব) দ্বন্দ্বের মূল কারণ রূপে চিহ্নিত করেছেন। সামগ্রিকভাবে দেখলে, কোসারের ক্রিয়াবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের ব্যাপ্তি অন্যান্য দ্বন্দ্বতত্ত্বের তুলনায় অনেক বেশী। তিনি দ্বন্দ্বের কারণ, রূপ, সময় ও পরিণাম — এই সবকয়টি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোসারের দ্বন্দ্ববাদে সিমেলের প্রেরণা অতি সুস্পষ্ট। এছাড়াও ওয়েবারও কিছু ক্ষেত্রে মার্ক্সকেও অনুসরণ করেছেন।

৫৪.৩ দ্বন্দ্বের কারণ

একটি অসম সমাজে বঞ্চিত শ্রেণী যখন প্রচলিত বন্টন ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনই দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই প্রশ্ন তোলা আবার কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, সমাজের সভ্যরা যদি একই সাথে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তবে বহু ক্ষেত্রেই অভিযোগ প্রকাশের কোনো না কোনো মাধ্যম পেয়ে যান অথবা কোনো ক্ষেত্রের প্রাপ্তি অপর ক্ষেত্রের বঞ্চনার অনুভূতির ক্ষতিপূরণ করে দেয়। অর্থাৎ অভাববোধ পুঞ্জীভূত হতে পারে না। ফলে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়া যদি বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে উর্দ্ধমুখী সামাজিক সচলতার আকাঙ্খা থাকে অথচ সমাজে তা অনুমোদিত না হয়, সেক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত অধীনস্থ শ্রেণী সমাজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সামাজিক বৈধতার মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎসকে চিহ্নিত করার অনুপ্রেরণা স্পষ্টতই Weber থেকে পাওয়া। অধীনস্থ শ্রেণীর বঞ্চনা যত চরম বঞ্চনা বা absolute deprivations (যখন তারা সাধারণভাবে জানে যে তারা বঞ্চিত) থেকে তুলনামূলক বঞ্চনার বা relative deprivations (যখন তারা তাদের পরিস্থিতির সঙ্গে সুবিধাভোগী শ্রেণীর পরিস্থিতি তুলনা করে দেখতে সক্ষম হয়) রূপ নেয় ততই তারা দ্বন্দ্বের পথে যায়। এক্ষেত্রে মার্ক্সের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

৫৪.৪ দ্বন্দ্বের রূপ

কোসার দ্বন্দ্বের হিংস্রতা ও তীব্রতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। সিমেলকে অনুসরণ করে তিনি বলেছেন যে এটি দ্বন্দ্বের বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বিষয়টি অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব — তা যদি বাস্তবসম্মত (realistic issue) হয় অর্থাৎ যে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব, তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলি আবেগতাড়িত না হয়ে কিসের বিনিময়ে কি পাওয়া যাচ্ছে তা হিসেব কষে। হিংস্র দ্বন্দ্বের (violent conflict) থেকে তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই সরে আসে এবং অন্য পদ্ধতি যথা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দরকষাকষি ইত্যাদি

পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু যদি দ্বন্দ্বের মূলে কোনো অবাস্তব বিষয় থাকে (nonrealistics issue) (যথা — বিশ্বাস, মতাদর্শ ইত্যাদি) - সেক্ষেত্রে আবেগ একটি বড় ভূমিকা নেয়। ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবেই হিংস্র হয়ে পড়ে। কোসার আরো বলেছেন যে বাস্তব বিষয় কেন্দ্রীক দ্বন্দ্ব যদি বহুদিন ধরে চলতে থাকে তখন ধীরে ধীরে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীর সভ্যরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং দ্বন্দ্বের বিষয়টিও অবাস্তব রূপ (nonrealistic) নেয়। তখন দ্বন্দ্ব হিংসাশ্রয়ী হয়। দ্বন্দ্বের হিংস্রতা সামাজিক পরিকাঠামোর উপরও নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যদি কর্মের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীলতা (functional interdependence) থাকে তবে দ্বন্দ্ব কখনই বেশী হিংস্র হতে পারে না। পরস্পর নির্ভরশীলতা থাকার অর্থই হল যে সেই সমাজে ক্ষমতা অসাম্য এবং সামাজিক বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির বিচ্ছিন্নতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম।

৫৪.৫ দ্বন্দ্বের সময়কাল

কোসার অল্প কয়েকজন দ্বন্দ্ব তাত্ত্বিকদের মধ্যে একজন যিনি দ্বন্দ্বের সময় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যদিও সেই আলোচনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোসার কেবল দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব নিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্থায়িত্বকে সর্বদাই পরিণাম হিসেবে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব কিভাবে দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে সেই দিকে তিনি আলোচনা টেনে নিয়ে যাননি।

তিনি বলেন দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব বেশী হবে যদি দ্বন্দ্বের লক্ষ্যটি হয় ব্যাপক (extensive), যদি দ্বন্দ্বের লক্ষ্য নিয়ে মতানৈক্য থাকে, যদি লক্ষ্যটি এমন হয় যে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীর নেতারা জয়ের মূল্য নিরূপণে অসমর্থ হন এবং যদি নেতার গোষ্ঠীর সভ্যদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকে।

৫৪.৬ দ্বন্দ্বের পরিণাম

কোসার দ্বন্দ্বের পরিণাম সম্পর্কিত আলোচনার জন্য বিখ্যাত। তার মতে দ্বন্দ্ব সমাজের পক্ষে কার্যকরী (functional)। তিনি সিমেলকে অনুসরণ করে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে এবং সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের পরিণাম আলোচনা করেছেন।

দ্বন্দ্ব যত তীব্র ও হিংস্র হবে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির সীমা তত সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হবে, আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীকরণ হবে, পরিকাঠামোগত ও মতাদর্শগত ঐক্যের সূচনা হবে এবং সামাজিক বিচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে অবদমিত হবে। যার ফলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ থেকে নতুন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সূচনা হবে।

সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে মৃদু দ্বন্দ্ব (কম হিংস্রাশ্রয়ী) যদি বারবার হয় তবে সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে — বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত না হয়ে নিসৃত হয়ে যাবে; দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রথার উদ্ভব হবে, বাস্তবসম্মত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে এবং সর্বোপরি আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংগঠন তৈরী হবে। এসবের ফলে সমাজের আভ্যন্তরীণ ঐক্য, নমনীয়তা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বাড়বে।

৫৪.৭ কোসারের সমাজচিত্র

কোসারের সমাজচিত্র ক্রিয়াবাদ প্রদত্ত সংরক্ষণশীল সমাজচিত্র—যেখানে দ্বন্দ্ব, বিচ্যুতি ও পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হিসেবে দেখানো হয়েছে — তার বিরোধী। আবার মার্ক্স, ডাহ্‌রেনডরফ প্রদত্ত সমাজচিত্র — যেখানে দ্বন্দ্বের কেবল ধ্বংসাত্মক পরিণাম দেখানো হয়েছে—তারও বিরোধী। তিনি সিমেলের মতো মনে করেন যে দ্বন্দ্ব সমাজদেহে রোগের লক্ষণস্বরূপ। তিনি মনে করেন সমাজব্যবস্থা হল সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার বিভিন্নরকম পারস্পরিক সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। এই অংশগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভারসাম্যহীনতা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্তু সকল দ্বন্দ্বই গোটা সমাজকে ধ্বংস করে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব কিছু পরিবর্তন এনে মোটের উপর সমাজটিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এবং সেক্ষেত্রে সমাজের নমনীয়তা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তার মতে দ্বন্দ্ব কখনো কখনো সমাজের পক্ষে হিতকর (functional) হয় এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে সহায়ক হয়। এইজন্য তার মতকে Conflict functionalism বলা হয়।

৫৪.৮ সমালোচনা

কোসারের দ্বন্দ্বতত্ত্বের জন্ম হয়েছিল ক্রিয়াবাদ ও দ্বান্দ্বিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের (dialectical conflict theory) একমুখীনতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। কিন্তু কোসারও এই একমুখীনতার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। ক্রিয়াবাদের বিপক্ষে গিয়ে তিনি সমাজে দ্বন্দ্বের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। দ্বান্দ্বিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিপক্ষে গিয়ে তিনি দ্বন্দ্বের কার্যকরী (functional) অর্থাৎ সমাজের প্রতি ইতিবাচক ভূমিকার কথা বলেছেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব যে নেতিবাচক হতে পারে অর্থাৎ বর্তমান সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে তা তিনি দেখাননি। তার দ্বন্দ্বতত্ত্ব তাই শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াবাদেরই নামান্তর।

এছাড়া তার দ্বন্দ্ববাদে কিছু পদ্ধতিগত অসুবিধা আছে। ডাহ্‌রেনডরফের মত তিনিও বিভিন্ন ধারণার সংজ্ঞা নির্দিষ্টভাবে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে তত্ত্বটিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির একক কি তাও সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

৫৪.৯ সারাংশ

কোসারের মূল অবদান হ'ল তিনি দ্বন্দ্ববাদ ও ক্রিয়াবাদ (যাদের এতদিন পরস্পর বিরোধী বলে মনে করা হত) — এই দুই ধারার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি দ্বন্দ্বকে সমাজের অপরিহার্য ও স্বাভাবিক অঙ্গ রূপে দেখেছেন এবং কিভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা বর্তমান সমাজের স্থায়িত্ব, সংহতি ইত্যাদি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা দেখিয়েছেন।

এছাড়া দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি এক অত্যন্ত ব্যাপক ও সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। দ্বন্দ্বের উৎস, রূপ (তীব্রতা বা হিংস্রতার বিভিন্ন মাত্রা), স্থায়িত্ব, পরিণাম—এই সকল ক্ষেত্রগুলিকে তিনি সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেছেন।

কোসারের দ্বন্দ্ববাদে সিমেলের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কিন্তু এছাড়াও তিনি মার্ক্স ও ওয়েবারকেও বহু ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন।

৫৪.১০ অনুশীলনী

ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) কোসারের দ্বন্দ্বতত্ত্বটিকে কি নামে চিহ্নিত করা হয় এবং কেন ?

২) দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব নিয়ে কোসারের বক্তব্য কি?

৩) কোন ধরণের দ্বন্দ্ব সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়?

খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১) কোসারের দ্বন্দ্বতত্ত্বে সিমেলের প্রভাব আলোচনা করুন।

২) কোসার ও ডাহ্‌রেনডরফের দ্বন্দ্বতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

গ) বন্ধনীতে লিখিত পদগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১) কোসারের মতে দ্বন্দ্বের কারণ নিহিত রয়েছে _____________ (শ্রেণীস্বার্থে / সামাজিক বন্টন ব্যবস্থার বৈধতায়)।

২) কোসারের মতে দ্বন্দ্ব যদি _____________ (বাস্তব / অবাস্তব) বিষয় নিয়ে হয় তবে তার তীব্রতার সম্ভাবনা কম হবে।

৩) দ্বন্দ্বের লক্ষ্যটি ব্যাপক হলে দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব _____________ (বেশী / কম) হবে।

৪) নেতৃত্বের উপর দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব _____________ (নির্ভরশীল / নির্ভরশীল নয়) ।

৫) তীব্র ও হিংস্র দ্বন্দ্ব _____________ (দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে / সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে) মঙ্গলজনক হবে।

৬) কোসার দ্বন্দ্বের _____________ (ধ্বংসাত্মক / হিতকর) পরিণামের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১) J. H. Turner — *The Structure of Sociological Theory, Rawat Publications, Jaipur, 1987.*

২) Wallace and Wolf — *Contemporary Sociological Theories.*

ই. এস. ও — ৪
সমাজতত্ত্বের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
১৫

একক ৫৫ □ বিনিময় তত্ত্ব

গঠন

৫৫.১ উদ্দেশ্য

৫৫.২ প্রস্তাবনা

৫৫.৩ বিনিময় তত্ত্বের উদ্ভব

৫৫.৪ বিনিময় তত্ত্বে উপযোগিতাবাদের প্রভাব

৫৫.৪.১ প্রতিদান-দণ্ড সম্পর্ক

৫৫.৫ নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

৫৫.৫.১ ম্যালিনোস্কীর নৃতত্ত্ব

৫৫.৫.২ লেভী স্ট্রস এবং আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্যার ঐতিহ্য

৫৫.৬ সারাংশ

৫৫.৭ অনুশীলনী

৫৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫৫.১ উদ্দেশ্য

প্রথম এককের এই অংশ পাঠ করলে আপনি —

- বিনিময় তত্ত্বের উদ্ভাবনা জানতে পারবেন।
- সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব কি কি তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত সেটি জানবেন।
- বুঝতে পারবেন, কিভাবে নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনোস্কী এবং লেভি স্ট্রস্ নৃতত্ত্বের সাথে বিনিময় তত্ত্বের সম্পর্ক আলোচন্য করছেন।

৫৫.২ প্রস্তাবনা

আচরণবাদের সহজ অর্থ হ'ল যে কোনও তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করা। আচরণবাদ হ'ল একধরণের দৃষ্টিভঙ্গী; যে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ সমীক্ষা বা অনুশীলন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আমেরিকায় প্রচলিত প্রয়োগবাদের (Pragmatism) সমান্তরালভাবেই জে. বি. ওয়াটসনের আচরণবাদের সূচনা হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে দাবী করে। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হ'ল রাষ্ট্রের কর্মপরিধি যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করা। এই আন্দোলন শুরু হয় মধ্যযুগের পর যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ প্রভৃতির ফলে রাষ্ট্র নাগরিকদের অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করে। মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে আচরণবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের তুলনায় অনেক কম ভাববাদী বা আদর্শবাদী (idealistic)।

প্যাভলভের মতো কয়েকজন আচরণবাদী, মানুষের আচরণের বিশেষত্বগুলির শর্তসাপেক্ষ আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ওয়াটসনের ঝোঁক ছিল লঘুকরণের (reductionism) বা সরলীকরণের দিকে। তিনি চিন্তাধারাকে মৌখিক আচরণে পরিণত করার দিকে উৎসাহী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের এ ধরনের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে এ সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক ধারণা ও তত্ত্বগুলিকে যথার্থ রূপ দিতে সাহায্য করেছে। ভাববাদী (Idealistic) এবং প্রয়োগবাদী (Pragmatism) ধারা থেকেও তথ্য গ্রহণ করে সামাজিক আচরণবাদের তত্ত্ব (behaviourist social theory) গড়ে উঠেছে।

তত্ত্বগত এবং নিয়ম-নীতিগত উভয় দিক থেকেই সামাজিক আচরণবাদ আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সামাজিক আচরণবাদ প্রতীয়মান হয় প্রায় সমমানের কিন্তু পৃথক সমান্তরাল গঠন বিশিষ্ট একটি সারণীর মাধ্যমে। এই ধারণাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোনোটিকে বলা হয় বহুত্ববাদী আচরণবাদ। (Pluralistic behaviourism)। গেব্রিয়াল টার্ডের মত অনুসারে প্রথমে একে বলা হত অনুকরণ অভিভাব্ (Imitation suggestion)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই মতবাদকে **সামাজিক বিনিময়ের তত্ত্ব** (Social Exchange Theory) বলা হয়। এই মতবাদ আন্তর্মানবিক সম্পর্ককে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করে। সামাজিক আচরণবাদের দ্বিতীয় প্রধান শাখার নাম প্রতীকমূলক মিথস্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism)। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম হল সামাজিক ক্রিয়াতত্ত্ব (Social Action Theory)। সামাজিক ক্রিয়াতত্ত্বের মাধ্যমেও বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উত্তর পাওয়া যায়। সেসব সমস্যা নিয়ে বহুত্ববাদী আচরণবাদ এবং প্রতীকমূলক মিথস্ক্রিয়াবাদ আলোচনা করা থাকে, এই তত্ত্ব সেই ধরণের সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে।

৫৫.৩ বিনিময় তত্ত্বের উদ্ভব

অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান থেকে বহুবিধ তথ্য গ্রহণ করে আধুনিক বিনিময় তত্ত্ব (Modern Exchange Theory) সমৃদ্ধ হয়েছে। নৃতত্ত্ব থেকে বিনিময় তত্ত্ব গ্রহণ করেছে পারস্পরিকতার নীতি (Norm of reciprocity)। উপহার প্রদানের রীতিনীতির মূলে যে সামাজিক নিয়ম আছে তার কথা মার্শাল মস প্রথম বলেন। পারস্পরিকতা (Reciprocity) সমাজের একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম। মানুষের আদান-প্রদানের রীতিকে ম্যালিনোস্কী একটি নৈতিক নিয়ম বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, অধিকাংশ সময় পারস্পরিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে একজনের আগ্রহ এবং প্রতিদান দেবার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে। তবে সর্বোপরি এটি হল সামাজিক বাধ্যতামূলক প্রতিদান। বিনিময় তত্ত্ব মূলতঃ পারস্পরিকতার সার্বজনীন নৈতিক নিয়ম (Generalized moral norm of reciprocity) এর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সংহতি (cohesion) রক্ষার ক্ষেত্রে বিনিময় তত্ত্বের অবদানের ওপর নৃতত্ত্ববিদরা জোর দিয়ে থাকেন। অপরপক্ষে সমাজতাত্ত্বিকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। অর্থনীতির কাছে এই ক্ষেত্রে বিনিময় তত্ত্ব ঋণী।

জোনাথন টার্নারের মতে, সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রাথমিক প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করেই সমাজতাত্ত্বিক বিনিময় তত্ত্ব (Sociological Exchange Theory) তৈরী হয়েছে।

৫৫.৪ বিনিময় তত্ত্বে উপযোগিতাবাদের প্রভাব

মানুষের প্রকৃতি এবং তাদের আন্তসম্পর্ককে (বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) কেন্দ্র করে উপযোগিতাবাদ গড়ে উঠেছে। অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং বেন্থাম ছিলেন উপযোগিতাবাদের প্রধান প্রবক্তা। উপযোগিতাবাদের মূল ধারণা এবং বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাস ও পুনর্সূত্রাকরণের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে সমসাময়িক বিনিময় তত্ত্ব। (১) ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা (Classical economist) মনে করেন মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী। সর্বদা মানুষ চায় তার বস্তুগত সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ উপযোগিতাকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে অন্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। (২) তাঁদের মতে, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তবেই মানুষ তার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করে। মানুষের উদ্দেশ্য থাকে যাতে সে ন্যূনতম ব্যয় করে সর্বাধিক লাভ পেতে পারে।

সমাজতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট সচেতন বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে ধ্রুপদী অর্থনীতির ধারণা পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। কিছু তথ্যের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। যথা—

ক) কদাচিৎ মানুষ তার লাভ চরম পর্যায়ে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়।

খ) যুক্তিবাদী চিন্তাধারা দিয়ে মানুষ সর্বদা পরিচালিত হয় না।

গ) আন্তঃমানবিক সম্পর্ক (অর্থনৈতিক বাজারকেন্দ্রিক হোক বা অন্যত্র ঘটে থাকুক) কখনও বাহ্যিক নিয়ম থেকে মুক্ত হতে পারে না। তথ্যসমূহের এ ধরনের পরিবর্তন বিকল্প উপযোগিতাবাদের তত্ত্বের দিকে একটা পদক্ষেপ। পরিবর্তিত তথ্যগুলি সামাজিক বিনিময়ের তত্ত্বের ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ধারণা হল—

(ক) মানুষ সর্বদা তার লাভ চরম পর্যায়ে উন্নীত করতে না চাইলেও, অন্যের সঙ্গে সামাজিক চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করায় মানুষ তার নিজের লাভ (profit) সম্পর্কে সচেতন থাকে।

(খ) মানুষ সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর না হলেও, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা মূল্য এবং সুবিধার গণনা করে থাকে।

(গ) বাজারে যেমন অর্থনৈতিক চুক্তি প্রধান ভূমিকা নেয়, তেমনই সাধারণ বিনিময় সম্পর্ক সবধরনের সামাজিক অবস্থায় প্রচলিত।

(ঘ) অর্থনৈতিক বাজারে মুখ্য বিষয় থাকে বস্তুগত উদ্দেশ্য। মানুষ অনেক সময় অবস্তুগত বিনিময় সম্পর্কে অংশগ্রহণ করে।

মনোবিজ্ঞানগত আচরণবাদকে উন্নত করার পেছনে উপযোগিতাবাদের ভূমিকা আছে। মনোবিজ্ঞানগত আচরণবাদ পৃথকভাবে বিনিময় তত্ত্বকে প্রভাবিত করে থাকে। পুরোনো নৃতত্ত্বের ধারণায় এটি উল্লেখযোগ্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। জেমস ফ্রেজার তাঁর Folklore in the Old Testament গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাইবোনদের পরিবর্ত বিবাহ (cross cousin marriage) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই অর্থনৈতিক

ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ম্যালিনোস্কী ও লেভী স্ট্রস। ফ্রেজার তাঁর ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বিবাহের সময় স্ত্রীকে গ্রহণ করার পরিবর্তে স্ত্রীর পরিবারকে পরিবর্তে দেবার মত সমমানের সম্পত্তি থাকত না। তাই বাধ্য হয়ে তারা কোনো আত্মীয়া মহিলা (সাধারণতঃ বোন বা কন্যা) কে সেই পরিবারে বিবাহ দিতেন। নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে ফ্রেজারের এই উপযোগিতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পরে নৃতত্ত্ববিদরা এই তত্ত্বটির বিচার বিশ্লেষণে সচেষ্ট হন। সেদিক থেকে সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব ফ্রেজারের মতবাদের কাছে উৎপত্তিগত কারণে ঋণী।

৫৫.৪.১ প্রতিদান-দণ্ড সম্পর্ক

মনুষ্যেতর জীবের আচরণ সম্পর্কিত নীতিগুলি থেকেই মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদের (Psychological behaviourism) তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। স্কিনারের ন্যায় আচরণবাদীরা স্বীকার করে নিয়েছেন মানুষের আচরণ সম্পর্কিত নীতিগুলির সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে মনুষ্যেতর জীবের আচরণ সম্পর্কিত প্রাথমিক নীতি থেকে। আচরণবাদ প্রকৃতপক্ষে উপযোগিতাবাদের একটি ভিন্ন রূপ। আচরণবাদ স্বীকার করে যে, মানুষ সহ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রতিদান সন্ধান করার প্রবণতা থাকে। প্রাণীরা সেই বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহণ করে যাতে ন্যূনতম দণ্ডের বিনিময়ে সর্বাধিক প্রতিদান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে উপযোগিতা (utility) শব্দটির স্থলে প্রতিদান (reward) কথাটি ব্যবহার করা হতে থাকে। মূল্য (Cost) ধারণাটির ব্যঞ্জনা "দণ্ড"(punishment) শব্দের মধ্যে প্রস্ফুটিত।

মানুষের আচরণকে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করাই বিনিময় তাত্ত্বিকদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই আধুনিক বিনিময় তত্ত্বে উপযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদান শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। অনুরূপভাবে দণ্ড শব্দটি কষ্ট (pain) শব্দটির সঙ্গে অর্থের দিক দিয়ে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই আচরণবাদের নানা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়েছে। তাই সমাজতাত্ত্বিক বিনিময় তত্ত্বের বিকাশে আচরণবাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ যে কোনো অবস্থায় প্রাণী সেই আচরণ করবে যাতে সর্বাধিক প্রতিদান এবং ন্যূনতম দণ্ড থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যেসব আচরণের ফলস্বরূপ অতীতে প্রতিদান পাওয়া গেছে, প্রাণীরা সে সব আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে। তৃতীয়তঃ যে অবস্থায় কোনো আচরণ অতীতে প্রতিদান লাভ করেছে, প্রাণী সাধারণতঃ সেই অবস্থায় ঐ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে। চতুর্থতঃ অতীতে যেসব উদ্দীপক প্রতিদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল, সে ধরনের উদ্দীপক পরবর্তীকালেও একই প্রতিদান দেবে বলে ধরা যায়। পঞ্চমতঃ, যতদিন পর্যন্ত প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকবে, ততদিনই আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ষষ্ঠতঃ অতীতে যে অবস্থা আচরণ বা এ ধরনের কিছু প্রতিদান দিয়েছিল, তা যদি হঠাৎ প্রতিদান দিতে না পারে তবে প্রাণীরা মানসিক চাঞ্চল্য বা আবেগ প্রকাশ করতে পারে। সপ্তমতঃ নির্দিষ্ট একটি আচরণ যত বেশী প্রতিদান পাবে, পরিতৃপ্তি হওয়ায় সেই প্রতিদানের মূল্য তত কমে যেতে থাকে। তখন প্রাণীরা বিকল্প আচরণ এবং বিকল্প প্রতিদান সন্ধান করবে।

মনস্তাত্ত্বিক গবেষকরা পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই নীতিগুলি গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারণে আধুনিক বিনিময় তত্ত্ব আচরণবাদের সঙ্গে উপযোগিতাবাদের সংমিশ্রণ করে। বিনিময় তত্ত্বে মানুষকে দেখা হয় পারস্পরিক সুবিধা ও প্রভাব সমন্বিত প্রাণী হিসাবে। গবেষণাগারে বা স্কিনারের বাক্সে যেভাবে অন্যান্য প্রাণীদের (বিশেষতঃ মনুষ্যেতর প্রাণী) গবেষণা করা হয়, সেই পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মানুষ প্রতিদানের বিনিময় করে। প্রতিটি মানুষ সম্ভবনাময় প্রতিদানের উদ্দীপকের অবস্থা অন্যের জন্য তুলে ধরে।

৫৫.৫ নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

কাঠামো-ক্রিয়াবাদ হ'ল একটি দৃষ্টিভঙ্গী। এক্ষেত্রে কাঠামো (structure) বলতে বোঝায় বিভিন্ন সামাজিক কেন্দ্রগুলির (social units) কিছু স্থায়ী ও নির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং ক্রিয়া (functions) বলতে বোঝায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সেই সকল প্রভাব যেগুলি সমাজের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোকে অপর অংশগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কাঠামো ক্রিয়াবাদে (Structural functionalism) তিনটি প্রকারভেদ আছে। তিনটি প্রকারের একটি হ'ল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ক্রিয়াবাদ (Individualistic functionalism), যার প্রবক্তা হ'লেন এই ম্যালিনোস্কী। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হ'ল কারক (actor)-এর চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাতে কিছু বড় মাপের কাঠামো তৈরী হয়। এর উদাহরণ হ'ল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক নিয়ম ইত্যাদি। এই ধরনের কাঠামো সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য।

৫৫.৫.১ ম্যালিনোস্কীর নৃতত্ত্ব

মানুষের প্রাথমিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সাংস্কৃতিক উপাদানের অস্তিত্ব আছে। এই মতবাদকে কেন্দ্র করে ম্যালিনোস্কীর ধারণার দৃষ্টরূপ গড়ে উঠেছে। সামাজিক নীতি, ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু, ধারণা, বিশ্বাস — অর্থাৎ সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমাজে থাকে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াবাদ গড়ে উঠেছে। ক্রিয়াশীল সমষ্টির অস্তিত্বের জন্য সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রের অপরিহার্য উপস্থিতি কাম্য। খাদ্য, আশ্রয় এবং প্রজননের প্রয়োজনে মনুষ্যসমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠী (group) এবং সম্প্রদায়ের (community) মাধ্যমে সংগঠিত হয়।

নির্দিষ্ট একটি সংস্কৃতির সঙ্গে ম্যালিনোস্কীর অন্তরঙ্গ পরিচয় আধুনিক নৃতত্ত্বের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মেলানোশিয়ার ট্রোবিয়ান দ্বীপের অধিবাসীদের পারস্পরিক বিনিময়ের সংস্কৃতিই ছিল সামাজিক বন্ধনের মূল ভিত্তি। একথা ম্যালিনোস্কী বলেছেন। সমাজে কয়েকটি বিভাগ ছিল — টোটেম সংক্রান্ত গোষ্ঠী, স্থানীয় প্রকৃতির গোষ্ঠী, গ্রাম সম্প্রদায় এবং আত্মীয় গোষ্ঠী। এই বিভাগ গড়ে উঠেছে আদান প্রদানের নীতির ওপর ভিত্তি করে। আধুনিক বিনিময় তত্ত্ব এই নীতির সর্বব্যাপকতার ওপর জোর দেয়।

বিনিময় তত্ত্বের আলোচনার দুটি দিক আছে। প্রথম ক্ষেত্রটিতে আছে কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিনিময় বা উপহার প্রদান ব্যতীত এদের কোনো স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে না। অপর ক্ষেত্রটি যান্ত্রিক বিনিময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাথমিকভাবে মানুষ যাতে তার চাহিদার সামগ্রী লাভ করতে পারে, তাই বিভিন্ন পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও বিনিময় ঘটে থাকে। ওয়ালেস এবং উল্ফ এর মতে, ম্যালিনোস্কীর পারস্পরিক বৃত্তি সংক্রান্ত আলোচনা এই দুটি দিককেই যথার্থভাবে তুলে ধরে।

'কুলা' (Kula) বলে খ্যাত বিধিবদ্ধ পারস্পরিক উপহার প্রদানের অনুষ্ঠান ট্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের বাসিন্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে, একটি দ্বীপের অধিবাসীরা অন্য দ্বীপের কাছে যায়, অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর তারা শামুক বা কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরী কণ্ঠহারের বা নেকলেসের পরিবর্তে বাহুর অলঙ্কার বা ব্রেসলেটের বিনিময় করে। এই উপহারগুলির কোনো সুস্পষ্ট ব্যবহার বা উপযোগিতা না থাকলেও এগুলি উচ্চ প্রশংসিত হত। এগুলি পরবর্তী বিনিময় পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয় এবং পরে আবার বিনিময় করা হত। সুতরাং একই আনুষ্ঠানিক অলঙ্কার বছরের পর বছর আবর্তিত হয়।

পটলাচ্ (Potlatch) এরকম আর একটি বিনিময় ব্যবস্থার উদাহরণ। এটি টিলিংজিট এবং আমেরিকার উত্তর পূর্বে হায়ডা ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত। এটিকে সাংস্কৃতিক প্রতীকের মিথস্ক্রিয়াও বলা যেতে পারে। পটলাচ্ একটি আনুষ্ঠানিক প্রথা। এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহের সময়ে এই প্রথায় গৃহকর্তা তাঁর অতিথিদের, এমনকি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও, প্রচুর উপহার প্রদান করেন। পটলাচ্ যত চমৎকার হবে, ততই বৃদ্ধি পাবে গৃহকর্তার মর্যাদা এবং অতিথিরা তাঁর কাছে তত বেশী কৃতজ্ঞ থাকবেন। ফলস্বরূপ অধিবাসীদের সকলেই পালানুক্রমে গৃহকর্তার ভূমিকা লাভ করার প্রত্যাশা করে। পারস্পরিকতার সম্পর্কের বাধ্যতামূলক রীতি তাদের সমাজ বন্ধনে সহায়তা করে এবং এভাবেই সমাজ সংবদ্ধতা (social cohesion) বৃদ্ধি পায়। পারস্পরিকতার নীতির অস্তিত্বের জন্য নৃতত্ত্বের কাছে বিনিময় তত্ত্ব অনেকাংশে ঋণী। ম্যালিনোস্কী বলতে চেয়েছেন বিনিময়ের ধারণার মূলে আছে সাধারণ নৈতিকতার অস্তিত্ব। তাঁর মতে অধিকাংশ সময় পারস্পরিক বিনিময়ে মানুষের প্রতিদানের আগ্রহকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এছাড়া সমাজের ব্যধ্যতামূলক নীতির জন্যও প্রতিদান হয়ে থাকে। বিনিময় তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল পারস্পরিকতার সার্বজনীন নৈতিক রীতিনীতি।

কুলা বিনিময় প্রথা একটি বদ্ধ (closed) বিনিময় ব্যবস্থার উদাহরণ। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলির মধ্যে এর প্রচলন আছে। এই বিনিময় ব্যবস্থাকে ম্যালিনোস্কী দুভাগে ভাগ করেছেন — ১) বস্তুগত বা অর্থনৈতিক বিনিময় (material or economic exchange) এবং ২) অবস্তুগত বা প্রতীকী বিনিময় (non-material or symbolic exchange)। ম্যালিনোস্কীর মতে 'কুলা' প্রতীকী বিনিময়ের একটি দৃষ্টান্ত, যা সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় সংবদ্ধ করে। তাঁর মতে অলঙ্কারের আনুষ্ঠানিক বিনিময় প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সংহতির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিনিময় প্রথা প্রতীকী বস্তুর ক্রমবিভক্ত মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। ট্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা সম্পর্কের প্রকৃতি প্রকাশ ও প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ক্রমবিভাজন করে। বিনিময় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা সমান, উর্দ্ধতন বা নিম্নতন হতে প্যারে। এ ধরনের বিনিময়ে কোনো অর্থনৈতিক লাভ থাকে না। বরং কুলা প্রথার সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে বলা যায়। সমাজ এবং ব্যক্তি উভয়ের প্রয়োজনকেই এই কুলা প্রথায় যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক চাহিদার ফল হল ধনাত্মক ক্রিয়াবাদ। ম্যালিনোস্কির মতে, এটাই হল কুলা প্রথার সারমর্ম।

রবার্ট মার্টনের মতে ম্যালিনোস্কীর প্রবর্তক আধুনিক বিনিময় তত্ত্বে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। (ক) মানুষের যুক্তিবাদী সত্ত্বার ধারণাকে আড়াল করার পক্ষে (Kula) কুলা শব্দটির অর্থ খুবই যান্ত্রিক। অর্থনৈতিক ন্যূনতম প্রচেষ্টার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী মানুষের চাহিদা থাকে নিজের বিভিন্ন সরলতম প্রয়োজন পূরণ করা। (খ) অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা বেশী শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার মাধ্যমে বিনিময়ের সম্পর্ক শুরু হয় এবং তা অব্যাহত' থাকে। তাই মানুষের আচরণের ব্যাখ্যায় এটি সমালোচনামূলক হয়ে দাঁড়ায়। (গ) বিনিময়ের সম্পর্ক দুটি দলকে অতিক্রম করে যেতে পারে। কুলা বিনিময় এরকমই একটি উদাহরণ। এটি একটি জটিল প্রকৃতির পরোক্ষ বিনিময়। এই বিনিময় সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। (ঘ) প্রতীকী বিনিময়ের সম্পর্ক একটি প্রাথমিক সামাজিক ক্রিয়া। এর মূলে আছে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের পৃথকীকরণ এবং অভিন্ন সুসংহত এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজের অস্তিত্বের কথা। প্রতীকী বিনিময়ের গুরুত্ব মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ওপর এবং সংহতির ক্ষেত্রে — একথা ম্যালিনোস্কী বিশেষভাবে বলেছেন। এই ধারণার

মাধ্যমে তিনি উপযোগিতাবাদের সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে বিনিময় তত্ত্বকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি দুরকম বিনিময় মতবাদের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি বিনিময় প্রথার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয়টি বিনিময়ের সম্পর্ককে সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত শক্তির বিকাশ ও অস্তিত্বের কথা তুলে ধরে।

৫৫.৫.২ লেভী ষ্ট্রস এবং আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্যার ঐতিহ্য

লেভী ষ্ট্রস বিনিময় বস্তুর চেয়ে বিনিময়ের বিভিন্ন রীতির বিষয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামোকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিনিময় ব্যবস্থার অবদানকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Elementary Structure of Kinship-এ তিনি অস্ট্রেলিয় আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত cross cousin দের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত ফ্রেজারের উপযোগিতাবাদকে নসাৎ করে দিয়েছেন। উপযোগিতাবাদের একটি বিশেষ ধারণা হল সামাজিক আচরণের প্রথম নীতিটি অর্থনৈতিক। লেভী স্ট্রস এই ধারণাকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন না। তাঁর মতে সামাজিক পরিকাঠামো একটি উত্থানশীল ঘটনা (Emergent phenomenon)। সমাজ তার নিজস্ব নীতি ও আইনের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে। তাই উপযোগিতাবাদের তথ্য সত্য থেকে দূরে সরে যায়।

তাঁর মতে মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং নিয়মের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানুষের আচরণ এবং সংগঠনকে জীবজগতের অন্য প্রাণীর আচরণ ও সংগঠন থেকে আলাদা করে দেয়। বিশেষতঃ সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ ও অন্য প্রাণীদের আচরণের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে তার অর্জিত, বিধিসম্মত আচরণ সম্পর্কিত ধারণাকে বহন করে। সামাজিক বিনিময়ে অন্যান্য প্রাণীদের আচরণ তাদের মূল্যবোধ ও নিয়মনীতির অনুসারী হয় না। এখানেই মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য। এভাবে তিনি বিনিময় তত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে বাতিল করে দিয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদীরা বলেন, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আচরণের নিয়ম প্রায় একই রকম। লেভী স্ট্রস তা স্বীকার করেন না। এখানেই তাঁর সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদীদের মতবাদের পার্থক্য। মনোস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন ও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনের চেয়ে বিনিময় ব্যবস্থা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থাকে বোঝা সম্ভবপর নয়। কারণ বিনিময় সম্পর্ক হল সামাজিক সংগঠনের একটা প্রতিচ্ছবি। বিনিময় প্রথা অনন্য (*sui generis*) এবং এর পৃথক অস্তিত্ব আছে।

লেভী ষ্ট্রস বিনিময় ব্যবস্থা সংক্রান্ত তাঁর তথ্য সম্পর্কে কিছু মৌলিক বিনিময়ের নীতি উল্লেখ করেছেন। যেমন— (১) মূল্য সম্পর্কিত ধারণা বিনিময় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি সমাজের সাপেক্ষ মূল্যের ধারণাকে গুরুত্ব দেন। তিনি বিনিময় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম, রীতি, মূল্যবোধ এবং আইনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনায় মূল্য সংক্রান্ত আচরণই গুরুত্ব পায়। যদিও ব্যক্তি নিজে অনেক সময় মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু সামাজিক স্থিতাবস্থার জন্য মূল্যবান আচরণই করতে হয়। (২) সমস্ত অপর্যাপ্ত এবং মূল্যবান সামাজিক সম্পদের (তা বস্তুগত দ্রব্য অথবা মর্যাদা, শ্রদ্ধা বা এ ধরনের প্রতীকী বা অবস্তুগত দ্রব্য) বন্টন মূল্যবোধ এবং নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। যতদিন সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকবে এবং সম্পদের মূল্য অধিক হবে না। ততদিন সম্পদের বন্টন অনিয়ন্ত্রিত থাকবে। যদি সম্পদ দুর্লভ এবং মূল্যবান হয়, তবে তাদের বন্টন বিধিবদ্ধ হবে। (৩) সমস্ত বিনিময়ের সম্পর্ক পারস্পরিকতার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যারা প্রতিদানে মূল্যবান সম্পদ পেয়েছে, তারা দাতাকে পরিবর্তে অন্য মূল্যবান সম্পদ প্রদান করে থাকে।

লেভী ষ্ট্রসের বিনিময় ধারণায় বলা হয় পারস্পরিকতার নিদর্শন নিয়ম ও মূল্যবোধের বন্ধনে বিদ্ধৃত। কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার নিয়ম উভয়তঃ এবং কোনো উপকারী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিদানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অন্য ক্ষেত্রে পারস্পরিকতা পরোক্ষ বিনিময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারক (actor) স্বয়ং প্রত্যক্ষ প্রতিদানে অংশগ্রহণ করে না, এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিনিময় হয়ে থাকে।

এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে লেভী ষ্ট্রস অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের cross cousin বিবাহকে পর্যালোচনা করেছেন। সামাজিক পরিকাঠামোয় এ ধরণের বিবাহের অবদানের নিরিখে লেভী ষ্ট্রস তাঁর ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের দ্বারা কোনো বিশেষ বিবাহ পদ্ধতি এবং আত্মীয় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। এটিকে ব্যক্তি এবং সমাজের একমুখী (univocal) বিনিময় হিসাবে ধরা যায়। এভাবে তিনি সামাজিক ঐক্য ও সংহতির তত্ত্ব নির্ণয় করেছেন।

সামাজিক ঐক্যের এই বক্তব্যের তাত্ত্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট। লেভী ষ্ট্রসের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিনি-‥যর মতবাদের ওপর এই তত্ত্বের প্রভাব। বিশেষতঃ তাঁর দুটি ধারণা আধুনিক সামাজিক বিনিময় তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। (১) বিনিময় সম্পর্কের আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিকাঠামোর গুরুত্বই বেশী। পরবর্তীকালে সামাজিক পরিকাঠামো পরিবর্তনশীল প্রভাব আনতে পারে। (২) সমাজে বিনিময় সম্পর্ক কেবলমাত্র মানুষের প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়ার ওপরেই নির্ভরশীল থাকে না। বরং পরোক্ষ ও জটিল বিনিময়ের ক্ষেত্রকে বিস্তার করেই এর পরিধি গড়ে ওঠে। একদিক থেকে সামাজিক ঐক্য ও সংগঠনের জন্যই বিনিময় প্রথার সৃষ্টি, অন্যদিকে তারা বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের উন্নতি করে থাকে।

নৃতত্ত্ববিদ্যার ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিনিময় তত্ত্বে লেভী ষ্ট্রসের অবদানকে বলা হয় অর্থনৈতিক উপযোগিতাবাদের সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়া। ফ্রেজার নৃতত্ত্ববিদ্যায় অর্থনৈতিক উপযোগিতাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ম্যালিনোস্কীর মতে, ফ্রেজারের আলোচনায় প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং বস্তুগত উদ্দেশ্যের উল্লেখ সীমাবদ্ধতা ডেকে এনেছে। কুলা বিনিময় (Kula Exchange) দৃষ্টান্তে সামাজিক ঐক্যের ওপর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায়। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনিময় কিভাবে সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লেভী ষ্ট্রস তা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন সামাজিক বিনিময় অধিব্যক্তিক (Supra-individual) সমষ্টিগত (collective) এবং সাংস্কৃতিক শক্তির দ্বারা বাহিত। লেভী ষ্ট্রস বিনিময়কে ব্যক্তি স্বার্থের নিরিখে বিচার করেননি; বিনিময়কে তিনি দেখেছেন প্রতীকীরূপে (symbolic)।

৫৫.৬ সারাংশ

১) আচরণবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তুলনায় কম ভাববাদী।

২) ভাববাদী এবং প্রয়োগবাদী ধারা থেকে তথ্য গ্রহণ করে সামাজিক আচরণবাদ গড়ে উঠেছে।

৩) সামাজিক বিনিময় তত্ত্বে আন্তর্মানবিক সম্পর্ককে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

৪) নৃতত্ত্ব থেকে বিনিময় তত্ত্ব পারস্পরিকতার নীতি গ্রহণ করেছে।

৫) উপযোগিতাবাদে মূল ধারণা ও বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাস ও পুণসূত্রাকরণে সমসাময়িক বিনিময় তত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

৬) ম্যালিনোস্কীর মতে, মানুষের প্রাথমিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব আছে।

৭) পারস্পরিকতার সম্পর্কের বাধ্যতামূলক রীতি সমাজ বন্ধনে সহায়তা করে।

৮) সামাজিক বিনিময় দুভাগে বিভক্ত — বস্তুগত ও অবস্তুগত।

৯) লেভী স্ট্রস বিনিময়ের বিভিন্ন রীতির উপর জোর দিয়েছেন।

১০) সামাজিক বিনিময় তত্ত্বে লেভী স্ট্রসের অবদানকে বলে অর্থনৈতিক উপযোগিতাবাদের সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়া।

৫৫.৭ অনুশীলনী

১) সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব কি ? [উঃ - ৫১.৩]

২) কিভাবে সামাজিক বিনিময় তত্ত্বের উৎপত্তি হয় ? [উঃ - ৫১.২]

৩) সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব গড়ে ওঠার পেছনে উপযোগিতাবাদ, ধ্রুপদী অর্থনীতি এবং মনোস্তাত্ত্বিক আচরণবাদের ভূমিকা কি ? [উঃ - ৫১.৪.১ এবং ৫১.৪]

৪) ম্যালিনোস্কীর বিনিময় তত্ত্ব -এর বৈশিষ্ট্য কি ? [উঃ - ৫১.৫]

৫) লেভী স্ট্রসের আধুনিক বিনিময় তত্ত্ব কিভাবে সমাজকে ব্যাখ্যা করে ? [উঃ - ৫১.৫.২]

৬) নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য কিভাবে সামাজিক বিনিময় তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে ? [উঃ - ৫১.৫ এবং ৫১.৫.২]

৫৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) Ruth A. Wallace and Alison Wolf : *Contemporary Sociological Theory*, Prentice-Hall, Inc. Evgleword Cliffs NS, 1980.

২) Bronisland Malinowski : *Argonauts of the Western Pacific,* Routledge & Kegan Paul, London, 1922

৩) Sir James George Frazer : *Folklore in the Old Testament,* Vol.2 Macmillan Co. Newyork : 1919

৪) C, Levi-Strauss : *The Elementary Structures of Kinship,* Beacon Press, Boston, 1969.

৫) Peter Ekeh : *Social Exchange Theory and the Two Sociological Traditions.* Harvard University Press, Cambridge 1975.

৬) Jonathan H. Turner : *The Structure of Sociological Theory*- Revised edition. The Dorsey Press, USA, 1978.

৭) George Ritzer : *Sociological Theory* -Mcgraw -Hill Inc. 1992.

৮) Don Martindale : *The Nature and Types of Sociological Theory* , Houghton Mifflin Company, 1981.

একক ৫৬ □ বিনিময় তত্ত্বে হোম্যান্স ও ব্লাউ-এর সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

গঠন

৫৬.১ উদ্দেশ্য

৫৬.২ প্রস্তাবনা

৫৬.৩ হোম্যান্সের বিনিময় তত্ত্ব

৫৬.৩.১ সংযোজনা (Reinforcement) সম্পর্কে ধারণা

৫৬.৩.২ হোম্যান্স-এর কাঠামো ক্রিয়াবাদ

৫৬.৩.৩ হোম্যান্সের মূলনীতি

৫৬.৩.৪ সমালোচনা

৫৬.৪ পিটার ব্লাউ-এর সমন্বিত বিনিময় তত্ত্ব

৫৬.৪.১ প্রতিযোগিতা, পৃথকীকরণ এবং একত্রীকরণ

৫৬.৪.২ সামাজিক সংগঠন

৫৬.৪.৩ নিয়ম এবং মূল্যবোধ ঃ সামাজিক বিনিময়ের পদ্ধতি

৫৬.৪.৪ মূল্যবোধের প্রকারভেদ

৫৬.৪.৫ ব্লাউ-এর বিনিময় নীতি

৫৬.৪.৬ সমালোচনা

৫৬.৫ হোম্যান্স-এর বিনিময় তত্ত্বের সারাংশ

৫৬.৬ অনুশীলনী

৫৬.৭ পিটার ব্লাই-এর সারাংশ

৫৬.৮ অনুশীলনী

৫৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫৬.১ উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় এককের এই অংশ পাঠ করলে আপনি —

- বুঝতে পারবেন হোম্যান্সের মতে আধুনিক সামাজিক বিনিময় তত্ত্বের বিষয়বস্তুটি কি।
- জানতে পারবেন কেন পিটার ব্লাউ বলেছেন যে বিনিময় তত্ত্ব সামাজিক আচরণবাদ এবং সামাজিক সত্যতার এক সম্মিলিত রূপ।

৫৬.২ প্রস্তাবনা

আধুনিক সামাজিক বিনিময় তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত দুজন সমাজতাত্ত্বিক হলেন -— জর্জ কেসপার হোম্যান্স এবং পিটার ব্লাউ। কীভাবে সামাজিক আচরণকে বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়—এঁদের লেখায় সে সম্পর্কে সাধারণ বিবৃতি দেওয়া হয়। এই দুজনের সামাজিক বিনিময় তত্ত্বের দৃষ্টরূপ কয়েকটি মৌলিক বিবৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। (১) মনোবিদ্যা ও অর্থনীতি থেকে একগুচ্ছ সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিবৃতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও আচরণকে প্রকাশ করে। (২) নৃতত্ত্ব থেকে পারস্পরিকতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিনিময় তাত্ত্বিকরা মনে করেন নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ভূমিকার (role) উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। যখন ভূমিকা ও গোষ্ঠীর মূলে সমাজের ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়, তখন এই তত্ত্ব আচরণের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করে।

হোম্যান্সের আগ্রহ ছিল ছোট গোষ্ঠী (small group) কেন্দ্রিক গবেষণার দিকে। তাঁর বিখ্যাত রচনা The Human Group-এ ছোট গোষ্ঠীর আচরণের মূলে মানুষের কার্যকলাপ সংক্রান্ত যে মৌলিক নীতি আছে তার আলোচনা তিনি করেছেন। তাঁর এই আলোচনা পরবর্তীকালে বিনিময় তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে আরো আলোচনা করেছেন Social Behaviour : Its Elementary Forms গ্রন্থে। পিটার ব্লাউ যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের (bureaucracy) আলোচনা করেছেন। তিনি ছোট বিধিবহির্ভূত গোষ্ঠীর (informal group) চেয়ে সামাজিক পরিকাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতবাদে প্রকৃত পরীক্ষামূলক গবেষণা এবং সাধারণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় দেখা যায়। বিনিময় তত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থটির নাম Exchange and Power in Social Life. তাঁর মতে, সামাজিক পরিকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তির মধ্যে তার অস্তিত্ব খোঁজা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ সমাজকে বিষমধর্মী (heterogenous) কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমষ্টি হিসাবে বিবৃত করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে ধরে কখনও সমাজকে বিবৃত করা যায় না। ব্লাউ বলেছেন, সামাজিক পরিকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক, কখনই তা মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নয়। জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির উৎপত্তি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে সমাজকে চিহ্নিত করা যায়। হোম্যান্স বিশ্বাস করতেন এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা মনস্তাত্ত্বিক কারণ দ্বারা করা সম্ভব, ব্লাউয়ের মতে সামাজিক কারণকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৫৬.৩ হোম্যান্সের বিনিময় তত্ত্ব

স্কীনারের মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদের ওপর ভিত্তি করে হোম্যান্সের বিনিময় তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। পারসানসের (Parsons) এর অবরোহী পদ্ধতির (deductive process) এর বিকল্প হিসাবে হোম্যান্স আরোহী পদ্ধতিতে (inductive process) সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। সাংস্কৃতিক ও পরিকাঠামোগত তত্ত্বের পরিবর্তে তিনি মানুষ এবং তাদের আচরণের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর মতে সমাজতত্ত্বের মূল বিষয় হলো মানুষের আচরণ এবং মিথস্ক্রিয়া (interaction)। তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল নতুন সংযোজন দ্বারা পুনর্বিন্যাস, প্রতিদান (reward) [যাকে উপযোগিতা বলা হত] এবং দণ্ড (punishment) [যাকে মূল্য বলা হত] সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। হোম্যান্স বলেছেন, যে কাজ করে অতীতে প্রতিদান লাভ করেছে, সেই কাজ মানুষ চালিয়ে যায়।

অপরপক্ষে যে কাজ করে অতীতে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, তারা কখনও সে কাজ করবে না। তাঁর মতে মানুষের আচরণকে বুঝতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদান এবং দণ্ড সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা জানতে হবে। অতএব সমাজতত্ত্ব সামাজিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত সচেতনতা নয়; সমাজতত্ত্ব নতুন সংযোজনের দ্বারা পুনর্বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল। বিনিময় তত্ত্ব কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আচরণের ওপর নির্ভর করে না, প্রতিদান এবং দণ্ডের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা এই তত্ত্বে করা হয়ে থাকে। প্রতিদানের বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। পারস্পরিক ক্রিয়া এক বা উভয় পক্ষের কাছে দণ্ডমূলক বলে প্রতিভাত হলে, সেই সম্পর্ক আর বিদ্যমান থাকবে না।

৫৬.৩.১ সংযোজনা (Reinforcement) সম্পর্কে ধারণা

নতুন তথ্যের সংযোজন দ্বারা পুনর্বিন্যাস হল সমাজতাত্ত্বিক আচরণবাদের লক্ষ্য। একে প্রতিদান (reward) বলা যায়। যদি প্রতিদান কারককে কোনোভাবে প্রভাবিত না করে, তবে তাকে নতুন তথ্যের দ্বারা পুনর্বিন্যাস করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে খাদ্যের কথা বলা যায়। যদি ক্ষুধার্ত নয় এমন ব্যক্তিকে খাদ্য দেওয়া হয়, তবে তার ক্ষেত্রে সেটি প্রতিদান হবে না। কারকের বঞ্চিত হবার মাত্রা (degree of deprivation) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। যদি কারক খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং ক্ষুধার্ত থাকে, তখন তার ক্ষেত্রে খাদ্য হয়ে দাঁড়ায় একটি সংযোজনা (Reinforcement)। খাদ্যগ্রহণ করার পরেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির বঞ্চিত হবার মাত্রা কমে আসে। তখন খাদ্য আর ফলপ্রসূ সংযোজনা রূপে পরিগণিত হয় না, এটি শারীরিক ভাবে বঞ্চিতকরণের (physiological deprivation) এর একটি উদাহরণ। এছাড়া জল, বায়ু ইত্যাদিকে শক্তিশালী সংযোজক রূপে ধরা হয়। যদি মানুষের শারীরিক প্রয়োজনগুলি মিটে যায়, তবে এগুলির সংযোজক হিসাবে আর অস্তিত্ব থাকবে না। সংযোজনা অনেক সময় শিখতে হয় (learned), কিছু লোক রক সঙ্গীত শুনতে ভালবাসেন কেউ বা ধ্রুপদী সঙ্গীত পছন্দ করেন। বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রতিদান বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রিক হতে পারে। যখন আমরা কোনো কিছুর প্রয়োজন বুঝতে শিখি, তখনই সেই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমাদের কাছে সংযোজন হয়ে দাঁড়ায়। সংযোজক আমাদের আচরণকে শক্তিশালী করে।

সংযোজক নেতিবাচক এবং ইতিবাচক দুরকম হতে পারে, যখন ভাল প্রতিদানের ফলস্বরূপ আচরণ করা হয়, তখন ইতিবাচক সংযোজন ঘটে। এর ফলে ভবিষ্যতে সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন বিক্রেতা দরজা নেড়ে বিক্রী করেন, আচরণবাদীরা বিক্রী করাকে একটি ইতিবাচক সংযোজন হিসাবে দেখেন, যদি বিক্রেতা সাফল্যের প্রত্যাশায় আবার অন্য কোনো বাড়ীর দরজা নাড়েন। নেতিবাচক সংযোজন অনেক সময় আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ঘটায়। সাধারণতঃ বিরূপ পরিবেশকে সরিয়ে দিতেই এই নেতিবাচক সংযোজকের সাহায্য নেওয়া হয়, যেমন রেডিও বন্ধ করা হলে অনেক সময় মানুষের পড়া ও লেখার ক্ষমতা বাড়তে পারে। রেডিও বন্ধ করা হলে ভবিষ্যতেও মানুষের লেখা পড়ার ক্ষমতা বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

সংযোজক ব্যাখ্যা করার সময় দণ্ডের উল্লেখ করতে হয়। দণ্ড বলতে বোঝান হয় একটি ফলাফল যা প্রতিদানের বারংবার সংগঠনকে কমিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় সমালোচনার ভয়ে একটি ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি থেকে মানুষ বিরত থাকে। একজন মানুষের ক্ষেত্রে দণ্ড, অন্য মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিদান বা পুরস্কার হতে পারে। একজন তার্কিক মানুষ সমালোচনাকে পুরস্কার হিসাবে দেখতে পারেন। তাই কোনো বিষয়ে দণ্ড না পুরস্কার রূপে প্রতিভাত হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব অতীত এবং তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর।

দণ্ডও দুপ্রকার হতে পারে — ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। দণ্ড প্রতিক্রিয়ার বারংবার সংগঠনকে কমিয়ে দেয়। যখন কোনো উদ্দীপক আচরণকে অবদমিত করে তখন ইতিবাচক দণ্ড হয়। সবসময় শিশুকে তিরষ্কার করা যখনই সে বাড়ী থেকে রাস্তায় যেতে চায় — এটি ইতিবাচক দণ্ডের উদাহরণ। যদি প্রতিদান না থাকে বা প্রতিদান সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আচরণ অবদমিত হয়ে থাকে; তখন নেতিবাচক দণ্ড হয়। শিশু দৈনন্দিন কাজ করছে না বলে যদি তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখানো হয় তবে এটি নেতিবাচক দণ্ডের একটি দৃষ্টান্ত হবে।

হোম্যান্স মনে করেন, পারস্পরিক ক্রিয়া চলাকালীন উদ্ভুত কিছু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন মানুষকে হতে হয়— এগুলি মনস্তাত্ত্বিক নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর মতে সামাজিক সত্য (social fact) ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। পুণরায় এটি সামাজিক সত্যের আলোচনার দিকে এগিয়ে দেয়। তাঁর মতে, সামাজিক সত্য নয়, আচরণই হল প্রধান হেতু। তিনি বৃহৎ ক্ষেত্রে সামাজিক বিনিময়ের চেয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বিনিময়ের দিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। পিতামাতা সন্তানের জন্য যা করেছেন তার পরিবর্তে তাঁদের জন্য কিছু না করে, সন্তান তাঁর নিজের সন্তানের প্রতি সেধরনের কর্তব্য পালন করে। এভাবে বিনিময়ের একটা নৈতিক ব্যবস্থা চলতে থাকে, যা ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হোম্যান্স নৈতিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেননি, তার পরিবর্তে তিনি বলেন বিনিময়ের প্রধান ভিত্তি হল ব্যক্তিগত স্বার্থ, যার মূল ভিত্তি হল অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার সমন্বয়। এই ধারণা তাঁকে দুরখাইম (Durkheim) এবং লেভীষ্ট্রসের চেয়ে পৃথক করে তুলছে।

৫৬.৩.২ হোম্যান্সের-এর কাঠামো ক্রিয়াবাদ

কাঠামো ক্রিয়াবাদে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়। (১) সামাজিক ব্যবস্থায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে। (২) প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ব্যতীত সমাজ স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না। তাঁর মতে প্রতিষ্ঠান হল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সর্বশেষ ফল (end product) ; এর ব্যাখ্যা মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল ভাবে করা যায়। ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে হলে কিছু সূত্রের উল্লেখ করতেই হবে। এই সূত্রগুলি মানুষের আচরণ কেন্দ্রিক। এগুলি মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তগুলিতে ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্ব একই ভাবে প্রতিভাত হয়, মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৮ শতকে বৃটেনে বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার শুরুর কথা। হোম্যান্সের মতে এই ঘটনার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটিই ছিল শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পদক্ষেপ; পরবর্তীকালে এর থেকেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন এসেছে।

অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে বস্ত্রের রপ্তানী বেড়ে গিয়েছিল। এজন্য শিল্প মালিকদের কাছে সুতোর চাহিদা খুব বেড়ে যায়। প্রচলিত শ্রমশক্তির মাধ্যমে শিল্পীদের ঐ চাহিদা মেটানো সম্ভবপর ছিল না। এজন্য বয়ন শিল্পীদের হাতে বোনা সুতো আর চরকাই যথেষ্ট ছিল না। এ অবস্থায় বয়নশিল্পীদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির এবং বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বেতনবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের হ্রাস রোধ করার জন্য কারখানার মালিকেরা যন্ত্রের উন্নতি করার দিকে মনোনিবেশ করেন। তখন জলশক্তি ও বাষ্পীয় শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার শুরু করল। এ ধরনের যন্ত্রে একই সময়ে অনেকখানি সুতো বোনা সম্ভব হয়। অধিক লাভের প্রত্যাশায় অনেকেই এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেন, অনেকেই সফল হন। হোম্যান্সের মতে এই পদ্ধতিতে লঘুকরণ (reduction) করার জন্য অবরোহী ব্যবস্থার সাহায্য

নেওয়া যেতে পারে। এই অবরোহী পদ্ধতিটি মনস্তাত্ত্বিক কয়েকটি নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। (১) মানুষ এমন ভাবে ক্রিয়া করে যাতে পারিপার্শ্বিক তাদের প্রতিদানে পুরস্কার দিতে পারে। (২) কারখানার মালিকরা সকলেই মানুষ। (৩) কারখানার মালিক সবসময়ে লাভ বাড়িয়ে তুলতে চায় এবং লাভ বাড়ানোর ফল তার কাছে পুরস্কার স্বরূপ। এভাবে হোম্যান্স দেখিয়েছেন যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

৫৬.৩.৩ হোম্যান্সের মূলনীতি

স্কীনারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে হোম্যান্স বিভিন্ন নীতির উল্লেখ করেন; এগুলি তাঁর সামাজিক আচরণের বিনিময় তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল।

(ক) সাফল্যের নীতি (Success Proposition)

মানুষ যে কোনো ক্রিয়া করুক না কেন, একটি বিশেষ ক্রিয়া যখন প্রায়ই প্রতিদান বা পুরস্কার পায়, সেই ক্রিয়াটি তত বেশী মানুষ করতে চাইবে। সাধারণতঃ এই আচরণ তিনটি ধাপ নিয়ে গঠিত — (১) ব্যক্তির ক্রিয়া, (২) একটি পুরস্কার বা প্রতিদান পাওয়া ফল এবং (৩) ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। হোম্যান্স বলেন যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান বা পুরস্কার এবং ফলস্বরূপ বারংবার সেই বিশেষ ক্রিয়াটির সম্পাদনা অসীম ও অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আচরণ এবং প্রতিদান বা পুরস্কার মধ্যবর্তী সময় যত কম হবে, ততবেশী মানুষ সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে। এছাড়া সাময়িক বিরতির পর যে প্রতিদান বা পুরস্কার পাওয়া যায়, সাধারণ প্রতিদানের চেয়ে সেক্ষেত্রে আচরণের পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা বেশী। যেমন জুয়াখেলার (gambling) ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যবধানে প্রতিদান আসে, তাই এখানে আচরণের পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা বেশী।

(খ) উদ্দীপকের নীতি (Stimulus Proposition)

যদি অতীতে কোনো উদ্দীপকের প্রভাবে বিশেষ কোনো ক্রিয়ার ফলে প্রতিদান পাওয়া যায় তবে বর্তমান উদ্দীপকের সঙ্গে অতীতের উদ্দীপকের যত মিল থাকবে, তত কোনো ব্যক্তির ঐ ধরনের ক্রিয়া করার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। যদি কোনো ধীবর অন্ধকার জলাশয়ে মাছ ধরতে পারেন, তবে পরে অন্ধকার জলাশয়ে তাঁর মাছ ধরার প্রবণতা বা সম্ভাবনা বেশী বাড়বে।

এই নীতিতে হোম্যান্সের আগ্রহ ছিল সার্বজনীনতার (generalization) পদ্ধতির দিকে। একই ধরনের পরিবেশে একই আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভবনা থাকে। একধরনের মাছ ধরায় সাফল্য পেলে অন্য ধরনের মাছ ধরায় ধীবর প্রবৃত্ত হতে পারেন। যেমন পরিষ্কার জলে মাছ ধরতে পারলে লবণাক্ত জলে মাছ ধরতে তিনি সচেষ্ট হবেন অথবা মাছ ধরা ক্রিয়া থেকে তিনি শিকার (hunting) ক্রিয়া গ্রহণ করতে পারেন। পৃথকীকরণের (Differentiation) পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি সাফল্য খুব জটিল পরিবেশ থেকে এসে থাকে, তবে একই ধরনের পরিবেশ সাধারণতঃ উদ্দীপকের কাজ করে না।

(গ) মূল্যবোধ সংক্রান্ত নীতি (Value Proposition)

একজন মানুষের কাছে তার ক্রিয়ার ফলাফল যত মূল্যবান হবে, তত বেশী সে ঐ ক্রিয়াটি সম্পাদন করতে চাইবে। প্রত্যেক মানুষ অপরকে যে প্রতিদান দেবে তা মূল্যবান বলে স্বীকৃত হলে কারক বেশী পরিমাণে কাঙ্খিত আচরণ (desired behaviour) করবে, এখানে হোম্যান্স প্রতিদান (reward) এবং দণ্ড (punishment) শব্দদুটির

ধারণা তুলে ধরেছেন। প্রতিদান বৃদ্ধি পেলে কাঙ্খিত আচরণে তা বেশী প্রকাশ পাবে। দণ্ড হল নেতিবাচক মূল্যবোধ। দণ্ডের বৃদ্ধি ঘটার অর্থ কারকের অনাকাঙ্খিত আচরণ তত কম প্রকাশ পাবে।

(ঘ) বঞ্চিতকরণ-পরিতৃপ্তিকরণ নীতি (Deprivation Satisfaction principle)

অতীতে একজন বেশীবার নির্দিষ্ট একটি প্রতিদান লাভ করলে, তার কাছে তখন প্রতি একক প্রতিদানের মূল্য ক্রমহ্রাসমান হয়ে পড়বে। যদি বিশেষ কোনো প্রতিদান বহুদিন ধরে চলতে থাকে, তবে মানুষ তার থেকে আগের তুলনায় কম পরিতৃপ্তি পাবেন। এখানে হোম্যান্স মূল্য (cost) এবং লাভ (profit) এর ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করেছেন। মূল্য বলতে বোঝায় সেই প্রতিদান যা বিকল্প ক্রিয়ার জন্য পরিত্যাগ করতে হয়। সামাজিক বিনিময় তত্ত্বে লাভ হল অধিক পরিমাণে প্রতিদান যা মূল্যের অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। এভাবে হোম্যান্স এই নীতিটি পুনর্গঠন করে — এক ব্যক্তি যত বেশী পরিমাণ লাভ করবে, তার ক্রিয়ার ফলস্বরূপ; তত বেশী ঐ ক্রিয়া সে সম্পাদন করতে চাইবে।

(ঙ) উগ্র ব্যবহার-সমর্থন নীতি (Aggression-Approval Proportion) ঃ

একজন মানুষ যে প্রতিদান প্রত্যাশা করে তা যদি কোনো কারণে সে লাভ করতে ব্যর্থ হয় বা প্রতিদানের পরিবর্তে দণ্ড পায়, তবে সে ক্রুদ্ধ হয়, সে তখন উগ্র আচরণ (aggression) প্রকাশ করতে পারে। এ ধরনের আচরণের ফলাফল তাদের কাছে অধিক মূল্যবান হয়। এটি অনেক সময় নেতিবাচক আবেগকে ঘিরে হতে পারে। যখন এক ব্যক্তির ক্রিয়া প্রতিদান পায়, তখন সে দণ্ড না ভোগ করে অধিক প্রতিদানের প্রত্যাশা করে। সে সমর্থন যোগ্য আচরণ বেশী সম্পাদন করে এবং এ ধরনের আচরণের ফলাফল তার কাছে বেশী মূল্যবান হয়।

(চ) বৌদ্ধিক নীতি (Rationality Principle)

বিকল্প ক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে সঠিক পথটি নির্বাচন করতে হয়। মানুষ সেই পথটি অবলম্বন করতে চায় যেখানে ফলাফলের মূল্যকে গুণ করা হয় ফলাফল লাভ করার সম্ভাবনা (probability) দিয়ে। অর্থনৈতিক ভাষায় বলা যায় কারক তার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত এবং সে সর্বদা উপযোগিতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে চায়। মানুষ তার প্রতিটি ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিদানের পরিমাণ নিরুপণ করে। তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিদান লাভ করার সম্ভাবনা গণনা করে। মূল্যবান প্রতিদানও অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন বলে প্রতিভাত হয় যদি কারক মনে করে সে ঐ প্রতিদান লাভ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান প্রতিদানও অধিক মূল্যবান বলে প্রতিভাত হয় যদি কারকের পক্ষে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সহজ হয়। প্রতিদানের মূল্য এবং তা অর্জন করার সম্ভাবনার মধ্যে সর্বদাই একটা পারস্পরিক ক্রিয়া চলতে থাকে। প্রতিদান মূল্যবান এবং অর্জন করা সহজ হলে, তাকে সর্বাধিক মূল্যবান বলা হয়। এই নীতি বোঝায় মানুষ কোনো একটি ক্রিয়া সম্পাদন করবে কি না তা নির্ভর করে তার সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনার ওপর।

হোম্যান্স বলেছেন সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ভর করে অতীতের সাফল্যের এবং বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যের ওপর। যুক্তিবাদী (rationality) নীতি থেকে জানা যায় না কেন একজন কারক একটি প্রতিদানকে অন্য প্রতিদানের চেয়ে বেশী মূল্য দেয়। এজন্য মূল্যবোধের (value) নীতি প্রয়োজন হয়। এভাবে হোম্যান্স তাঁর যুক্তিবাদের নীতির সঙ্গে আচরণবাদের সিদ্ধান্তকে যুক্ত করেছেন, তাঁর মতে কারক সবসময় যুক্তিবাদী এবং সর্বদা লাভের সন্ধান করে। তিনি একজন আচরণবাদী ছিলেন। তাঁর গবেষণায় ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

তিনি বলেছেন, মৌলিক সামাজিক আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হলে বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামো বিষয়ে সহজেই বোঝা সম্ভব। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিময় পদ্ধতি একই ধরনের হয়ে থাকে; যদিও সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু জটিলতা থাকে।

৫৬.৩.৪ সমালোচনা

(১) এই তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি সচেতনতার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায় না। অ্যাব্রাহামসনের (Bengt Abrahamsson) মতে হোম্যান্স প্রকাশ্য আচরণের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কিন্তু কারকের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার দিকে তিনি যথেষ্ট নজর দেননি। মানুষের আচরণ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিদান সম্পর্কে তাঁর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ।

(২) মিচেল (Mitchel) তাঁর লঘুকরণ এবং মানুষের সচেতনতার গতিশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। কোনো তত্ত্ব যখন মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক আচরণবাদকে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে তখন যুক্তিবাদকে কোনোভাবেই ভিত্তি হিসাবে ধরা উচিত হয়নি। হোম্যান্সের এই আলোচনা জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক নীতিকে কেন্দ্র করে করা হয়। কিন্তু অনিশ্চয়তা, সমস্যার প্রসঙ্গ আলোচিত হয় নি এই তথ্যে।

(৩) এইক্ (Ekeh)-এর মতে হোম্যান্সের গুরুত্ব ছিল দুটি মানুষের গড়ে ওঠা সম্পর্কের দিকে এবং বিনিময় সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। বৃহৎ পরিকাঠামো বিশিষ্ট সংগঠনগুলির বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, হোম্যান্স মূল্যবোধ ও নিয়মের ওপর জোর দেননি। মূল্যবোধ আর নিয়মই প্রতীকী বিনিময়ের সম্পর্ক তৈরী করে।

(৪) পারসনসের (Parsons) মতে, হোম্যান্স মানুষের আচরণ বিধি এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণবিধির মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন। পারসনস্-এর দ্বিতীয় আপত্তি হল মানুষের উপযুক্ত সার্বজনীন সূত্রাকরণ দিয়ে। এতে বলা হয় মানুষের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জটিল উপব্যবস্থার কথা। মনস্তাত্ত্বিক নীতি সামাজিক সত্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক নীতি সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে হোম্যান্স তা বলতে পারেন নি। বৃহৎ সমাজ ব্যবস্থায় কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হোম্যান্সের নীতি ব্যর্থ হয়েছে। তাই পারসনস্ ক্রিয়াশীল একককে সংগঠিত ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদের অনন্য বৈশিষ্ট্য হবে আন্তর্মানবিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা। মূর্ত (concrete) আচরণ কেবলমাত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি নয়; বিভিন্ন ব্যবস্থার ধরন, পরিকাঠামো ও পদ্ধতির আলোচনাই হল মূল বিষয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সংগঠনের জটিল ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া উচিত।

৫৬.৪ পিটার ব্লাউ-এর সমন্বিত বিনিময় তত্ত্ব

ব্লাউয়ের বিনিময় তত্ত্ব হল সামাজিক আচরণবাদ এবং সামাজিক সত্যতার (social factism)-এর সম্মিলিত রূপ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক পরিকাঠামোকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা। সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর আন্তর্সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে প্রধান জিজ্ঞাসা হল কিভাবে সামাজিক জীবন, জটিল মানবিক পরিকাঠামোগত সংগঠনে পরিণত হয়। ব্লাউয়ের উদ্দেশ্য ছিল হোম্যান্স-এর সামাজিক জীবনের মৌলিক গবেষণাকে অতিক্রম করে জটিল পরিকাঠামোর ব্যাখ্যা করা। তাঁর লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক মুখোমুখী (face to face) সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করা। সামাজিক পরিকাঠামোকে বুঝতে হলে এটিই প্রকৃত ভিত্তি

হতে পারে। এটি বিবর্তিত (evolved) এবং উত্থানশীল সামাজিক শক্তি যা সমাজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ব্লাউ বিনিময়ের পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে বিনিময় পদ্ধতি অনেকাংশে মানুষের আচরণ নির্দেশ করে, গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল বিনিময়, ব্লাউ বিনিময়ের তত্ত্বকে চারটি ধাপে ভাগ করেছেন। এর সূচনা হয় আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মাধ্যমে। তারপর সামাজিক পরিকাঠামো এটিকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবক (factor) রূপে আলোচনা করে।

প্রথম ধাপ ঃ ব্যক্তিগত বিনিময়

দ্বিতীয় ধাপ ঃ সামাজিক স্তরবিভাজন ও ক্ষমতার পার্থক্য

তৃতীয় ধাপ ঃ আইনসম্মত ব্যবস্থা এবং সংগঠন

চতুর্থ ধাপ ঃ বিরোধিতা এবং পরিবর্তন।

ব্লাউয়ের সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব কোনো কিছুর সাপেক্ষ ঘটনার (contingent) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটি নির্ভর করে অন্যের প্রতিদানের প্রতিক্রিয়ার ওপর। বলা হয়, প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া না হলে সেই ধরনের ক্রিয়া আর করা হয় না। বিভিন্ন কারণে মানুষ একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার থেকেই মানুষ সামাজিক সঙ্ঘ (social association) তৈরী করার প্রেরণা পায়। প্রাথমিক বন্ধন তৈরী হয়ে যাওয়ার পর একে অপরের সঙ্গে প্রতিদান বিনিময় করে; এটিই আন্তর্মানবিক বন্ধনকে ধরে রাখে এবং বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, প্রতিদানের মাত্রা অপ্রতুল হলে সামাজিক সংঘ দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেকসময় অপ্রতুলতা জনিত প্রতিদানের কারণে সংঘ ভেঙে যেতেও পারে। যে প্রতিদান বিনিময় করা হয় তা সহজাত (intrinsic) বা বাহ্যিক (extrinsic) হতে পারে। সহজাত প্রতিদানের উদাহরণ ভালবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। বাহ্যিক প্রতিদান হিসাবে অর্থ, কায়িক শ্রমকে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন পক্ষ পরস্পরকে যে প্রতিদান দেয় তা সবসময় সমমানের হয় না। বিনিময় সংক্রান্ত অসাম্য থাকলে, সংঘের মধ্যে ক্ষমতাজনিত পার্থক্য আসতে পারে।

যখন এক পক্ষের অন্য পক্ষ থেকে কোনো দ্রব্য নেবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু পরিবর্তে দেবার মত কিছু অন্য পক্ষের থাকে না তখন চারটি বিকল্প উপায় অবলম্বন করা যায়।

(১) মানুষ অন্য মানুষকে তাদের সাহায্য করার জন্য জোর করতে পারে।

(২) যা তাদের প্রয়োজন তার অন্য উৎস তারা খুঁজে নিতে পারে।

(৩) প্রত্যাশিত বস্তুকে পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে।

(৪) মানুষ অন্যের কাছে অনুগত (subordinate) থাকতে পারে, এভাবে অন্যকে তাদের সম্পর্কের সার্বজনীন কৃতিত্ব (generalized credit) দিতে পারে। পরবর্তীকালে অন্যপক্ষ প্রয়োজন হলে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

৫৬.৪.১ প্রতিযোগিতা, পৃথকীকরণ এবং একত্রীকরণ

ব্লাউ তাঁর তত্ত্বকে সামাজিক সত্যের আলোচনা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক পরিকাঠামোকে

বাদ দিয়ে কখনও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। সামাজিক পরিকাঠামো সৃষ্টি হয় সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। একবার সামাজিক পরিকাঠামো তৈরী হয়ে গেলে তার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জন্মায় যা মিথষ্ক্রিয়ার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। প্রথমে সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া দেখা যায়। মানুষ কোনো একটি গোষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হবে যদি সে অনুভব করে তাদের সম্পর্কের ফলস্বরূপ কিছু বেশী প্রতিদান তারা লাভ করবে, যা অন্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে হবে না। কারণ তারা গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ঠ হয়েছে বলে তারা চাইবে ঐ গোষ্ঠী তাদের গ্রহণ করুক। এজন্য ঐ গোষ্ঠীর সভ্যদের তারা প্রতিদান দিতে চাইবে। নতুন সংযুক্ত মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের প্রতিদান দিতে পারবে, এই ধারণা গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রভাবিত করতে পারে, অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক সংবদ্ধ হতে পারে যদি নবাগতরা গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রভাবিত করতে পারে। যদি সভ্যদের প্রত্যাশা নবাগতরা পূরণ করতে পারে, তবেই তা সম্ভব। সভ্যদের প্রভাবিত করতে নবাগতদের প্রচেষ্টা গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি আনয়ন করে। বেশী সংখ্যায় মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক পৃথকীকরণ ঘটতে পারে।

এখানে একটি হেঁয়ালীর সম্মুখীন হতে হয়। গোষ্ঠীর সভ্যরা একদিকে আকর্ষণীয় সঙ্গী হতে চায় (তাদের প্রভাবিত হবার ক্ষমতা সহ), আবার তাদের প্রভাবিত হবার বৈশিষ্ট্যটি অন্য গোষ্ঠীর ওপর তাদের নির্ভরতার ভীতি থেকে জন্মাতে পারে। একারণে হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকর্ষণ বা প্রভাবকে তাদের স্বীকৃতি দিতে হয়। গোষ্ঠী তৈরী হবার প্রথম পর্যায়ে সভ্যদের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রতিযোগিতা চলে।

গোষ্ঠীর সম্ভবনাময় নেতাকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া হিসাবে এটি ক্রিয়াশীল থাকে। যারা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিতে সক্ষম হয়, তারা নেতৃত্বের শেষ ধাপে পৌঁছতে পারে, গোষ্ঠীর যে সব সভ্যদের প্রতিদান দেবার ক্ষমতা কম, তারা চায় সম্ভবনাময় নেতাদের প্রদত্ত প্রতিদান লাভ করতে, এভাবে তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ভয়কে এড়াতে পারে। যে সব ব্যক্তির প্রতিদান দেবার ক্ষমতা বেশী তারা নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগ বা পৃথকীকরণ করা হয় প্রতিদানের ভিত্তিতে। যারা অধিক পরিমাণে প্রতিদান দিতে পারে তারা পৃথক হয়ে পড়েন অবশিষ্ট সভ্যদের থেকে, যারা অধিক পরিমাণ প্রতিদান দিতে পারে না।

গোষ্ঠীর মধ্যে এই অবশ্যম্ভাবী পৃথকীকরণ অর্থাৎ নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে পৃথকীকৃত বিন্যাস একত্রীকরণে-র (integration) একটি প্রয়োজন তৈরী করে। একবার নেতৃত্বের মর্যাদা স্বীকৃত হলে, অনুগামীদের মধ্যে একত্রীকরণের প্রয়োজন বেশী অনুভূত হয়। প্রত্যেক অনুগামী তার সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী গুণগুলিকে জাহির করতে থাকে। এখন অন্য অনুগামীদের সঙ্গে একত্রীকরণের জন্য নেতা তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করতে থাকেন, অন্ততঃপক্ষে তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চান যে তাঁরা আর নেতা থাকতে ইচ্ছুক নন। তাদের এই আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন অন্যের সমবেদনা ও সামাজিক সমর্থন আনে। প্রতিযোগিতায় যাদের কোনো গুরুত্ব থাকে না, তারাও নেতার প্রতি সমবেদনা ও সমর্থন জানাতে পারে। নেতাও আত্মশ্লাঘা প্রদর্শনের মাধ্যমে সমগ্র গোষ্ঠীর সংহতিকে উন্নীত করতে পারেন। নেতারা এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেন অনুগত ব্যক্তিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন হতে পারেন। এভাবে আনুগত্যের সঙ্গে জড়িত যন্ত্রণাকে নেতা হ্রাস করতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রদর্শন করেন যে গোষ্ঠী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চান না, গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকীকরণ থাকলেও এ ধরণের প্রভাব একত্রীকরণের চেষ্টা করে।

৫৬.৪.২ সামাজিক সংগঠন

বিনিময় তত্ত্ব আলোচনায় ব্লাউ সামাজিক ক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছেন। তিনি দুধরনের সামাজিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য এনেছেন। বিনিময় তাত্ত্বিকরা এবং সমাজতাত্ত্বিক আচরণবাদীরা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃত সামাজিক আচরণবাদীদের সঙ্গে ব্লাউয়ের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে ব্লাউ বলেছেন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উত্থানশীল (emergent) বৈশিষ্ট্যের কথা। এগুলি সৃষ্টি হয় বিনিময় ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয় প্রকার সামাজিক সংগঠনগুলি উত্থানশীল নয়, এগুলি কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। যেমন, উৎপাদিত বস্তু লাভ অর্জন করার জন্য বিক্রী করা হয়। সামাজিক সংগঠনের শ্রেণীবিভাগ করার সময় ব্লাউ যথার্থই হোম্যান্সের সামাজিক আচরণের মৌলিক গঠনকে (elementary forms of social behaviour) কে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছেন। হোম্যান্সের ধারণাগুলি ছিল সামাজিক আচরণবাদীদের নির্দিষ্ট ধারণা।

এছাড়া সংগঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্লাউ উপগোষ্ঠী (subgroup) এর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেন নেতৃত্ব এবং বিরোধী পক্ষ দুধরনের সংগঠনের মধ্যেই দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়ার ফলে দুই শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংগঠনের পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব এবং বিরোধী পক্ষ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকীকরণ অবশ্যম্ভাবী। এই পৃথকীকরণ সংগঠনের মধ্যে নেতা ও অনুগামীদের বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি।

হোম্যান্স তাঁর সামাজিক আচরণের ব্যাখ্যায় মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক নীতি ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্যকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ব্লাউ ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্যকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বৃহৎ জনগোষ্ঠী হল জটিল সামাজিক পরিকাঠামোর বৈশিষ্ট্য। ছোট গোষ্ঠীর সরল পরিকাঠামোর সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মৌলিক পার্থক্য আছে। ছোট গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের পরিকাঠামো মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যেহেতু বৃহৎ জনগোষ্ঠী বা সমগ্র সমাজে প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া ঘটে না, অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের পরিকাঠামো মধ্যস্থতা করে। রিটজারের মতে, এই বিবৃতি থেকে ব্লাউ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, জটিল সামাজিক পরিকাঠামোর ব্যাখ্যায় ব্লাউ সামাজিক আচরণবাদকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি আবার সামাজিক সংস্কার দৃষ্টান্তকে (social definitionist paradigm) নাকচ করেছেন। কারণ তাঁর মতে, বৃহৎ ক্ষেত্রে সংগঠনে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক সংজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায় না। এভাবে জটিল সামাজিক পরিকাঠামো ব্যাখ্যায় ব্লাউ সামাজিক আচরণবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করে সামাজিক সত্য (social fact)-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

৫৬.৪.৩ নিয়ম এবং মূল্যবোধ ঃ সামাজিক বিনিময়ের পদ্ধতি

ব্লাউয়ের কাছে, জটিল সামাজিক পরিকাঠামোয় সমাজে প্রচলিত নিয়ম এবং মূল্যবোধ মধ্যস্থতার পদ্ধতি হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে। এরা সমাজের চুক্তির ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে মধ্যস্থতার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাদের মাধ্যমে পরোক্ষ বিনিময় সম্ভবপর হয়। জটিল সামাজিক পরিকাঠামোয় এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সামাজিক পৃথকীকরণও একত্রীকরণের প্রক্রিয়া তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সামাজিক পরিকাঠামোর অন্যান্য মধ্যস্থতার বিষয়গুলির মধ্যে ব্লাউ মূল্যবোধের ঐক্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে সামাজিক নিয়ম প্রত্যক্ষ বিনিময়ের পরিবর্তন করে পরোক্ষ বিনিময়ের প্রচলন করে। গোষ্ঠীর সভ্য যখন গোষ্ঠীর নিয়ম মেনে নেয় এবং তার জন্য সমর্থন পায়, তখন এই মানিয়ে নেওয়ার ফলে গোষ্ঠীর স্থায়ীত্ব রক্ষিত হয়। গোষ্ঠী ও বৃহৎ জনসমষ্টি ব্যক্তির মাধ্যমে বিনিময় সম্পর্কে প্রবেশ করে। এটি হোম্যান্সের আন্তর্মানবিক বিনিময় ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। ব্লাউ উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়েছেন, ব্যক্তি ও জনসমষ্টির বিনিময়ের পরিবর্তিত রূপ হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিনিময়। সংগঠিত মানবতা পরোক্ষ সামাজিক বিনিময়ের একটি দৃষ্টান্ত। দাতব্য সংস্থায় দাতা (donors) এবং গ্রহীতা (recipient)-এর মধ্যে কোনো রকম প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না। ধনী ব্যবসায়ী এবং উচ্চশ্রেণীর সভ্যরা নৈতিক প্রত্যাশা থেকে দান করে থাকেন। দাতা দান করার সময় গ্রহীতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তা করেন না। সভ্যরা যখন অর্থ ঔষধ প্রভৃতি দাতব্য সংস্থায় দান করেন তখনও পরোক্ষ সামাজিক বিনিময় দেখা যায়। এধরনের কয়েকটি সংস্থা হল রোটারী ক্লাব, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাবাস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দাতার সঙ্গে প্রকৃত গ্রহীতার কোনোরকম সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। দাতা তাঁর দানের মাধ্যমে নৈতিক প্রত্যাশা পূর্ণ করেন, নিজের শ্রেণীর কাছে প্রশংসিত হন।

ব্যক্তির সঙ্গে বৃহৎ জনসমষ্টির বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্লাউ নিয়ম (norm)-এর ধারণা ব্যবহার করেছেন। সামাজিক পটভূমিকা এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যায় তিনি মূল্যবোধ (value)-এর ধারণা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ সামাজিক চুক্তির মাধ্যম হিসাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক পরিকাঠামোগত সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত করে। এটি করা যায় সামাজিক স্থান (social space) এবং সময় (time) সংক্রান্ত ধারণার মাধ্যমে। সামাজিক মূল্যবোধের ঐক্যমত সামাজিক চুক্তির পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যক্ষ সামাজিক সংযোগের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এটি সামাজিক পরিকাঠামোর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে। সমাজজীবনের মাধ্যম হিসাবে দুভাবে মূল্যকে ধরা যেতে পারে। প্রথমতঃ সামাজিক সম্পর্কের গঠন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মূল্যবোধই প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ বৃহৎ ক্ষেত্রে সামাজিক সংঘ এবং চুক্তিতে সাধারণ মূল্যবোধ মধ্যস্থতার সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করে।

৫৬.৪.৪ মূল্যবোধের প্রকারভেদ

ব্লাউয়ের মতে মূল্যবোধের চারটি প্রকারভেদ আছে এবং এর প্রতিটি ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে।

(১) বিশেষ মূল্যবোধ (particularistic value) হল একত্রীকরণ এবং একতার মাধ্যম। এই মূল্যবোধ গোষ্ঠীর সভ্যদের স্বদেশ প্রীতি ইত্যাদি বোধকে কেন্দ্র করে একত্র করার কাজ করে থাকে। সমষ্টিগত ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত আকর্ষণে আবেগ এর সমপর্যায়ের বলে মূল্যবোধকে ধরা হয়। ব্যক্তি বিশেষকে মুখোমুখী সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্র হতে মূল্যবোধ সহায়তা করে। তারা একত্রীকরণের বন্ধনকে ব্যক্তিগত আকর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অনেকটা প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। বিশেষ মূল্যবোধ আন্তঃগোষ্ঠী (in group) এবং বহিঃগোষ্ঠী (out goup)-এর মধ্যে পৃথকীকরণ করে থাকে।

(২) সার্বজনীন মূল্যবোধ হল একটি মাপকাঠি যার দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর বিনিময়ের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এই মাপকাঠির অস্তিত্ব পরোক্ষ বিনিময়ের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয়। সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশে একজন ব্যক্তি কিছু অবদান রাখতে পারে। সেই অবদানের মূল্যমান যাচাই করার জন্য সার্বজনীন মূল্যবোধ সম্প্রদায়কে অনুমোদন দিয়ে থাকে।

(৩) বৈধ ক্ষমতার মূল্যবোধ এর পরবর্তী বিশেষ ধরন। মূল্যবোধের ব্যবস্থা কোনো মানুষের হাতে অন্যদের তুলনায় বেশী ক্ষমতা প্রদান করে। এটি সংগঠিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগের প্রসার ঘটায়।

(৪) বিরোধের মূল্যবোধ হল একটি বিশেষ প্রকার। বিরোধ বা বৈপ্লবিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য অনুভূতির বিস্তার অনুমোদন করে। যাদের প্রতিষ্ঠিত স্থিতিকে ধরা যায়, তাদের ওপর এটি ক্রিয়াশীল। আইননানুগ মূল্যবোধ দিয়ে ক্ষমতা বৈধতা পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ধনতন্ত্র হল সামন্ততন্ত্রের বৈধ বিরোধিতা।

৫৬.৪.৫ ব্লাউ-এর বিনিময় নীতি

ব্লাউ বিনিময় নীতির একটি সারণী তুলে ধরেছেন। নীতি (principles) এবং আইনের (law) ব্যাখ্যা ছাড়া ব্লাউয়ের এই তাত্ত্বিক দৃষ্টরূপকে বোঝা সহজ নয়। এই নীতি ও আইনই তাঁর কাছে বিনিময় প্রথার প্রধান ভিত্তি। নীতিগুলি হল —

(১) কোনো একটি বিশেষ ক্রিয়া থেকে মানুষ যত বেশী লাভ প্রত্যাশা করবে, তত বেশী তারা ঐ ক্রিয়া সম্পাদন করবে।

(২) মানুষ যত বেশী অন্যের সঙ্গে প্রতিদান বিনিময় করবে, তত বেশী পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে এবং মানুষ ফলস্বরূপ বিনিময় সম্পর্কে প্রবেশ করবে।

(৩) বিনিময় সম্পর্কে যত বেশী পারস্পরিক বৈধতা বিনষ্ট হবে, যারা নিয়মের অপব্যবহার করছে তাদের প্রতি তত বেশী বঞ্চিত পক্ষ নেতিবাচক আচরণ অনুমোদন করবে।

(৪) একটি বিশেষ ক্রিয়া থেকে যত বেশী প্রত্যাশিত প্রতিদান আসবে, ক্রিয়াটির মূল্য ততই হ্রাস পাবে। তত কম ক্রিয়াটি সম্পাদিত হবে।

(৫) বিনিময় সম্পর্ক যত বেশী প্রতিষ্ঠিত হবে, তত বেশী অবাধ বিনিময় নীতি (norms of free exchange) অনুসরণ করা হবে।

(৬) বিনিময় সম্পর্কে অবাধ-বিনিময় নীতি যত কম বাস্তবায়িত হবে, যারা নিয়মের অপব্যবহার করেছে তাদের প্রতি বঞ্চিত পক্ষ তত বেশী নেতিবাচক আচরণ অনুমোদন করবে।

(৭) কিছু বিনিময় সম্পর্কে যতবেশী স্থায়ীত্ব ও ভারসাম্য থাকবে, তত বেশী অন্য বিনিময় সম্পর্কগুলি অস্থায়ী ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। ব্লাউয়ের মতে সমাজজীবন দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। কোনো বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি মানুষ স্থায়ীত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারে, তবে বহুবিধ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সেই বিনিময়কে আয়ত্ব করার প্রচেষ্টা তাদের থাকে।

দেখা যায় হোম্যান্সের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় ছিল ব্যক্তি ও তার আচরণ, ব্লাউয়ের সামাজিক বিনিময়ের ধারণায় তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ব্লাউ গোষ্ঠী, বৃহৎ জনসমষ্টি, সমাজ, সংগঠন, নীতি এবং মূল্যবোধের আলোচনা

করেছেন। বৃহৎ সামাজিক এককগুলি কিভাবে একসাথে বিধৃত হয় এবং কিভাবে তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে — এই ছিল তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃত সামাজিক সত্য অনুসন্ধানকারীদের আগ্রহ এইদিকেই হয়ে থাকে।

৫৬.৪.৬ সমালোচনা

ব্লাউ বিনিময় তত্ত্বকে সামাজিক ক্ষেত্র অবধি প্রসারিত করেছেন। এটি করার সময় তিনি বিনিময় তত্ত্বকে অন্যান্য মতবাদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। যা অনেক সময় স্বীকৃতির সীমা লঙঘন করেছে। তিনি বলেছেন ব্যক্তিগত ক্ষেত্র আর সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। বিনিময় তত্ত্বের প্রসারণের সময় তিনি বিনিময় তত্ত্বকে সামাজিক সত্য মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য তত্ত্বে পরিণত করেছেন। প্রাথমিক বিনিময় তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল মুখোমুখী সম্পর্ক। তাই যে সব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়বস্তু জটিল সামাজিক পরিকাঠামো, সেগুলি বিনিময় তত্ত্বের যথার্থ পরিপূরক হতে পারে। টার্নার তাঁর গ্রন্থ The Structure of Social Theory তে মন্তব্য করেছেন, ব্লাউয়ের মতে সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে এমনভাবে প্রতিযোগিতা চলে যার মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক পরিকাঠামোতে পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ ঘটে থাকে। যদি মধ্যবর্তী মূল্যবোধ বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণকে অনুমোদন করে তবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আইন ও শক্তি আরোপ করে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করবে। রাজনৈতিক সংগঠন যতদিন নিয়মাধীন থেকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করবে, ততদিন তাদের বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হয়। এর প্রভাব মধ্যস্থতার মূল্যবোধের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং বিভিন্ন সংগঠনগুলির পাওনা মিটিয়ে দেবার বিষয়গুলি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসম্মত রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্ব বিরোধী পক্ষের বিপ্লবকে উৎসাহিত করে। কারণ এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পায়, যার বিরুদ্ধে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে। সমাজে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে বিনিময়ের ব্যাখ্যায় ব্লাউ পারসনস্, ডেরহেনডর্ফ এবং কোজারের বিভিন্ন মত এবং সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এই সংমিশ্রিত ব্যাখ্যা তাঁকে আলোচনাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বিনিময় ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক বৈধ ক্ষমতার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্লাউ সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিকতার (institutionalization) দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। একেই পারসনসের ভাষায় বলা হয় সামাজিক ব্যবস্থা (Social system)। এই প্রাতিষ্ঠানিকতার ভিত্তি হল গৃহীত (shared) মূল্যবোধের আত্তীকরণ (interrealization)। প্রাতিষ্ঠানিক ধরনগুলিকে বিভক্ত করা যায় বিভিন্ন স্তরের মূল্যবোধের কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে। এখানেই ব্লাউ পারসনসের কাছে ঋণী। ব্লাউয়ের ব্যাখ্যা সামাজিক বিনিময়ের পদ্ধতির দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়। যার তুলনায় পারসনসের মতে বিরোধের দ্বান্দ্বিকশক্তি সব ধরনের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ক্ষমতার সম্পর্কে অন্তর্লীন থাকে। এই ধারণাকে ব্লাউ প্রয়োগ করেছেন দ্বন্দ্বের উৎস, ভারসাম্যহীন বিনিময় সম্পর্ক, পারস্পরিকতার নীতি এবং অবাধ মিথষ্ক্রিয়ার নীতির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে। এগুলি কিছু সংগঠনের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ এবং মূল্যবান সম্পদের ওপর এদের অসমানুপাতিক অধিকার থাকে।

ব্লাউয়ের তত্ত্ব শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রাদি এবং গূঢ় তাত্ত্বিক সার্বজনীনতার (implicit theoretical generalization) সংমিশ্রণ। তিনি পারসনসের মত বহু ধারণার বর্ণনা দিয়েছেন। এই ধারণার গুচ্ছ দ্বারা ব্লাউ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন — যেমন মধ্যস্থতার মূল্যবোধ, একত্রীকৃত, প্রতিষ্ঠান, বন্টনের প্রতিষ্ঠান এবং সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি, সামাজিক সমবৈশিষ্ট্য যুক্ত বিষয়, সম্প্রদায়, সংগঠিত জনসমষ্টি এবং সামাজিক

ব্যবস্থার বিশ্লেষণ। কোনো সত্য নির্দেশ করতে হলে তাকে যোগ্য রূপ দিতে বিশেষ উদ্দেশ্য (ad hoc) সহ তাদের পুনর্ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন পারসনসের ধারণাগুলি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার সঙ্গে পারস্পরিক সংযুক্তিকরণ করা যায় না এবং তারজন্য এর প্রয়োগে অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তেমন ব্লাউয়ের বিধিবদ্ধ রচনায় অসংলগ্ন ধারণার গবেষণামূলক প্রয়োগের স্বাধীনতা আছে। এধরনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তি খণ্ডন করার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়।

ব্লাউয়ের সামাজিক প্রতিমূর্তি অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিয়ম অনুসারী নয় এমন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তিকরণে ব্লাউ তুলে ধরেছেন ইঙ্গিতপূর্ণ তাত্ত্বিক ভূমিকা যা সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক বিধি নির্দেশক।

৫৬.৫ হোমান্স-এর বিনিময় তত্ত্বের সারাংশ

১) হোম্যান্স এর মূল আগ্রহ ছিল ছোট গোষ্ঠীর দিকে।

২) আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ করেন।

৩) আচরণ ও মিথস্ক্রিয়াই প্রধান সমাজতাত্ত্বিক বিষয়।

৪) নতুন তথ্যের সংযোজন দ্বারা পুনর্বিন্যাস মূল্যবোধ।

৫) হোম্যান্সের মূলনীতি হল — (ক) সাফল্যের নীতি, (খ) উদ্দীপকের নীতি, (গ) মূল্যবোধ সংক্রান্ত নীতি, (ঘ) বঞ্চিতকরণ- পরিতৃপ্তিকরণ নীতি, (ঙ) উগ্রব্যবহার সমর্থন নীতি, (চ) বৌদ্ধিক নীতি।

৬) কারকের অভিজ্ঞতার দিকে নজর দেন নি।

৭) বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন নি।

৫৬.৬ অনুশীলনী

১) সংযোজনা সম্পর্কে হোম্যান্সের ধারণা কি ? বিনিময় তত্ত্বে তার প্রয়োগ কিরূপ ? [উঃ - ৫২.৩.১]

২) কাঠামো ক্রিয়াবাদের সঙ্গে বিনিময় তত্ত্বের কিভাবে সংযোজন করা হয়েছে ? হোম্যান্সের তত্ত্বে তার প্রভাব কি ? [উঃ - ৫২.৩.২]

৩) হোম্যান্সের মূল নীতিগুলি আলোচনা কর। [উঃ - ৫২.৩.৩]

৪) হোম্যান্সের বিনিময় তত্ত্বের সার্বিক মূল্যায়ন কর। [উঃ - ৫২.৩.৪]

৫৬.৭ পিটার ব্লাউ-এর সারাংশ

১) সামাজিক পরিকাঠামোকে বাদ দিয়ে বিনিময় তত্ত্ব আলোচনা করা যায় না।

২) গোষ্ঠী সম্পর্কের থেকে শুরু করে তিনি বৃহৎ পরিকাঠামোকে আলোচনা করেছেন।

৩) গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকীকরণ হতে পারে, তৎসত্ত্বেও গোষ্ঠীতে একত্রীকরণ হয়ে থাকে।

৪) ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

৫) মূল্যবোধের চারটি প্রকারভেদ তুলে ধরেছেন।

৬) বিনিময় তত্ত্ব সাতটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৭) পারসানস্, ডারহেনডর্ফ এবং মার্ক্সের কাছে ঋণী।

৫৬.৮ অনুশীলনী

১) ব্লাউয়ের সমন্বিত বিনিময় তত্ত্ব কি ? [উঃ - ৫২.৩.১]

২) ব্লাউয়ের বিনিময় তত্ত্বে কিভাবে প্রতিযোগিতা, পৃথকীকরণ এবং একত্রীকরণের বিষয়গুলি এসেছে। [উঃ - ৫২.৩.২]

৩) সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে ব্লাউয়ের মতবাদ কি ? [উঃ - ৫২.৩.৩]

৪) ব্লাউয়ের তত্ত্বে কিভাবে নিয়ম ও মূল্যবোধ বিনিময় সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত? ব্যাখ্যা কর। [উঃ - ৫২.৩.৪]

৫) মূল্যবোধের প্রকারভেদ ব্লাউকে অনুসরণ করে আলোচনা কর । [উঃ - ৫২.৪.৪]

৬) ব্লাউয়ের বিনিময় নীতিগুলি কি ? [উঃ - ৫২.৪.৫]

৭) ব্লাউয়ের বিনিময় তত্ত্বের মূল্যায়ন কর। [উঃ - ৫২.৪.৬]

৫৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) George C. Howans : *The Human Group.* Harcourt Brace Joranovich Inc. New York, 1950.

২) George C. Howans : *The Nature of Social Science.* Harcourt Press, New York, 1967.

৩) Peter M Blan : *Exchange and Power in Social Life.* Johnwiley & Sons, New York, 1964

৪) Talcott Parsons : *The Social System,* Free Press, New York, 1951.

৫) Talcott Parsons : *The Structure of Social Action.* McGraw-HIll Book Co, New York, 1937.

৬) Jonathan H. Turner : *The Structure of Sociological Theory* , Revised edition. The Dorsey Press, USA, 1978.

৭) Ruth A. Wallace and Alison Wolf : *Contemporary Sociological Theory.* Prentice Hall, Inc. England Cliffs NJ 1980.

৮) Don Martindale : *The Nature and Types of Sociological Theory.* Houghton Mifflin Company, 1981.

একক ৫৭ □ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ

গঠন

৫৭.১ উদ্দেশ্য

৫৭.২ প্রস্তাবনা

৫৭.৩ প্রধান ঐতিহাসিক ভিত্তি

৫৭.৪ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূলনীতি

৫৭.৫ ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ার মিশ্রণের ধারা গোষ্ঠী ও সমাজ গঠন করে

৫৭.৬ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সত্তা

৫৭.৭ পর্যালোচনা

৫৭.৮ গফম্যানের নাট্যসূত্র মতবাদ

৫৭.৯ সারাংশ

৫৭.১০ অনুশীলনী

৫৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৫৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককের অংশ পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের প্রধান কেন্দ্র হল সত্তা এবং ব্যক্তিত্ব;
- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি, মূলনীতি এবং সত্তা;
- কিভাবে ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ার মিশ্রণে গোষ্ঠী ও সমাজ গঠন করে;
- কিভাবে আরভিন গফম্যান তার নাট্যসূত্র মতবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে সত্তা কেবল কারকের নিজস্ব অধিকার নয়, এটি অভিনেতা এবং দর্শক-শ্রোতার নাটকীয় পারস্পরিক ক্রিয়া।

৫৭.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক আচরণবাদের দ্বিতীয় প্রধান শাখাটির নাম প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ। এই মতবাদের সমস্যা এবং তার সমাধানগুলি অনুকরণ অভিভাব বা বহুত্ববাদী আচরণবাদী তত্ত্বের সমান্তরাল হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। মূলগত বৌদ্ধিক (intellectual) বিকাশে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সঙ্গে অন্য তত্ত্বের পার্থক্য আছে। অনুকরণ অভিভাব মতবাদ প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করেছে। ভাববাদী দর্শন এবং ভাববাদী গবেষণামূলক মনোস্তত্ত্বের প্রভাব অনুকরণ-অভিভাব মতবাদের ওপর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োগবাদের একটি গৌণ প্রভাব এই তত্ত্বে আছে। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ আমেরিকায় সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব

ছিল। এই মতবাদের প্রাথমিক প্রবক্তারা অনেকে নিজেদের প্রয়োগবাদী আখ্যা দিতেন, তাদের কাছে হেগেলের নয়া দর্শন এবং ভাববাদী গবেষণামূলক মনস্তত্ত্বের প্রভাব গৌণ ছিল।

এই মতবাদ প্রথম দিকে অনুকরণ-অভিভাব মতবাদ দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিল। অনুকরণের ধারণাই মুখ্য বিষয় ছিল। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ জোর দিত আচার ব্যবহার এবং তার অর্থের দিকে। অনুকরণ অভিভাব মতবাদ জনসাধারণের ঘটনার ওপর গুরুত্ব দেয় আর প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের প্রধান কেন্দ্র হল সত্তা (self) এবং ব্যক্তিত্ব (personality)।

৫৭.৩ প্রধান ঐতিহাসিক ভিত্তি

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ অন্যান্য তত্ত্বের মত একটি বৃহৎ মতবাদ। উইলিয়াম জোনস্, চার্লস হাটন কুলী এবং ডব্লু. আই. থোমাস এর কাজের মাধ্যমে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের প্রাথমিক কেন্দ্র সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। মীড তত্ত্বটির আভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো পরিবর্তিত করে উচ্চতর তাত্ত্বিক আভিজাত্যে উত্তীর্ণ করেছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই তত্ত্বে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় কুমের (Kulm) বৈজ্ঞানিক মতবাদ, অরভিন গফম্যানের নাট্যসূত্র সম্পর্কিত মতবাদ, প্রপঞ্চবাদ (ethnomethodology)-এর কথা। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের ঐতিহ্যমন্ডিত বিশ্লেষণ হারবার্ট ব্লুমারের ধারণায় পাওয়া যায়।

আচরণবাদ এবং প্রয়োগবাদ হল প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের দুটি প্রধান বৌদ্ধিক ভিত্তি। প্রয়োগবাদ অনুসারে বলা যায় (১) বাস্তব সত্যের অস্তিত্ব পৃথিবীর বাইরে নয়। আমরা যেমন ভাবে ক্রিয়া করি, তেমনভাবে সত্য গঠিত হয়। (২) মানুষের কাছে যা প্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হয় তা ই পার্থিব জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তোলে। যা কিছু প্রয়োজনীয় নয়, মানুষ তার পরিবর্তন করতে চায়। (৩) প্রয়োজনে মানুষ যা কিছুর সম্মুখীন হয়, তাকে তারা সামাজিক এবং পার্থিব বস্তু বলে। (৪) কারককে বুঝতে হলে পৃথিবীতে কারকের অবদান বুঝতে হবে।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক থাকে।

(ক) কারকের সঙ্গে পৃথিবীর পারস্পরিক ক্রিয়া, (খ) স্থির পরিকাঠামো হিসাবে না দেখে কারক এবং পৃথিবীকে গতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা এবং (গ) সামাজিক পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। সামাজিক পৃথিবী ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার অর্থ মনের চিন্তার প্রক্রিয়াকে বোঝা। এটি বিভিন্ন ধাপে হয়ে থাকে, - সামাজিক পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা, সম্ভাব্য ব্যবহারের নীতিকে তৈরী করা, ক্রিয়ার বিকল্প ফলাফল সম্পর্কে অবগত থাকা, অপ্রার্থিত সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেওয়া এবং অবশেষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল ক্রিয়ার পদ্ধতিকে বাছাই করা। মীড মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই মতবাদ তাঁকে বাস্তবানুগ গবেষণামূলক দিকে নিয়ে যায়। মীড তাঁর প্রাথমিক আগ্রহের বিষয়টিকে বলতেন সামাজিক আচরণবাদ।

সামাজিক আচরণবাদ থেকে মৌলিক আচরণবাদ (radical behaviourism) সম্পূর্ণ পৃথক। মৌলিক আচরণবাদীরা আগ্রহী ছিলেন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর আচরণ নিয়ে। তারা গুরুত্ব দেন উদ্দীপকের ওপর, যা থেকে প্রতিক্রিয়া হয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। মীড দৃষ্টিগোচর আচরণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আচরণের পরোক্ষ দিকটির দিকেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মীডের কাছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দিকটির উল্লেখ

মানুষের ক্রিয়ারই অন্তর্গত। তাঁর মতে গবেষণার মূল একক হল ক্রিয়া (act)। ক্রিয়ার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী, রক্ষণশীল মনস্তত্ত্বের স্থান থাকে। মনোযোগ, প্রত্যক্ষ, কল্পনা, যুক্তি, আবেগ সবকিছুই ক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখতে হবে।

প্রয়োগবাদ এবং আচরণবাদ (বিশেষতঃ মীড এবং ডিউয়ির তত্ত্ব) 1920 সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ানো হত। ব্লুমার তেমনই এক ছাত্র। তিনি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। সীমেলের আগ্রহ ছিল ক্রিয়া এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার গঠনের দিকে এই দুটি তত্ত্বই মীডের তত্ত্বের বর্ধিত রূপ। এর প্রভাবও ছাত্রদের ওপর যথেষ্ট ছিল। দেখা যায় প্রয়োগবাদ, মৌলিক আচরণবাদ এবং সীমেলের তত্ত্ব প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1937 সালে ব্লুমার প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর বহু রচনা আছে। তিনি দেখেন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ দুদিক থেকে সজ্জিত হয়েছে — (ক) আচরণবাদের লঘুকরণ (reductionist behaviour) এবং (খ) সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিশেষতঃ কাঠামো ক্রিয়াবাদ। তিনি বলেন উভয় তত্ত্ব প্রাধান্য দেয় মানুষের আচরণের নির্ধারকগুলির ওপর। ব্লুমার-এর মতে আচরণের লঘুকরণকে সমালোচনা করা উচিত। এই আচরণবাদে বিজ্ঞানীরা ব্যক্তির আচরণে বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবকে গুরুত্ব দেন। যাঁরা মানুষের ক্রিয়াকে প্রচলিত আচরণের ধারণার ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করেন তাদের ব্লুমার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এদের অধিকাংশ আচরণকে ইতিপূর্বে সংগঠিত প্রবণতা বলে ধরে নেন। কাঠামো ক্রিয়াতত্ত্বে বলা হয় ব্যক্তির আচরণ বৃহৎ ক্ষেত্রে বাহ্যিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখানে ব্লুমারের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক পরিকাঠামো, সংস্কৃতি, সামাজিক ভূমিকা রীতি, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ম হল এই তত্ত্বের কয়েকটি উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে ব্লুমার সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয় তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। কারণ, দুটি ব্যাখ্যাতে ক্রিয়াশীল মানুষের জন্য বিভিন্ন জিনিসের অর্থ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা হয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে নয়তো বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া হয়েছে।

৫৭.৪ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূলনীতি

অনেক তাত্ত্বিক প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূলনীতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, তবুও পল রক-এর মতে এই তত্ত্বে স্বেচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা এবং নিয়মতন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। মূল নীতিগুলি এইরূপ— (১) মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, যা অন্য প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করে দেয়। (২) চিন্তাশক্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা রূপ লাভ করে। (৩) সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় মানুষ বিভিন্ন পথ এবং প্রতীক চিনতে শেখে, যা তাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। (৪) অর্থ এবং প্রতীক মানুষকে বিভিন্ন ধরনের পৃথক ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে। (৫) মানুষ ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ায় যেসব অর্থ ও প্রতীক ব্যবহার করে, তা তারা পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করতে পারে। এই পরিবর্তন ও পরিমার্জন নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যার ওপর। (৬) মানুষ এই পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করার কারণ তারা নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। ফলতঃ তারা ক্রিয়ার সম্ভাব্য কারণ, তাদের আপেক্ষিক সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে এবং তারপর সঠিক বাছাই করতে পারে। (৭) পরস্পর সংযুক্ত ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া গোষ্ঠী ও সমাজ গঠন করে।

(১) প্রথমতঃ সিদ্ধান্তটিতে বলা হয় মানুষের চিন্তাশক্তির কথা। এটি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদকে আচরণবাদের ধারণা থেকে পৃথক করে দেয়। বার্নার্ড মেলটজার, জেমস পেটরাস এবং লেনী রেনল্ডস বলেন মানুষের চিন্তাশক্তির

সিদ্ধান্ত প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীদের (জেমস্, ডিউই, থমাস, কুলী এবং মীড) প্রধান অবদান। মনুষ্য সমাজে ব্যক্তিকে একক রূপে দেখা হয় না। যারা কেবল অনিয়মিত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা প্রাণিত এবং মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামোতে আবদ্ধ। তাদের দেখা হয় প্রতিক্রিয়াশীল বা মিথস্ক্রিয়াশীল একক হিসাবে, যারা সমাজকে গঠন করে। চিন্তাশক্তি থাকায় মানুষ চিন্তাশীলতার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত ক্রিয়া করে, কেবলমাত্র অপ্রতিবিম্বিত ক্রিয়া করে না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের চিন্তাশক্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাই প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় একটি বিশেষ দিক — সামাজিকীকরণের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁদের কাছে সামাজিকীকরণ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা মানুষকে চিন্তাশক্তি উন্নত করতে ও পৃথকভাবে চিন্তা করার কাজে অনুমোদন দেয়, মিথস্ক্রিয়া একটি প্রক্রিয়া যাতে চিন্তাশক্তি প্রকাশিত ও উন্নত হয়। তবে সব ধরনের মিথস্ক্রিয়া চিন্তাশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অপ্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ চিন্তাশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। মীডের অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে আ চনা (conservation of gesture) এর উদাহরণ। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীদের কাছে চিন্তাশক্তির গুরুত্ব তাদের বস্তু (object) সম্পর্কিত ধারণায় প্রতিফলিত হয়। ব্লুমার তিনধরনের বস্তুর প্রকারভেদ করেছেন। পার্থিব বস্তু (Physical object) [যেমন—চেয়ার, গাছ] সামাজিক বস্তু (Social object) [ছাত্র, মা] এবং ভাবমূলক বা বিমূর্ত বস্তু (Abstract object) [ধারণা বা নৈতিক নিয়ম ইত্যাদি] বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন তাৎপর্য আছে। তাই আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গী (relativistic value) গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তি সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বস্তুর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়।

তৃতীয়তঃ মীডকে অনুসরণ করে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার হেতুর গুরুত্ব সম্পর্কে একমত হয়েছেন। তাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় সাধারণভাবে কেমন করে মানুষ বিভিন্ন অর্থ এবং প্রতীকের ব্যবহার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখতে পারে। সামাজিকীকরণের পদ্ধতি বিশেষ ভাবে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। চিহ্ন বা সংকেত (sign) এর প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া চিন্তা না করেও আসে কিন্তু প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া চিন্তাশক্তির ফল। চিহ্ন বা সঙ্কেত নিজেকে প্রকাশ করে। প্রতীক সামাজিক বস্তু, মানুষ যা বোঝাতে চায় এটি তার প্রতিরূপ তুলে ধরে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়াবাদীদের মতে ভাষা প্রতীকের একটি বৃহৎ সংস্করণ।

চতুর্থত ঃ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীদের প্রাথমিক আগ্রহ থাকে মানুষের ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ার অর্থ ও প্রতীকের প্রভাব প্রসঙ্গে। এখানে মীডের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার পার্থক্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরোক্ষ ক্রিয়া হল চিন্তা প্রক্রিয়া, এটির সঙ্গে তাৎপর্য এবং প্রতীকও অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ আচরণ হল কারকের সম্পাদিত প্রকৃত আচরণ। পরোক্ষ আচরণই সামাজিক মিথস্ক্রিয়াবাদীদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিনিময় তাত্ত্বিকদের কাছে আবার প্রত্যক্ষ আচরণই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত ঃ তাৎপর্য এবং প্রতীক মানুষের সামাজিক ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়াকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সামাজিক ক্রিয়ায় ব্যক্তি অপরের সঙ্গে মননশক্তির মাধ্যমে কার্য করে। ক্রিয়া বুঝতে হলে, মানুষ অন্য কারকের ওপর তার প্রভাবকে পরিমাপ করার চেষ্টা করে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় মানুষ প্রতীকী উপায়ে সংযুক্ত অন্য কারকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যরা প্রতীককে ব্যাখ্যা করে এবং ঐ ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠত ঃ তাৎপর্য্য এবং প্রতীকের অর্থ ব্যাখ্যা মানুষ করতে পারে, তাই মানুষ কোনো ক্রিয়ার যুক্ত হবে তা নির্বাচন করতে পারে। বাইরে থেকে তাৎপর্য এবং প্রতীকের অর্থ আরোপ করা হয় তা অবশ্য মানুষের স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মানুষের নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং তাদের সৃজনশীল ক্ষমতার সংমিশ্রণে তারা নতুন তাৎপর্য এবং নতুন দিকনির্দেশ করতে পারে।

৫৭.৫ ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ার মিশ্রণের ধারা গোষ্ঠী ও সমাজ গঠন করে

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ ব্যক্তির চিন্তাশক্তি এবং ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে। সমাজের বৃহৎ পরিকাঠামোগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক মতবাদ দিয়ে বিচার করে। ব্লুমারের মতে বৃহৎ পরিকাঠামো দিয়ে সমাজ সৃষ্টি হয় নি। সমাজের মূল বিষয় কারক এবং ক্রিয়া। মনুষ্যসমাজ ক্রিয়াশীল ব্যক্তির সমষ্টি, সামাজিক জীবন হল তাদের ক্রিয়ার যোগফল। মনুষ্যসমাজ হল ক্রিয়া, গোষ্ঠীজীবন হল চলমান ক্রিয়ার জটিল প্রস্তাবনা। সমাজ কিন্তু পৃথকভাবে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ক্রিয়ার সমষ্টি নয়, সমষ্টিগত ক্রিয়াও সমাজে ঘটতে পারে। তখন ব্যক্তির অপরের সঙ্গে ক্রিয়াকে সমাজের অন্তর্গত করা হয়। একেই মীড বলেছেন সামাজিক ক্রিয়া এবং ব্লুমার একে যুগ্ম ক্রিয়া (joint action) বলেছেন।

যুগ্ম ক্রিয়া কিন্তু ব্যক্তির ক্রিযার সমষ্টি নয়। এর নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। যুগ্ম ক্রিয়া বাহ্যিক বা বাধ্যতামূলক নয়। এটি কারক এবং তার ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। কারক যেমনভাবে সমাজকে চায়, সমাজ ঠিক তেমন রূপ গ্রহণ করে। ব্লুমারের মতে যুগ্ম ক্রিয়া একটি প্রতিষ্ঠিত গঠন; বারংবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটে যুগ্ম ক্রিয়া পূর্ব প্রতিষ্ঠিত তাৎপর্য এবং অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেন অনির্দেশিত ব্যবহারকে স্বাভাবিক (natural) এবং স্বতঃস্ফূর্ত হিসাবে ধরতে হবে। মানুষের গোষ্ঠী জীবনের পুনরাবৃত্ত ক্ষেত্রগুলো যুগ্ম ক্রিয়ার নির্দেশ দ্বারা নির্দেশিত হয়। নির্দেশিত ক্ষেত্রগুলিতে যুগ্ম ক্রিয়ার সৃজন ও পুনঃসৃজন হয়ে থাকে। গোষ্ঠীজীবনে সামাজিক প্রক্রিয়া নিয়ম সৃজন এবং সমর্থন করে। যদি বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামো শর্ত আরোপ করে এবং মানুষের ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতাকে নিরুপণ করে তৎসত্ত্বেও তারা এটি নির্ধারণ করতে পারে না। ব্লুমারের মতে পরিকাঠামোর ভিত্তিতে মানুষ সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে না। তারা পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে ক্রিয়া করে। বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামো এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিত গঠন করে। পরিপ্রেক্ষিত কারককে নির্দিষ্ট প্রতীকীগুচ্ছের সন্ধান দেয়, যা তাদের ক্রিয়া করতে সহায়তা করে।

৫৭.৬ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সত্তা

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীদের কাছে সত্তার ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে আমরা অন্য সামাজিক বস্তুকে দেখি নিজেদের সেভাবে দেখার ক্ষমতাকে কুলী কাঁচের মাধ্যমে সত্তাকে দেখা (looking glass self) ধারণায় বলতে চেয়েছেন। এই ধারণা তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমন— (ক) আমরা কল্পনা করি আমাদের উপস্থিতি কেমনভাবে অন্যের কাছে প্রতিভাত হয়। (খ) আমরা কল্পনা করি আমার উপস্থিতি কিভাবে তাদের কাছে বিচার হল। (গ) আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকে, এই ধারণা আসে আমার কল্পনা থেকে যা আমার সম্পর্কে অন্যের বিচার থেকে গড়ে ওঠে।

মীডের কাছে সত্তা হল প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষকে বস্তু (object) হিসাবে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা। সত্তার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে এটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুইই হতে পারে। সত্তা পূর্বে একটি সামাজিক প্রক্রিয়াকে মেনে নেয়—এটি হল মানুষের মধ্যে সংযোগ। সত্তা জন্মায় সামাজিক ক্রিয়ায় এবং সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে। মীডের মতে সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাবে সত্তার জন্ম হতে পারে না। সত্তার উন্নতিকরণের সাধারণ পদ্ধতি হল আত্মবাচক। এটি সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যার ফলে অচেতনতাবশতঃ আমরা অন্যের স্থানে নিজেকে স্থিত করতে পারি এবং তাদের মত করে ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারি। মীড এবং কুলীর প্রভাবে রোসেনবার্গ এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন।

রোসেনবার্গের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সত্তা ধারণা (self concept) সত্তা ধারণার অর্থ সত্তাকে একটি বস্তু হিসাবে দেখা। ব্যক্তির চিন্তাশক্তি এবং তার নিজেকে একটি বস্তুরূপে অনুভব করার সমষ্টিকেই তিনি সত্তা ধারণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সত্তা·ধারণা সত্তার একটি অংশ এবং সমগ্র ব্যক্তিত্বের এটি একটি ক্ষু অংশ। যদিও এর গুরুত্ব অপরিসীম। অসংযুক্ত (incommunicable) তথ্যের ফলস্বরূপ সত্তাধারণার সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সংক্রান্ত অনন্য তথ্য এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। আমরা কে কেমন, সেই চিত্রটি সত্তাধারণা প্রকাশ করে। আমরা যেমন হতে চাই, প্রকাশিত ধারণা হল তারই একটি চিত্র। সত্তার প্রকাশ হল সেই পদ্ধতি যার দ্বারা আমরা নিজেদের কোনো নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকে উপস্থাপন করি। কারকের একগুচ্ছ প্রত্যাশিত লক্ষ্য নিয়ে সত্তাধারণা সৃষ্টি হয়। সত্তা সম্পর্কে উচ্চধারণা অর্থাৎ আত্মগরিমা এমনই একটি প্রত্যাশা। সত্তা চিত্রকে অপরিবর্তিত রাখা বা সত্তা ধারণাকে পরিবর্তন থেকে প্রতিরোধ করা বা সত্তার স্থায়ীত্ব (self consistency) এ ধরনের প্রত্যাশার উদাহরণ।

৫৭.৭ পর্যালোচনা

(1) মানুষের আবেগ সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধতা এবং (2) সামাজিক পরিকাঠামো সম্পর্কে অনাগ্রহ — এই দুটি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ প্রয়োজন, প্রত্যাশা, উচ্চাকাঙ্খা এধরনের মনস্তাত্বিক বিষয়কে গুরুত্ব দেয় না বলে একে সমালোচনা করা হয়। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা বলেন অগণিত শক্তি কারককে ক্রিয়া করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁরা গুরুত্ব দেন তাৎপর্য, প্রতীক, ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ার ওপর। মনস্তাত্বিক বিষয়ে কারককে উদ্বুদ্ধ করতে পারে — এই ধারণাকে তারা উপেক্ষা করেন আবার কারকের ওপর সামাজিক বাধাকে তাঁরা স্বীকার করেন না।

অন্য একটি সমালোচনায় বলা হয় বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামোর গুরুত্ব হ্রাস করার একটা প্রবণতা এই তত্ত্বের থাকে। ওয়েনষ্টাইন বলেন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা ফলাফলের সংযুক্তিকরণকে অবহেলা করেন। একমাত্র সংযুক্ত ফলাফলই মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। সম্পর্কের জটিলতা ও ঘনত্ব পরিমাপ করার জন্য সামাজিক পরিকাঠামোর ধারণা প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্ব সংযুক্ত হয়। শেলডন ষ্ট্রাইকার বলেছেন, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের ক্ষুদ্র পরিসীমা সামাজিক পরিকাঠামোর গুরুত্ব হ্রাস করে। আবার অস্বীকারও করে। মানবিক আচরণে বৃহৎ সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের সামাজিক প্রভাবকে এঁরা গুরুত্ব দেন নি, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সমালোচকরা বলেন একে যথার্থ সমাজতাত্বিক তত্ত্ব বলা উচিত নয়।

৫৭.৮ গফম্যানের নাট্যসূত্র মতবাদ

সত্তা সম্পর্কে ... র একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ আরভিন গফম্যানের। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম Presentation of Self in Everyday Life. মানুষ আমাদের প্রত্যেকের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে। আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু করতে চাই। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে বলেই চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়, আমরা তার সম্মুখীন হই, কিন্তু অনেক সময় আমরা তা করি না। স্থায়ী সত্তার ধারণা বজায় রাখার জন্য মানুষ সামাজিক শ্রোতা-দর্শকদের (social audience) জন্য কার্য সম্পাদন করে। কার্য সম্পাদনের আগ্রহ সংক্রান্ত মত নিয়ে গফম্যান-এর নাট্যসূত্র মতবাদ (dramaturgical approach) এখানে সমাজ জীবনকে ধরা হয় নাট্য দৃশ্যের একটি সারণী হিসাবে যা নাট্যমঞ্চে অংশগ্রহণ করার মত একটি ঘটনা।

গফম্যানের সত্তা সংক্রান্ত ধারণা প্রকাশ পায় তাঁর নাট্যসূত্র মতবাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে সত্তা কেবল কারকের নিজস্ব অধিকার নয়। এটি অভিনেতা (এক্ষেত্রে কারক) এবং দর্শকশ্রোতার নাটকীয় পারস্পরিক ক্রিয়া (dramatic interaction) এর ফলে উদ্ভুত হয়। সত্তা হল নাটকীয় ফল যা উপস্থাপনা থেকে সৃষ্টি হয়। সত্তা যেহেতু নাটকীয় মিথস্ক্রিয়ার ফল, তাই কার্য সম্পাদনের সময় এটি প্রয়োগ করাকালীন চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে। গফম্যানের মতবাদে এ ধরনের অসুবিধেগুলি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। তাঁর মতে পারস্পরিক ক্রিয়ার সময় মানুষ এমনভাবে অনুভূতিকে উপস্থাপন করতে চায় যাতে তা অন্যের কাছে সমর্থন পায়। অভিনেতা (এক্ষেত্রে কারক) সর্বদা সচেতন থাকেন যে দর্শক শ্রোতাদের কেউ তাদের কার্যে যেন বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। এজন্য অভিনেতা দর্শকশ্রোতাদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনের বিষয়ে সহমত হয়ে থাকেন। অভিনেতা মনে করেন সত্তার যে ধারণা তাঁরা দর্শক শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরছেন, তা তাদের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়। অভিনেতার ধারণা তিনি যেমনভাবে বোঝাতে চান নিজেকে, দর্শকশ্রোতা এর মাধ্যমে তেমনভাবেই অভিনেতাকে সংজ্ঞায়িত (define) করতে পারেন। এর ফলে দর্শকশ্রোতা স্বেচ্ছায় সেই ক্রিয়া করে যা অভিনেতা তাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। এই বিষয়টিকে গফম্যান ধারণা পরিচালন (impression management) মতবাদ হিসাবে অ্যাখ্যা দেন। সমস্যার সময় অভিনেতা কিছু ধারণা বজায় রাখতে যে প্রক্রিয়ায় আশ্রয় নেন এবং সমস্যাকে আয়ত্ব করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, এখানে সেই আলোচনা করা হয়।

এই তাত্ত্বিক সাদৃশ্যকে অনুসরণ করে তিনি নাট্যমঞ্চের সম্মুখভাগ (front stage) এর কথা বলেছেন। দর্শক শ্রোতাদের কার্য সম্পাদনের জন্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট সাধারণ ভাবে যে পর্ব ঘটে তাকে সম্মুখভাগ (front) বলে। নাট্যমঞ্চের সম্মুখভাগকে তিনি দুভাগে বিভক্ত করেছেন—বিন্যাস এবং নিজস্ব সম্মুখভাগ (personal front) বিন্যাস হল পার্থিব দৃশ্য যা স্বাভাবিকভাবে সেখানে থাকবে যদি অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয়। নিজস্ব সম্মুখভাগ ভাব সহায়ক উপাদান নিয়ে গঠিত, যা দর্শকশ্রোতা অভিনেতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে। দর্শকশ্রোতা প্রত্যাশা করে সেই উপাদান গুলি অভিনেতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। ব্যক্তিগত সম্মুখভাগ দুটি ভাগে বিভক্ত উপস্থিতি (appearance) এবং ব্যবহার (manner) উপস্থিতি সেই সব উপাদানকে বোঝায় যা অভিনেতার সামাজিক মর্যাদার নির্দেশক। শ্রোতাদর্শক অভিনেতার যে ধরনের ভূমিকা প্রত্যাশা করেন তাকেই ব্যবহার বলা যায়। গফম্যান মিথস্ক্রিয়াবাদীদের মত নাট্যমঞ্চের সম্মুখভাগ ও অন্যান্য বিষয়গুলি চিত্রিত করেছেন, তৎসত্বেও তাঁর আলোচনায় একটি পরিকাঠামোগত দিক আছে।

তাঁর প্রধান উল্লেখযোগ্য কাজ মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন কার্য সম্পাদনের সময় মানুষ নিজের আদর্শবাদী চিত্র নাট্যমঞ্চের সম্মুখ ভাগে তুলে ধরতে চায়, তারা অবশ্যই অনুভব করে তাদের কার্যে তারা কোনো কোনো জিনিষ গোপন করছে। (১) অভিনেতা কার্য সম্পাদনের পূর্বে বা অতীত জীবনের (কার্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন) গোপন আনন্দগুলি লুকিয়ে রাখতে চায়। (২) প্রস্তুতির সময় যে ত্রুটি হয় এবং সেই ত্রুটি সংশোধন করার পদ্ধতি অভিনেতা প্রকাশ করতে চায় না। (৩) অভিনেতা চান কেবলমাত্র ফলাফল দৃশ্যমান হোক এবং আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে না আসুক। (৪) ফলাফলের জন্য অপরিচ্ছন্ন কার্য (dirty work) করতে হতে পারে। অভিনেতা সে ধরনের কাজ দর্শক শ্রোতাদের কাছে গোপন রাখতে চান। (৫) অভিনেতা মনে করেন তিরষ্কার, বিরক্তি ইত্যাদি গোপন করা প্রয়োজন যাতে সম্পাদিত কার্যটি চালানো যায়।

অভিনেতা প্রায়ই চেষ্টা করেন এমন ধারণা বহন করতে যাতে দর্শকশ্রোতা তাদের কাছের মানুষ বলে মনে করেন। অভিনেতা এমন ধারণা দিতে চান যে এই মুহূর্তে অভিনয়ই একমাত্র তাঁর কার্য এবং এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অভিনেতারা নিশ্চিত যে দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ থাকে, তাই সম্পাদিত কার্যের মধ্যে মিথ্যার সন্ধান তাঁরা খুঁজে পান না। যদি বা কখনও ত্রুটি তাঁরা খুঁজে পান তবে নিজেরাই বোঝাপড়া করে নিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং অভিনেতার আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকে। এটি সম্পাদিত কার্যের মিথস্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। একটি সফল সম্পাদিত কার্য নির্ভর করে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের যথার্থ যোগদানের ওপর। কিছু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত কার্যকে অসফল করে দিতে পারে। স্থায়ীত্বের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে বৈচিত্র আসে।

কারক অনেক সময় হেঁয়ালীর (mystification) প্রয়োগ করে থাকেন। অনেক সময় হেঁয়ালীর মাধ্যমে সম্পাদিত কার্য উপস্থাপিত হয়। এটি করা হয় দর্শক শ্রোতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সীমিত করার মাধ্যমে। ফলে দর্শকশ্রোতা সম্পাদিত কার্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন। গফম্যান বলেন দর্শক শ্রোতাও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অনেকসময় তাঁরা নিজেরাই অভিনেতার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেন এবং অভিনেতাকে তাঁর যথাযথ কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন। এর থেকেই গফম্যানের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হল দল (team) কে ঘিরে। একজন মিথস্ক্রিয়াবাদী হিসাবে তিনি কারকের প্রতি দৃষ্টি দেন। দল হল একটি ব্যক্তিসমষ্টি, যারা পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করে।

দলের প্রতিটি সভ্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। তাই প্রত্যেকেই অভিনয় বিষয় সচেতন হয়। গফম্যান বলেছেন যে দল একটি সুপ্ত সমাজ (secret society) । গফম্যান নাট্যমঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগের কথাও বলেছেন। পশ্চাদ্‌ভাগ, সম্মুখভাগের সংলগ্ন হয়। কিন্তু দুটির মধ্যে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা থাকে। অভিনেতারা প্রত্যাশ্য করেন যে দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে কেউ পশ্চাদ্‌ভাগে (back stage) আসবে না। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের ধারণা পরিচালন-এর সাহায্য নেন। যখন কারক দর্শক শ্রোতাদের মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে যেতে প্রতিহত করতে পারেন না, তখন কার্য সম্পাদন খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। এছাড়া বহির্জগত (outside) হল তৃতীয় ক্ষেত্র। এটি নাট্যমঞ্চের সম্মুখ বা পশ্চাদ্‌ভাগ নয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থান তিনটির প্রতিটি ক্ষেত্রই হতে পারে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে।

গফম্যানের মতে ছোট আকৃতির পরিকাঠামোর দিকে লক্ষ্য রেখে কারকের ক্রিয়া ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কয়েকজন মনে করেন এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল এটি ধ্রুপদী প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ থেকে ভিন্ন রূপে মতকে তুলে

ধরা। ভার্ডা গোমোস বলেন গফম্যানের মতবাদ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল তত্ত্বকে অস্বীকার করে। গোমোস বলেন যে, গফম্যানের গঠন ব্যাখ্যা (frame analysis) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের চেয়ে বেশী পরিমাণে কাঠামো ক্রিয়াবাদ কেন্দ্রিক। ডেভিড স্নো, রবার্ট পিটারস্, লুইস জারচার ফুটবল খেলার জয়যুক্ত হবার অনুষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করেছেন এই মতবাদের মাধ্যমে। জ্যাক হান্স এবং উইলিয়ম সাফির নাট্যসূত্র মতবাদের সাহায্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত বৃত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

৫৭.৯ সারাংশ

১) প্রথম দিকে অনুকরণ-অভিভাব মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

২) ঐতিহাসিক প্রবক্তা উইলিয়ম জোনস্, কুলী, থোমাস্ ইত্যাদি।

৩) আচরণবাদ এবং প্রয়োগবাদ দুটি প্রধান ভিত্তি।

৪) সামাজিক আচরণবাদ এবং মৌলিক আচরণবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

৫) মানুষের চিন্তাশক্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৬) প্রাথমিক আগ্রহ মানুষের ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ায় অর্থ ও প্রতীকের ব্যবহার প্রসঙ্গে।

৭) মীডের কাছে সত্তা হল মানুষকে বস্তুরূপে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা।

৮) রোসেনবার্গ সত্তাধারণার কথা বলেন।

৯) গফম্যানের নাট্যসূত্র মতবাদ মিথস্ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

৫৭.১০ অনুশীলনী

১) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা করুন। [উঃ - ৫৩.২, ৫৩.৩]

২) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূলনীতিগুলি কি কি? [উঃ - ৫৩.৪]

৩) ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ার মিশ্রণে গোষ্ঠী ও সমাজ গঠিত হয় — ব্যাখ্যা করুন। [উঃ - ৫৩.৫]

৪) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ অনুসারে 'সত্তা' নিয়ে আলোচনা করুন। [উঃ - ৫৩.৬]

৫) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের পর্যালোচনা কর। [উঃ - ৫৩.৭]

৬) গফম্যানের নাট্যসূত্র রীতি ব্যাখ্যা করুন। [উঃ - ৫৩.৮]

৫৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১) Erving Goffman : *Presentation of Self in Everyday Life.* Garden City, New York, Anchor, 1959

২) Erving Goffman : Frame Analysis : *An Essay on the Organization of Experience.* Harper Colophon : New York, 1974

৩) Erving Goffman : *Strategic Interaction.* Ballantinc, New York, 1972

৪) George Ritzer : *Sociological Theory.* McGraw Hill Inc - 1992

৫) Don Martindale : *The Nature and Types of Sociological Theory.* Houghton Mifflin Company, 1981

৬) Ruth Wallace and Alison Wolf : *Contemporary Sociological Theory.* Prentice-Hall, Inc. Eugleword Cliffs N. J. 1980

ই. এস. ও — ৪
সমাজতত্ত্বের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
১৬

একক ৫৮ □ প্রপঞ্চবাদ (Phenomenology) - ১

গঠন

৫৮.১ উদ্দেশ্য

৫৮.২ প্রস্তাবনা

৫৮.৩ প্রপঞ্চবাদের উদ্ভব

৫৮.৩.১ প্রপঞ্চবাদের উদ্ভবের পূর্বসূরী

৫৮.৩.২ প্রপঞ্চবাদের উপযোগিতা

৫৮.৪ অনুশীলনী

৫৮.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৫৮.১ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়টির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে সমাজতত্ত্ব বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ আছে এমন কিছু আধুনিক দার্শনিক ধারণা ও মতবাদের পরিচয় প্রদান। এর অন্তর্ভুক্ত এককগুলি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন ঃ

- সমাজসত্য প্রতিষ্ঠায় মনোজগতের সক্রিয় ধারণাগুলি কিভাবে মধ্যস্থতার কাজ করে থাকে;
- এই মধ্যস্থতাকে অতিক্রম করে অথবা অনুসরণ করে সমাজসত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত;
- এ বিষয়ে সাবেকি সমাজতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে খ্যাতনামা বেশ কয়েকজন মনীষীর তাত্ত্বিক অবস্থান কি রকমের;
- এই সব তাত্ত্বিক বক্তব্যের মধ্যে কোথায় মিল, কোথায় গরমিল, কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কিনা; এবং
- সমাজ বিশ্লেষণের কাজে এ সব তত্ত্বের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা।

৫৮.২ প্রস্তাবনা

মানুষের গড়া সমাজ বাস্তবে যেভাবে সক্রিয় থাকে, তার আসল স্বরূপ সবসময় সহজবোধ্য নয়। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বোধ-বুদ্ধির যোগসাজস যেরকম হয়, সমাজবাস্তবকে সেইরকমভাবেই বুঝে নিতে আমরা প্রস্তুত থাকি। কিন্তু বস্তুর আসল প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় ধরা পড়েনা। আমাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে যেসব পূর্বধারণা, দ্রষ্টব্য বিষয়কে দেখার ধরন এবং সেই দেখাকে বিচার করা তার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। প্রকট সত্যকেও তাই অনেক সময় যথাযথভাবে উপস্থাপিত হ'তে দেখা যায় না। ভ্রমাত্মক উপলব্ধির এই সম্ভাবনাকেই দার্শনিকগণ প্রপঞ্চ বলে মনে করে থাকেন।

যদিও বিশুদ্ধ দর্শনচিন্তায় প্রপঞ্চবাদের একটা নিজস্ব স্থান আছে, তবু জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য চর্চার মধ্যেও এই প্রপঞ্চবাদ প্রবেশ লাভ করেছে। মনোবিশ্লেষণে কেন এর প্রয়োগ সহজেই বোঝা যায়। একইভাবে

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় যেহেতু সত্যাসত্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি, সেহেতু পদ্ধতিগত ত্রুটিবিচ্যুতির সম্ভাবনাগুলিও সেখানে খুঁটিয়ে দেখা দরকার এবং বোধ, বুদ্ধি, বিচারকে তার থেকে মুক্ত রাখাও সমধিক প্রয়োজন। তাই শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আহরণ করা জ্ঞান বাস্তব সত্যের কতটা কাছে পৌঁছতে পারে অথবা পারেনা এবং যদি না পারে তাহলে তার কারণগুলি কি হ'তে পারে সেটা জানা দরকার। এই বৌদ্ধিক প্রয়োজন থেকেই যেসব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে, তার সম্যক পরিচয় আমরা পাবো প্রপঞ্চবাদ বিষয়ে বর্তমান পর্যায়ের আলোচনায়।

মনে রাখতে হবে, আলোচনার সূত্র ধরে যেসব দার্শনিক মতবাদের কথা এখানে উঠবে, সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ সরল নয়। পাশ্চাত্য মননের খুবই প্রাগ্রসর কতকগুলি ভাবনা এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এইসব চিন্তার স্বকীয়তা এবং মিল-গরমিল সব কিছু যত্নের সঙ্গে, অভিনিবেশ সহকারে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

৫৮.৩ প্রপঞ্চবাদের উদ্ভব (Emergence of Phenomenology)

প্রপঞ্চবাদ (Phenomenology) এই প্রতিশব্দটির উৎপত্তি 'প্রপঞ্চ' শব্দ থেকে, যার অর্থ ভ্রম বা ভ্রমাত্মক। যা বাস্তব তা অনেক সময় মায়ায় আচ্ছন্ন হ'তে পারে। ফলে বাস্তব সত্যের উপলব্ধি বিঘ্নিত হয়। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে যা আড়াল করে, তাকে যা ভুলভাবে হাজির করে, তাই হ'ল মায়া। সুতরাং, সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনে এই আড়ালকে অপসারিত করা দরকার। বস্তুর প্রকৃতিতে ধরতে হ'লে বস্তুর পর্যবেক্ষণ নিখুঁত হওয়া দরকার। সেজন্য যেসব কারণে আমাদের বোধশক্তির বিভ্রম ঘটে, অর্থাৎ যা বাস্তব নয় অথচ বাস্তব বলে পরিগণিত হ'তে পারে — সেই ছলনা বিষয়ে সচেতন করতে চায় প্রপঞ্চবাদ। অন্যভাবে দেখলে, যা সত্য তারই অন্যরূপকে প্রপঞ্চ বলা যায়। সেক্ষেত্রে প্রপঞ্চ অলীক নাও হ'তে পারে। শুধুমাত্র প্রকৃত সত্যের যথাযথ রূপ না হয়ে সেটি অন্যরকমের এক প্রতিরূপ। এই অর্থে প্রপঞ্চের বিকল্প যে শব্দটি অনেক বেশি অর্থবহ তা হ'ল 'অবভাস'; এর অর্থ 'আরোপ'। সে দিক থেকে phenomenology কে অবভাস শাস্ত্রও বলা যায়। এই ছলনার আবরণ ভেদ করে যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি অনেক নির্ভরযোগ্য। সেই কারণে এই প্রপঞ্চবাদের উদ্দেশ্য হ'ল সংবিত্তিলাভ।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে মূলত ইউরোপে দার্শনিক মহলে উনিশ ও বিশ শতকের মাঝ বরাবর যে চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে, তাকে প্রপঞ্চবাদ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রথমে অবশ্য phenomenology এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল তর্ক ও গণিতশাস্ত্রে সম্ভাব্য ভুল-ভ্রান্তির স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে; পরে মনোজগতে চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের নিহিত প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়। মহাদার্শনিক হেগেল এভাবেই দেখাতে চেয়েছেন মানুষের চেতনার বিকাশ কিভাবে স্তর থেকে স্তর অতিক্রম করে মহাচৈতন্যে (absolute knowledge) স্থিত হ'তে পারে। তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সীমাবদ্ধতাও এভাবে প্রকট হয়।

বিশ শতকের গোড়ায় এসে এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার একটা বিশেষ তাৎপর্য দেখা দেয় জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে। যা জানা দরকার, সেই বিষয়টি কিংবা সেই বস্তুটির নিজস্ব সত্তায় সরাসরি পৌঁছতে হবে, পূর্বনির্ধারিত কোনও তত্ত্ব বা ধারণার বশবর্তী না হয়েই - এই বক্তব্যই প্রপঞ্চবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। যা রয়েছে তাকে হুবহু বুঝতে পারা এবং সেভাবেই তাকে বর্ণনা করা প্রপঞ্চবাদের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে জার্মান পণ্ডিত এডমন্ড হুসারল এর যে বক্তব্য তাতে বিষয়টি আরও বিশদ হয়েছে।

কিছু পরিমাণে এই একই তাগিদ থেকে, অর্থাৎ সরাসরি বাস্তবসত্যের সন্ধান পেতে সমকালীন দর্শনের আর একটি ধারা - যার নাম দৃষ্টবাদ (positivism) তার উদ্ভব হয়েছিল। তবু দৃষ্টবাদের থেকে প্রপঞ্চবাদের ফারাক যথেষ্ট। এমনকি সাবেক অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) এর সঙ্গেও এর তেমন মিল নেই। নিজেদের 'প্রকৃত' দৃষ্টবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েও প্রপঞ্চবাদী হুসারল বলেছেন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বন করে তাঁরা সত্যের দিকে এগোতে চান না; বরং সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে চান ইন্দ্রিয়-অতিরিক্ত জ্ঞানের পদ্ধতিগুলিরও উপর - যার সাহায্যে একটি বা একধরনের তথ্যের সঙ্গে অন্য ধরনের তথ্যের সম্পর্কস্থাপন করা হয়, যে সম্পর্ক নিছক বস্তু-নির্ভর নয়। এইভাবে সম্পর্ক থাকা বা না থাকা নির্দেশ করার সময় প্রাপ্ত তথ্যের ওপর সঠিক মূল্য আরোপ করতেও বিশশতকী প্রপঞ্চবাদ উৎসাহ দেয়। এখানেই intimation এর একটা কার্যকর ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কাঠামো কার্য্যতত্ত্বের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ১৯৪০-৫০ এর দশকে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে একধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতার কারণ ছিল একাধিক। কাঠামো কার্য্যতত্ত্ব সমাজ-বিজ্ঞানকে যে আদলে গড়তে চেয়েছিল তা ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুকরণে এক ধরনের দৃষ্টবাদী বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিজ্ঞানকে গড়ে তোলা। অগষ্ট কোঁত থেকে আরম্ভ করে এই প্রচেষ্টা সচেতন ভাবে সমাজবিজ্ঞানীরা গড়ে তুলেছিলেন তাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন বরাবরই ছিল, Max Weber-এর লেখার মধ্যে দিয়ে তা একেবারে সামনে চলে আসে। Max Weber যখন সমাজ-সম্পর্ককে ঠিকমতোভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে তাকে বোঝার (understanding) প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, তখন থেকেই এই প্রশ্নটি একেবারে সামনে চলে আসে।

মানুষকে দেখা এবং তাকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তত্ত্বের উদ্ভব হয়। নিয়ম-কানুন, যৌথ ব্যবস্থা এগুলি যেমন সমাজে রয়েছে তেমনই রয়েছে প্রত্যেক মানুষের আলাদা চেতনা, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি, জগৎ এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্য আলাদা মানদন্ড। মানুষ শুধু সম্পর্ক স্থাপন করে না- সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে - Man is an interpreting animal। একই ঘটনাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। ঘটনার প্রকৃতি তার নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তার কাছে একভাবে প্রতীয়মান হয়। একই ঘটনার প্রকৃতি আর একজন অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলাদা ধারণা পেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে বস্তুসত্যতা (objectivity) বলে সত্যিই কিছু সমাজবিজ্ঞানে সম্ভব কিনা। যে অর্থে জড় পদার্থের ক্ষেত্রে বস্তুসত্যতা থাকে, সেই অর্থে মানুষের ওপর গড়ে ওঠা বিজ্ঞানে বস্তুসত্যতা অর্জন করা সম্ভব কিনা। পঞ্চাশের দশকের পর থেকে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব গড়ে উঠেছে সেইগুলি সমাজ, সমষ্টি বা যে যৌথবদ্ধতা (collectivity) -র ওপর জোর দেওয়ার চেয়ে বেশি করে জোর দিয়েছে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তি কিভাবে গড়ে ওঠে, সম্পর্ক তৈরী করে, পারিপার্শ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করে, তার প্রতি। মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে (ক) মানুষ জগৎ এবং জীবনের ক্ষেত্রে যে অর্থ আরোপ করে - তা সে ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তি যাই হোক না কেন; (খ) যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষ নিজেকে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে অপরকে ব্যাখ্যা করে এবং (গ) মানুষের আচার ব্যবহারের পিছনে যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (motive) থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে আচার-ব্যবহারকে বোঝা।

প্রপঞ্চবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে এটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার যে মানুষের জ্ঞান কিভাবে সঞ্জাত হয়, জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসগুলি কি কি, জ্ঞান আহরণে কোন্ কোন্ শক্তি প্রভাব ফেলে - এসব

প্রশ্ন প্রপঞ্চবাদের প্রধান আলোচ্য নয়। এ জন্য অন্য শাস্ত্র রয়েছে, যার নাম জ্ঞানতত্ত্ব বা epistemology । সেখানে দৃশ্যমান (appearance) এবং বস্তু-সত্য (reality) এ দুয়ের মধ্যে একধরনের অনড় প্রাচীর থাকার কথা খুব জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রপঞ্চবাদ এতটা কঠোর নয়। আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা যেটুকু প্রতীয়মান হয় সেটাই চূড়ান্ত সত্য, সেকথাও প্রপঞ্চবাদ স্বীকার করে না। চেতনার জগৎ আর বস্তুময় জগতের মধ্যে কোথায় কিভাবে মেলবন্ধন হচ্ছে অথবা হওয়ার পথে কি ধরনের অন্তরায় এসে থাকে সেটা জানাই প্রপঞ্চবাদের জরুরি। পক্ষান্তরে, যুক্তিবাদ (rationalism) যেমন অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত মননপ্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়, যা যুক্তির ক্ষুরধার পথ ধরে চলে - প্রপঞ্চবাদ সেভাবে মননের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না; বরং আমাদের মনের মধ্যে অনেক চিরায়ত ধারণা বাসা বেঁধে থাকে, সেগুলিকে একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে দৃশ্যমান বাস্তবের সঙ্গে অনুভূতির আলোয় যাচাই করে দেখতে উৎসাহিত করে।

এই সব দিক একত্র করে সংক্ষেপে বলা যায়, যা রয়েছে তাকে অন্যরূপে ধরার জন্য চেষ্টাকৃত ব্যাখ্যা এখানে সমর্থিত হয় না। এজন্যই বলা হয়েছে, Phenomenology insists on the intuitive foundation and verification of concepts and especially of all a priori claims; in this sense it is a philosophy from 'below', not from 'above'. ....Phenomenology resists all transforming reinterpretations of the given, analyzing it for what it is in itself and on its own terms."

৫৮.৩.১ প্রপঞ্চবাদের উদ্ভবের পূর্বসূরী

প্রপঞ্চবাদের উদ্ভবের পূর্বসূরী হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা Mannheim- এর কথা উল্লেখ করতে পারি আর দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা ইসারেলের কথা উল্লেখ করতে পারি। বস্তুতপক্ষে এটা বলা যায় প্রপঞ্চবাদের উদ্ভব এবং তার পরবর্তী পূর্ণ বিকাশে দর্শনের একটা বড় ভূমিকা ছিল। সমাজবিজ্ঞানে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রহণ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত Mannheim-এর জ্ঞান এর সমাজতত্ত্ব (Sociology of Knowledge) চর্চার মাধ্যমে।

Mannheim-এর মতে, চেতনা এবং জ্ঞান কখনও বস্তুনিরপেক্ষ হ'তে পারে না - নির্দিষ্ট সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে জ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং তাকে ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। Sjoberg এবং Nett এর মতে "For Mannheim, knowledge is a product of one's social position, especially one's social class, within society." তাই জ্ঞানের বিষয়বস্তু, তাকে দেখা এবং ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি সমাজ থেকে সমাজে, শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে এমন কি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পৃথক হ'তে পারে। সমস্ত কিছু থেকে নিরপেক্ষভাবে বিমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) বলে কিছু নেই। সমাজবিজ্ঞানী দেখবেন বিভিন্ন ব্যক্তি কেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছেন এবং কেন এই দৃষ্টিভঙ্গির এবং ব্যাখ্যা করার বিভিন্নতার উদ্ভব হচ্ছে; এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবস্থান এবং শ্রেণীগত অবস্থান বিচার বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Mannheim-এর লেখার ওপর ভিত্তি করে এবং তা আরও সম্প্রসারিত করে Berger এবং Luckmann, reality বা যথার্থ ঘটনাকে সামাজিকভাবে লিখিত বিষয় হিসাবে আখ্যা দেন। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, reality as such - বস্তুনিরপেক্ষভাবে অবস্থিত ঘটনা বলতে কিছু নেই। মানুষ তাকে যেভাবে দেখে এবং যেভাবে ব্যাখ্যা করে ঘটনার প্রকৃতি তার ওপর নির্ভর করে। Wallace and Wolf এর মতে "Their basic assumption is that everyday reality ' a socially constructed system in which people give phenomenon a

certain order of reality....." সামাজিকভাবে নির্মিত ঘটনার Subjective এবং objective, দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যই আছে। Objective বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই তার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সমাজ এবং সমষ্টির একটা ভূমিকা থাকে। এর অর্থ প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে তা শুধু তার ওপর নির্ভর করে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সমাজের এতটা অবদান আছে। Subjective বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন সমষ্টির পরিমন্ডলের মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্বতা; যা তাকে একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দেয় এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে সে ঘটনাকে বিচার করে। Berger এবং Luckmann বলেছেন, "Everyday life presents itself as a reality interpreted by men and subjectively meaningful to them as a coherent world. Thus society is actually constructed by activity that expresses meaning." Berger আরও বলেছেন, "Worlds are socially constructed and socially maintained .... their continuing reality, both objectivity (as common, taken for granted facticity) and subjective (as facticity imposing itself on individual consciousness) depends upon specific social process, namely these processes that ongoingly reconstruct and maintain the particular worlds in question" Berger এবং Luckmann যখন এই বক্তব্য বলছেন তখন তাঁরা প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারায় সঙ্গে প্রায় সহমত হয়েই এই কথা বলছেন; তাই Max Weber, Karl Mannheim এবং Berger ও Luckmann কে আমরা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারা উদ্ভবের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

৫৮.৩.২ প্রপঞ্চবাদের উপযোগিতা

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী খুবই উপযোগী, এমন ধারণা ক্রমেই দানা বাঁধতে শুরু করে প্রপঞ্চবাদী দর্শনের প্রসার লক্ষ্য করে। সম্পূর্ণ না হ'লেও বহুলাংশে এর প্রয়োগের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন অ্যালফ্রেড শূৎস ও অ্যারন গারউইৎস্ নামে দুই সমাজ দার্শনিক। নির্জনতায় অভ্যস্ত মন অন্য মানুষের মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকালে কি ঘটে সে বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নেমে এঁরা একটি চমৎকার উপমার আশ্রয় নেন। যেন একটি ভূখন্ডের দু'দিক থেকে দু'জন (কিংবা দু'দল) মানুষ সুড়ঙ্গ খুঁড়তে খুঁড়তে যখন পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছে; তখন অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর্বটি মনোজগতে যে ক্রিয়া সৃষ্টি করে সেটি খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষের সমাজসম্পর্ক ও তৎসংক্রান্ত নানারকমের মনোভাব বুঝে নিতে এই ক্রিয়াগুলির সম্বন্ধে ধারণা থাকা সহায়ক হ'তে পারে। সমাজ সম্পর্ককে তাঁরা সংজ্ঞায়িত করলেন inter-subjective community বা পারস্পরিক ভাবনায় জড়িত সমষ্টি রূপে। এর থেকেই গোষ্ঠী তৎপরতা, এর থেকেই যৌথ সাংস্কৃতিক প্রয়াসের তাগিদ জন্মায়। জগৎ ও জীবনের (Life-world) গভীরে প্রবেশ করার জন্য তাই প্রপঞ্চবাদ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা খানিকটা মেনে নেন। শূৎস্-এর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ The Phenomenology of the Social World (1932) সেদিক থেকে একটি পথপ্রদর্শক গবেষণা বলে গৃহীত হ'তে পারে। শূৎস্ কিংবা গারউইৎস-এর লেখায় সবচেয়ে দরকারি সূত্র হ'ল মুখোমুখি হওয়ার বা Encounter এর বিশ্লেষণ। পরস্পর মুখোমুখি হ'লেই মানুষের মনে শুরু হয়ে যায় তার নিকটস্থ সমাজপরিবেশ নিয়ে একটা মনোগত কাঠামো তৈরি করে নেওয়ার। চরাচর সম্বন্ধে এভাবেই এক রকমের যুক্তি-নির্ভর ধারণা (logical construction of the life-world) গড়ে ওঠে। শূৎস্ তাঁর মতবাদ পরখ করার জন্য বিখ্যাত সমাজদার্শনিক ম্যাক্স হ্বেবারের সামাজিক ক্রিয়ার (Social action) ধারণাটিও যথাযথ অবতারণা করেছেন। এমনকি ট্যালকট্ পার্সন্স ও শুম্পেটার-এর মতো মানী সমাজবিজ্ঞানীরা সঙ্গেও তাঁর এ নিয়ে নিয়মিত মত বিনিময় হয়েছে।

সমাজতত্ত্বের মূলস্রোতের সঙ্গে এভাবে প্রপঞ্চবাদের সংশ্রব শুরু হয়ে যায়। সমাজ নিয়ে কোনও আলাদা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং দৃশ্যমান ও ঘটমান জগৎ ও জীবন নিয়ে নিয়তই যে সব অভিজ্ঞতা মানুষের হচ্ছে সেইগুলি বুঝবার পদ্ধতি স্থির করার কাজে প্রপঞ্চবাদ সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সহায়ক হিসেবে গৃহীত হ'ল। ইংল্যান্ডের সমাজচিন্তকদের ওপরেও (যেমন James কিংবা Mead) এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'স্বয়ং' এবং 'অন্যজন' (self and the other) এই দুই নিয়ে যে উপক্রমণিকা তার দ্বারা সামাজিক অস্তিত্বকে বুঝতে চাওয়াই সমাজতত্ত্বে প্রপঞ্চবাদের প্রবেশ সুগম করে। তবে মনে রাখতে হবে পরস্পরের ভাবনায় আবদ্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে একজন অপরজনকে অনিবার্যভাবেই বেশি ভালো বুঝতে পারবে কিংবা একজন অপরজনের অন্তরঙ্গ হ'তেই চাইবে; বরং এই দুইয়ের সম্পর্কের মধ্যে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা আবার অপরিচয়ের দূরত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান থাকতে পারে। সামাজিক পরিমণ্ডলে থেকে আমি নিজেকে ও সমাজকে যেভাবে বুঝতে চাই, এবং সেই বোধকে যেভাবে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করি, তদনুসারেই আমার সঙ্গে অপরের সম্পর্ক তৈরি হ'তে থাকবে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে, ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্বের অনুপাতে। জগৎ ও জীবন নিয়ে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, তার সাধারণীকরণ যেভাবে হয়, সেভাবেই গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি।

শ্যুৎস-এর পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে যেসব সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলতে থাকে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Maurice Natanson এর Phenomenology and Social Reality নামক গ্রন্থটি (1970)। এখানে প্রপঞ্চবাদ বলে কোনো ধরাবাঁধা চিন্তনপদ্ধতিকে স্বীকার করা হয়নি; কেননা তাহলেই একধরনের আদল বা typification মেনে নিতে হয়। তার বদলে মুক্তমন নিয়ে নিজের চেতনার আলোয় সমাজসত্যকে বুঝতে চেষ্টা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এও বলা হয়েছে যে, যে কোনও সমাজ সংক্রান্ত তত্ত্ব শুধুমাত্র বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা কিংবা তার কোনও আদর্শ প্রতিরূপের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তার অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার তাত্ত্বিক দিকনির্দেশও তাতে থাকা উচিত। আপাতদৃষ্টিতে যা আসল (essential) তার সঙ্গে যা নিহিত (underlying) সেই দিকটিও তুলে ধরতে হবে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে। চেতনার স্তরে যা অস্পষ্ট হয়ে রয়ে গেছে, তাকে বাস্তবের পাশাপাশি স্পষ্ট করে তোলা সমাজতত্ত্বের অন্যতম কর্তব্য বলে Natanson মনে করেন।

অন্য একজন সমাজতাত্ত্বিক রিচার্ড গ্রাটহফ (Richard Grathoff) যিনি সমাজ পরিমন্ডল (milieu) ও মানবজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ The structure of Social Inconsistencies (1970) এ. অভ্যস্থ আদল বা typification এর সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের কর্মকান্ড ও আচরণের যে গরমিল দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে প্রপঞ্চবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই সব গরমিল দূর করতে বা কমিয়ে আনতে মানুষ ভিন্ন ধরনের আদর্শের আদলে সমাজকে ঢেলে সাজার কথা যখন ভাবে, তখন বুঝতে হয় যে তার মনোজগতে এমন কিছু সে গড়ে নিতে পারছে যার সঙ্গে দৃশ্যমান বা ঘটমান সত্যের একটা যোগ-সাজস ঘটানোর অথবা অদলবদলের চেষ্টা চলতে পারে। এই খননক্রিয়া অতীতমুখীও হ'তে পারে অথবা আগাম পদক্ষেপ নিতে পারে সামনে কোনও লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করার পর। বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অসম্পূর্ণতা এমন কি কোথাও কোথাও যে আজগুবি (absurd) মনোভাব বাসা বাঁধে তার অপ্রয়োজনীয়তা এভাবেই স্পষ্ট হ'তে থাকে। সেই কারণে সামাজিক যেকোনও প্রসঙ্গ বা সমস্যা নিয়ে গবেষণার জন্য কতকগুলি ধরাবাঁধা প্রকরণ-পদ্ধতি অন্ধের মতো অনুসরণ মোটেই সঙ্গত নয়। গ্র্যাটহফের মধ্যে তাই খানিকটা পদ্ধতিগত ভাববাদ (methodological

subjectivism) লক্ষ্য করা যায়। সমাজ পরিমন্ডল যেমনটি আছে সেটিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়ে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে দাঁড় করানোর যে প্রবণতা (normalisation to rationalisation) তার মধ্যে যে শুধু কৃত্রিমতা আছে তাই নয়, বরং বলা যায় পরিচিত অবস্থার বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধও থেকে যেতে পারে। কাজেই কোন্‌টা কতদূর স্বাভাবিক এবং কোন্‌টা কতোখানি আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য সেটা স্থির করতে হ'লে, অসঙ্গতিগুলি যেভাবে মনেব তৈরি কাঠামোয় ধরা পড়ছে তাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। গার্টহফ তাই বলেছেন, Although continually present, society and nature are no more selfevident than the weather. Only intheir relative relationship to the milieu does nature first become 'natural' while society, through the relative natural view becomes a Social actuality''

৫৮.৪ অনুশীলনী

১) প্রপঞ্চবাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপাদানগুলি কাজ করেছে, তা পর্যালোচনা করুন।

২) প্রপঞ্চবাদ উদ্ভবের ক্ষেত্রে Max Weber, Mannheim এবং Berger ও Luckmann- এর অবদান আলোচনা করুন।

৩) সমাজতত্ত্বের আলোচনায় আলফ্রেড শূৎস্‌ প্রপঞ্চবাদের প্রয়োজন কিভাবে দেখিয়েছেন?

৪) প্রপঞ্চবাদকে গ্রহণ করে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পদ্ধতি বিষয়ে দিক নির্দেশ করেছেন এমন যে কোনও একজনের বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

৫) প্রপঞ্চ শব্দটির অর্থ কি?

৫৮.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১) দর্শন পরিভাষা কোষ ঃ বাংলা একাডেমি (সম্পাদনা - মফিজুল আহমদ ও আব্দুল মতিন)

২) Francis Abraham : Modern Sociological Theory (1982)

৩) Bryan S Turner : The Blackwell Companion to Social Theory (Article by Steven Vaitkus) (1999)

৪) Barry Smart : Sociology, Phenomenology and Marxian Analysis

একক ৫৯ □ প্রপঞ্চবাদ - ২

গঠন

৫৯.১ উদ্দেশ্য

৫৯.২ প্রস্তাবনা

৫৯.৩ প্রপঞ্চবাদের বৈশিষ্ট্য

৫৯.৪ এডমন্ড হুসারেল

৫৯.৪.১ হুসারেলের মূল প্রতিপাদ্য

৫৯.৫ আলফ্রেড শ্যুৎস এবং প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্ব

৫৯.৫.১ হেবার এবং শ্যুৎস

৫৯.৬ অনুশীলনী

৫৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- প্রপঞ্চবাদ কাকে বলে
- এডমন্ড হুসারেলের প্রপঞ্চবাদ সম্পর্কে মতবাদ
- আলফ্রেড শ্যুৎস এবং প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্বের ধারণা

৫৯.২ প্রস্তাবনা

প্রপঞ্চবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি? অন্যান্য যে দার্শনিক চিন্তাধারাগুলি আছে তাদের তুলনায় এই মতবাদের জায়গা কোথায়? নঞর্থক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রপঞ্চবাদ যে কোনও ধরনের কল্পনামূলক চিন্তাধারার বিরোধী আর বাস্তবতাবিরোধী যে কোনও তত্ত্বকে গ্রহণ করার বিপক্ষে। রেনেসাঁসের পর থেকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে কার্যকারণ সম্পর্কগত দৃষ্টবাদী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, প্রপঞ্চবাদ তার সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ যে শুধুমাত্র তার বাহ্যিক রূপ দিয়ে বোঝা যায় না, চেতনা বা উপলব্ধির স্তরও যে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা প্রপঞ্চবাদই আমাদের বলে।

তার মানে এই নয় যে, যে কোন ধরনের আচরণবিরোধী তত্ত্ব বা দৃষ্টবাদ বিরোধী তত্ত্বই প্রপঞ্চবাদ, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক বিজ্ঞান বা দর্শনের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিন্তা অনেকের মধ্যে আছে। আবার, অন্যদিকে, অনেকে প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারার বিকাশ শুধুমাত্র Husserl-এর চিন্তাধারার প্রাথমিক নীতিগুলির ওপর ধরে নিয়েই ব্যাখ্যা করেন। এই দু'ধরনের চিন্তাধারা দু'টি বিপরীত মেরুর চিন্তা। আসল সত্য এই দু'টির মাঝখানে।

৫৯.৩ প্রপঞ্চবাদের বৈশিষ্ট্য

সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায় যেগুলি সম্বন্ধে সকলেই একমত। এগুলি নিম্নে উল্লিখিত হ'ল।

(১) প্রপঞ্চবাদীরা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান বা চেতনা (cognition) কে এবং এই স্বরূপ সম্বন্ধে মূল্যায়নকে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের (evidence) ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চান। এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বা evidence বস্তুর প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

(২) প্রপঞ্চবাদীরা মনে করেন যে, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক জগৎ অথবা সাংস্কৃতিক জগতে বিরাজমান বস্তু (objects) নয়, এমনকি বিমূর্ত বস্তু-ও যেমন সংখ্যা বা মানুষের চেতনা বা উপলব্ধি এগুলি বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং এদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

(৩) প্রপঞ্চবাদীরা মনে করেন যে, বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সঠিক পদক্ষেপ হচ্ছে তার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করা বা তার মুখোমুখি (encountering) হওয়া। কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতে একই বস্তুর প্রকৃতি কতদিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তা সম্যকভাবে বোঝা যায় এবং এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে আরও বেশি সমৃদ্ধ হওয়া যায়। প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে এই যে অনুসন্ধ্যান তা মূলত চিন্তার স্তরে ঘটে। উন্নততর বিশ্লেষণী চিন্তার মাধ্যমে (reflective approach) বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও বেশি জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং, বলা যায়, প্রপঞ্চবাদ বাস্তববাদ এবং বিশ্লেষণী চিন্তার সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

(৪) বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে, তার কার্য-কারণ সম্বন্ধে, উদ্দেশ্য বা ভিত্তি সম্বন্ধে যে কোনও বিশ্লেষণের পূর্বে সেই বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে। এগুলিকে প্রপঞ্চবাদীরা বলেন বস্তু সম্বন্ধে পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা বস্তু সম্বন্ধে a priori বা eidetic terms সংক্রান্ত চিন্তাধারা। নতুন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে পূর্বপ্রচলিত ধারণার সঠিক বিশ্লেষণ এবং তার অসম্পূর্ণতা উন্মোচনের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

(৫) Husserl-এর 'Epoche' এবং 'Reduction' - এর ধারণা বা বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বলব্ধ সমস্ত জ্ঞান বা ধারণাকে শূন্যে পর্যবসিত করে একেবারে চিন্তাবিহীন মন (vacant mind) নিয়ে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া - এটি পদ্ধতি হিসাবে বাস্তবে সম্ভব কিনা বা কার্যকরী করা যায় কিনা এই নিয়ে প্রপঞ্চবাদীদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এই বিতর্কও প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারার একটি অঙ্গ।

৫৯.৪ এডমন্ড হুসারেল

বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে একটি দার্শনিক মতবাদ বা চিন্তাধারা হিসাবে Phenomenology র উদ্ভব হয় প্রধানত জার্মান দার্শনিক এডমন্ড হুসারেল (Edmund Husserl) -এর লেখার মাধ্যমে। দার্শনিক হিসাবে হুসারেল যে বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে অনুশীলন করেছিলেন তা হ'ল চেতনার উৎস এবং চেতনার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা। তিনি চেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং প্রকৃত চেতনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। সাদা চোখে আমরা চেতনার বহিঃপ্রকাশকেই চেতনা হিসাবে গণ্য করি। চেতনার বহিঃপ্রকাশ সাধারণত কোনও

জাগতিক বস্তুকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। কিন্তু বস্তুকেন্দ্রিক চেতনা এবং মানসিক বস্তু হিসাবে চেতনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানসিক বস্তু হিসাবে চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি তবেই চেতনার স্বরূপ এবং প্রকৃত উৎসে আমরা পৌঁছতে পারবো। এর মাধ্যমে আমরা চেতনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবো এবং এমন কিছু সূত্র নির্দিষ্ট করতে পারবো যা সমস্ত ধরনের চেতনার স্বরূপ বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। চেতনার স্বরূপ সন্ধানে এই যে আলোচনা তাই চিহ্নিত হয়েছে Phenomenology বা প্রপঞ্চবাদ হিসাবে।

হুসারেলের প্রপঞ্চবাদ সম্বন্ধে এই যে ধারণা তা তাঁর বিখ্যাত রচনা Ideas : Introduction to Pure Phenomendogy (1913) - এই বইটিতে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে হুসারেল প্রপঞ্চবাদের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থা হিসাবে আমরা বস্তু জগৎকে পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান করে কিছু কার্যকারণ সম্পর্ক অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। এই পর্যবেক্ষণের পূর্বশর্ত্ত হিসাবে বস্তুজগৎ বা অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কিছু পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা ধারণা থাকে যা আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করি এবং মাপকাঠি (hypothesis) রূপে ব্যবহার করি। প্রপঞ্চবাদ কিন্তু মনে করে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে গেলে এই ধরনের কোনও পূর্বলব্ধ ধারণা আমাদের সাহায্য করার পরিবর্তে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এবং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোঝার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রপঞ্চবাদের মাধ্যমে হুসারেল বহির্বস্তুকে দেখার এমন কিছু উপায়ের কথা বলেছেন যা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রণালীর অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি। হুসারেল একে প্রপঞ্চবাদভিত্তিক দর্শন বলেছেন যা, তাঁর মতে, সমস্ত বিজ্ঞানের উৎস বা জনক হিসাবে কাজ করবে।

হুসারেল প্রপঞ্চবাদী দর্শন হিসাবে এমন একটি পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝিয়েছেন যা সমস্ত রকমের পূর্বধারণা থেকে মুক্ত থাকে। তিনি বলেছেন, presuppositionless science। এটা বলতে শুধুমাত্র প্রচলিত তত্ত্ব বা ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াকেই বোঝায় না, মানুষের চেতনার মধ্যে যে ধারণাগুলি অন্তর্নিহিতভাবে কাজ করে তার প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়াকে বোঝায়। যেমন, আমরা মনে করি যে, বস্তুজগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বা বস্তুজগতের কাজকর্মের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ সংহতি রয়েছে যা আমাদের বোঝার অপেক্ষায় রয়েছে। হুসারেল এগুলিকে পূর্বলব্ধ ধারণা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রপঞ্চবাদী দর্শন বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণের সেই ধরনের পদ্ধতির কথাও বলে যেখানে পর্যবেক্ষক সম্পূর্ণ শূন্য মন নিয়ে বস্তুজগৎকে নিরীক্ষণ করবেন।

৫৯.৪.১ হুসারেলের মূল প্রতিপাদ্য

এডমন্ড হুসারেল Phenomenology বা প্রপঞ্চবাদকে প্রধানত একটি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সাধারণভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে পদ্ধতি ব্যবহার করে তা হ'ল কিছু গৃহীত বা প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে (যেমন কার্যকারণ সম্পর্ক) জগৎ এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করা। প্রপঞ্চবাদ, অন্যদিকে যে পদ্ধতিতে পারিপার্শ্বিকতাকে বিশ্লেষণ করতে চায় তা হ'ল, সমস্ত রকম পূর্ব প্রচলিত ধারণাকে পাশে সরিয়ে রেখে, বস্তুকে নিরীক্ষণ করা, তার বিশ্লেষণ করা এবং তার শ্রেণীবিন্যাস করা। বস্তুতপক্ষে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (experimental techniques) রয়েছে তার দ্বারা সমস্ত বস্তুর সঠিক প্রকৃতি প্রকৃতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। একজন প্রপঞ্চবাদী যখন সমাজবিজ্ঞানের বা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন তখন তিনি সমস্ত প্রচলিত ধারণা বা তত্ত্বকে পাশে সরিয়ে রাখেন। যদিও সমস্ত পূর্ব-প্রচলিত ধারণাকে বর্জন করা সম্ভব হয় না; যেমন বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব আছে, এই ধারণা বা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কিছু সঙ্গতি

আছে এই ধারণা। কিন্তু যতদূর সম্ভব এই ধারণাগুলিকে পাশে সরিয়ে রেখে বস্তুকে নিরীক্ষণ করতে হবে। হুসারেলের মতে তাই, সঠিকভাবে প্রপঞ্চবাদের অর্থ হ'ল সমস্ত রকম পূর্ব-ধারণা বর্জিত বিজ্ঞান (presuppositionless science)।

হুসারেলের মতে, চেতনাকে কার্য-কারণ সম্পর্কের মাধ্যমে বিচার করার আগে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, বস্তুজগৎ এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধিসমূহও কিন্তু আমরা আমাদের চেতনার মাধ্যমেই জানতে পারি। হুসারেলের মতে, দার্শনিকের ভূমিকা এইখানেই। দার্শনিক, চেতনার মাধ্যমে, যাকে প্রতীয়মান করা হয় এবং যে প্রতীয়মান করে এই দু'টি বিষয়েই বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গেই হুসারেল বলেছেন যে, বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের বিশ্বাস এবং ধারণাগুলিকে স্থগিত করে রাখতে হবে (suspension of judgement)। এমন কি বস্তুজগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে এই বিশ্বাসও মুলতুবী রাখতে হবে। হুসারেল বলছেন যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা আমাদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশে সরিয়ে রেখে খোলা মনে বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারি। মূলত এই পদ্ধতির মাধ্যমেই বহির্জগৎকে বিশ্লেষণ করার কথা প্রপঞ্চবাদীরা বলেছেন। গ্রীক দার্শনিকরা 'বিচারবোধের মূলতুবী' (suspension of judgement) বলতে epoche কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। হুসারেল এই ধারণাটির পুর্নপ্রবর্তন করেন।

হুসারেলের এই চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করেই সমাজতত্ত্বে প্রপঞ্চবাদী তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের প্রথমদিক থেকেই দৃষ্টবাদী চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার কথা কেউ কেউ বললেও, একটি তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত চিন্তা হিসাবে প্রপঞ্চবাদ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পুষ্টি লাভ করে। Timascheff বলেছেন যে, হুসারেলের প্রপঞ্চবাদ হচ্ছে "a critique of positivism or naturalistic empiricism which assures that scientists through their five senses can investigate the world and build a body of knowledge that accurately reflects the objective reality of the World." দৃষ্টবাদ মানুষের মন সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি নেয় তা হ'ল এই যে, মানুষের মন শুধুমাত্র বাইরের ঘটনার প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি; যেন এর আলাদা কোনও দৃষ্টিভঙ্গি বা বস্তুসত্ত্বা নেই। ঘটনা এই যে, মানুষের মন এবং দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বাইরের জগতের ঘটনার প্রকৃতিকে আলাদা চেহারা দেয় - যে চেহারায় সেই ঘটনা তার কাছে প্রতিভাত হয়। এই মন নিয়ে মানুষ বাইরের ঘটনা সবসময়ে বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষা এবং পুর্নপরীক্ষা করে। হুসারেল মনে করতেন যে, বাইরের জগতের আলাদা অস্তিত্ব আছে কিন্তু যেহেতু মানুষের মন সেই জগৎকে নিজের দৃষ্টিতে দেখে তাই বাস্তবতার আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই; মানুষ বাস্তবতাকে যে ভাবে দেখে, বাস্তবতা তাই - বাস্তবতা হচ্ছে সামাজিকভাবে পুনর্গঠিত বাস্তবতা - socially constructd reality. এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রপঞ্চবাদ সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিবাদী চিন্তাধারার গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করে এবং ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বস্তুজগতের আলাদা অস্তিত্বকে নির্ভর করে কোনও বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে তাও অস্বীকার করে। Timascheff যেমন বলেছেন, Phenomenology challenges the possibility of objective scientific knowledge, uninfluenced by the subjective consciousness of the investigator. তিনি আরও বলেছেন, "Phenomenological sociology must focus on the analysis of the structure of consciousness and relationship of the consciousness of the individual to the social fabric."

J. M. Edic তাঁর Edmund Husserl's Phenomenology : A critical commentary (1987) গ্রন্থে হুসারেলের প্রপঞ্চবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এগুলিকে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি ঃ

(১) Meaning and Reference : Concepts and Things. গ্রীক দার্শনিক Plato বা এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যেও দর্শনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিন্তা ছিল তা হ'ল যে, দর্শন হচ্ছে ঘটনা বা বস্তুর অর্থ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত অনুসন্ধান (rational investigation of meanings), এগুলি সম্বন্ধে শুধুমাত্র বস্তুভিত্তিক অনুসন্ধান (empirical investigation) নয়। অর্থ আবিষ্কারের পিছনে যুক্তি এবং চিন্তাধারার তাৎপর্য বস্তুসত্তার তাৎপর্যের চেয়ে বেশি। Husserl তাই সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে (kingdom of truth) ঘটনা থেকে ঘটনার তাৎপর্য মানুষের কাছে যে ভাবে প্রতিভাত হয় তার ওপর জোর দিয়েছেন বেশি, যুক্তিবাদী চিন্তাধারা তাই যে কোন বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

(২) Intentionality ঃ যুক্তিবাদী চিন্তা বা মানুষের মনের ওপর জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে মানুষের মন বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে। মনই সমস্ত কিছুর আধার এই ধরনের বক্তব্য সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করে; যে চিন্তাধারাকে psychologism বলে ব্যাখ্যা করা যায়। যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারা বাস্তব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যুক্তির আইনের (laws of logic) ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে যেগুলি যুক্তিবাদী চিন্তা এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। তাদের সত্যতা যেমন কেবলমাত্র মনের ওপর নির্ভর করে না তেমনই শুধুমাত্র বাস্তবতার ওপরও নির্ভর করে না। বস্তুজগতে এবং প্রকৃতিতে যে যুক্তির আইন রয়েছে, মানুষ তার চিন্তাশীলতা নিয়ে তাকে শুধু আবিষ্কার করে। তাই চেতনা বা চিন্তাধারাও বাস্তবকে জানার পথে একটি বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।

(৩) Perceptual and eidetic intuition হুসারেলের মতে, স্বজ্ঞা বা অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান (intuition) এই প্রক্রিয়ার ২টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে বস্তুসত্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত অনুভূতি (perceptual intuition); অপরটি হচ্ছে eidetic intuition, যার অর্থ বাস্তব বা কল্পনার জগৎ ব্যক্তির কাছে যে অর্থ বহন করে, ব্যক্তি তাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তার থেকে উদ্ভূত অনুভূতি। Edic বলেছেন, "The objects of eidetic intuition are not real objects as such but rather these same objects in so far as they are presented from the aspect of their essential types and meanings." Husserl একটিকে fact বলেছেন অপরটিকে essence বলেছেন। এই দু'টি যুক্তির দিক থেকে আলাদা হ'লেও একই বাস্তবতা বা প্রক্রিয়ার ওপর গড়ে ওঠা দুটি দিক। "Fact and essence, though distinct, are in seperable. Every real object is intuited..... in perceptual presence ..... as the possible instantiation of an indefinite number of ideal types or essences, which can, through reflection become the objects of eidetic insight."

(৪) Ideality ঃ হুসারেল দু'টি দিকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন - যার সম্বন্ধে চিন্তা এবং যা চিন্তা দু'টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও আবার যুক্তির দিক থেকে আলাদা। একই ঘটনা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, আবার একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। আবার বিভিন্ন ঘটনার একই ধরনের তাৎপর্য বা অর্থ করা যেতে পারে। তাই বস্তু এবং বস্তুর অর্থের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বাস্তবভিত্তিক নয় (not real), তা হচ্ছে আদর্শভিত্তিক (ideal)। আমরা যখন বস্তুর অর্থকে আদর্শভিত্তিক বলছি, তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে (১) বস্তুকে একই ভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ এই যে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বস্তুটি একই, যদিও বাস্তবে তা না হ'তে পারে, এবং (২) একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে যদিও বাস্তবে কোনও ঘটনারই প্রকৃত পুনরাবৃত্তি হয় না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা যখন বলি আজকের চেয়ারটা আর কালকের চেয়ারটা

একই, তখন আমরা 'একই' কথাটা বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে বলি না। চেয়ারটি সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মাথায় ছিল সেই ধারণার ভিত্তিতেই আমরা 'একই' কথাটি বলি। তাই বাস্তবতার ঐক্য থেকেও ধারণাগত ঐক্যের ভিত্তিতেই আমরা বাস্তবজগৎকে দেখি। একেই Husserl বলেছেন realm of ideality "I will not find sameness in the real World at all; sameness belongs only to the realm of the means, which is not to say that it does not have its own ideal objectivity, but only that objectivity is there, and is experienced as objective, only for the mind, i.e., as a constituted objectivity for consciousness."

(৫) Objectivity ঃ প্রপঞ্চবাদীরা objectivity বা বাস্তবতাকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। প্রত্যেক অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান বা স্বজ্ঞার পিছনে বস্তু বা object বা phenomenon থাকে। এই বস্তুরই অর্থ বা meaning আমরা দিতে চেষ্টা করি এবং অর্থের ধারাবাহিকতাও বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে অভিজ্ঞতাবাদীরা (empiricists) যে অর্থে objectivity-কে দেখেন প্রপঞ্চবাদীরা সেই অর্থে একে দেখেন না। তাঁদের কাছে subjectivity এবং objectivity পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। Subjectivity is thus a necessary condition for the appearance of any objectivity whatsoever, whether we are speaking of particular physical things or of meanings and concepts.

(৬) The a priori ঃ প্রপঞ্চবাদীদের তাত্ত্বিক কাঠামোতে a priori বা পূর্বনির্ধারিত ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। A priori পুরোপুরি বাস্তবভিত্তিক নয় আবার পুরোপুরি বাস্তব বিবর্জিতও নয়। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে যে ধারণা গড়ে ওঠে, যে অর্থ বা দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনে থাকে, a priori তার সাথে সম্পর্কিত। বাস্তবতার যখন অর্থ বা essence আমরা খুঁজি তখন তাকে আমরা বাস্তবতা থেকে বিযুক্ত করি এবং আমাদের মনে যে পূর্বনির্ধারিত ধারণা রয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত করি। মানুষ যে তার চিন্তাশক্তির দ্বারা ঘটনার অর্থকে যে ঘটনা থেকে বিযুক্ত করতে পারে তার মধ্যেই a priori-এর উৎপত্তি লুকিয়ে রয়েছে। Husserl বলেছেন, This ability, distinctive of human consciousness to turn from fact to essence, from what is given to essential possibility from contingent example to eidetic necessity, is the guarantee of the a priori. This method is neither strictly deductive, nor strictly inductive it is closer to induction than to deduction but it is an induction of a very special kind for which we could perhaps as well use Peirce's term 'abduction'

৫৯.৫ আলফ্রেড শূৎস (১৮৯৯-১৯৫৯) এবং প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্ব

প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্বের মতে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে সামাজিক জগৎ থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয় বা বস্তু (Phenomenon) সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভ করি, তা সম্বন্ধে আলোচনা করা। শ্যুৎস এ ব্যাপারে তাঁর যে তত্ত্ব রচনা করেছিলেন তা উপরে বর্ণিত হুসারেলের তত্ত্ব ছাড়াও, হ্বেবারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাও প্রভাবিত ছিল। বাইরের জগৎ, শ্যুৎসের মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনবরত আমাদের ব্যস্ত রাখছে। এই বিপুল তথ্য থেকে আমরা অর্থ বার করি; তথ্যকে কিছু শ্রেণীবদ্ধ করার প্রণালীর মাধ্যমে বস্তুকে আমরা চিহ্নিত করি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ প্রণালীর মাধ্যমে।

প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্ব সমাজ সম্বন্ধে ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ করে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই বস্তু বা Phenomenon গুলি সম্বন্ধে মানুষ কিভাবে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং তার ফলশ্রুতি কি। এই আলোচনাতে শ্যুৎস হ্বেবারের সামাজিক কার্যের সংজ্ঞাকে গ্রহণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে অর্থবহ আচার ব্যবহার (meaningful behaviour) প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্বের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু হ্বেবারের meaningful behaviour or verstohen-এর সম্বন্ধে ধারণাকে শ্যুৎস সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি।

৫৯.৫.১ হ্বেবার এবং শ্যুৎস

হ্বেবারের সামাজিক কার্যসংক্রান্ত ধারণাকে শ্যুৎস প্রথম যে সমালোচনা করেছেন তা হ'ল হ্বেবার কাজের অর্থ এবং কাজের পেছনে উদ্দেশ্যকে প্রায় সমান চোখে দেখেছেন। কিন্তু প্রায় সব ধরনের সামাজিক কাজেরই কোনও-না-কোনও অর্থ থাকে যদিও সব ধরনের কাজের পেছনে ব্যক্তির উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, হ্বেবারের ধারনাতে ব্যক্তি কিভাবে অপরের কাজের পিছনের অর্থ জানবে সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নেই। কিন্তু অন্যের (alter) দেওয়া অর্থ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকলে কোনও ধরনের সামাজিক যোগাযোগই সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে ব্যক্তি (ego) কিভাবে জানতে পারে তা নিয়ে হ্বেবার কোনও আলোকপাত করেন নি।

এই কারণে হ্বেবারের verstohen সম্বন্ধে ধারণাকে শ্যুৎস পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি এবং হ্বেবারের এই সীমাবদ্ধতাকে শ্যুৎস তার তত্ত্বের মাধ্যমে উন্নত করতে চেয়েছেন।

শ্যুৎস -এর মতে, প্রাত্যহিক চেতনার মধ্যে যে বোধগুলি নিহিত রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিতগুলি ঃ

(১) Reciprocity of perspectives বা দৃষ্টিভঙ্গির পরস্পরমুখীনতা ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জগৎ সম্বন্ধে, তাকে দেখা সম্বন্ধে, একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং প্রত্যেকে মনে করে যে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অপরেরও একইভাবে রয়েছে। এইভাবে প্রত্যেকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকেই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে মনে করে। একজন ব্যক্তি যদি অপর একজন ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জগৎকে দেখার মানসিকতাকেও সে গ্রহণ করবে।

(২) Objectivity and undeceptiveness of appearences বা বস্তুনিষ্ঠতা বা বহিঃপ্রকাশের সত্যতা ঃ ব্যক্তি মনে করে যে জগৎ যেভাবে প্রকাশিত বা তাকে সে যেভাবে দেখছে তাই সঠিক। বস্তুনিষ্ঠতার অর্থ তার কাছে জগৎকে সে যেভাবে দেখছে, তাই। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা আরোপ করার কোন জায়গা নেই।

(৩) Typification বা শ্রেণীবদ্ধকরণ ঃ কোন একটা বিশেষ অবস্থায় কোন কিছু ঘটলে ব্যক্তি মনে করে যে সেই বিশেষ অবস্থায় সেই ঘটনা বা প্রতিক্রিয়া অতীতেও যেমন ঘটেছে তেমনি ভবিষ্যতেও আবার ঘটবে।

(৪) Practicality and goal directedness ঃ মানুষ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার পারিপার্শ্বিকতাকে বিচার করে। তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে তারা কাজ করে এবং অন্যের কাজকর্মকেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বিচার করে। বাস্তবতার সংজ্ঞাকেও তারা এই অভিজ্ঞতার নিরিখেই স্থির করে।

(৫) Stock of commonsense knowledge বা সাধারণবোধভিত্তিক জ্ঞানের ভান্ডার ঃ কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে বিচার করার সময় মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তা করে। এই জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র ব্যক্তিভিত্তিক নয় তার একটা সামাজিক ভিত্তিও রয়েছে। যাই হোক, এই জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্তি সাধারণীকরণ করে নেয় এবং অন্যেরও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হওয়া উচিত তা মনে করে।

প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে শ্যুৎস দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা হয়। দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। সামাজিক সম্পর্কের প্রথম স্তর হচ্ছে ব্যক্তি (ego) যখন মনে করে যে অপর ব্যক্তি (alter) তার কাজের মাধ্যমে একটা অর্থ জ্ঞাপন করতে চেষ্টা করছে, ব্যক্তি সেই অর্থটি ধরার চেষ্টা করে। ভাষার মাধ্যমে এই অর্থ আদান-প্রদান হয়। অথবা প্রতীকী চিহ্ন যেমন, হাসিমুখ, বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব ইত্যাদির মাধ্যমেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। এইভাবে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের (Shared understanding) মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই বিষয়টিকে শ্যুৎস intersubjectivity বা যৌথভাবে সামাজিক কার্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময় এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তি যখন অপরকে প্রশ্ন করছে তখন তার মাথায় সেই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর সে কি দেবে সেই সম্বন্ধে ধারণা রয়েছে এবং ব্যক্তি এও জানে যে অপর ব্যক্তিও তার এই ধারণা সম্বন্ধে অবহিত।

কিন্তু প্রত্যক্ষ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইভাবে বলা সম্ভব। সময় এবং স্থান পরিবর্তিত হ'লে কিভাবে সমাজ-সম্পর্ক গড়তে পারে সে সম্বন্ধেও শ্যুৎস ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ সমাজ শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মাধ্যমেই (consociates) গড়ে ওঠে না, যারা একই জায়গায় নেই কিন্তু সমকালীন (contemporaries), যারা এখন আর জীবিত নেই (predecessors) বা যারা আগামীদিনে আসবে (successors) - সমাজ সম্পর্কের পরিধির মধ্যে এঁরা সবাই অন্তর্গত। ব্যক্তি যখন এঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, তখন পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান (Shared meanings) অন্য ধরনের হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তির সামগ্রিক সামাজিক পরিমন্ডল (Life world) কিন্তু এই সমস্ত ধরনের সামাজিক সম্পর্কগুলি অন্তর্ভুক্ত করেই গড়ে ওঠে।

শ্যুৎসের আলোচনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধকরণ বা classification। ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির ক্ষেত্রে অর্থের আদানপ্রদান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়। অর্থাৎ, প্রতিটি ধরনের সামাজিক সম্পর্কের একটি করে বিশেষ চরিত্র থাকে। তাই শ্যুৎসের আলোচনায় uniqueness এবং typification এই দু'টি ধারণা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বারে বারে ঘটা একই ধরনের সামাজিক ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বথেকেই অনুমান করা যায় এবং সেই অবস্থায় সামাজিক সম্পর্কও প্রায় একই ধরনের হয়। তবে মুখোমুখি সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ব্যতিক্রমী সম্পর্ক গড়ারও সুযোগ রয়েছে। আর সামাজিক সম্পর্ক যত দূরবর্তী হবে তত বেশি শ্রেণীবদ্ধকরণের সম্ভাবনা থাকে।

শ্যুৎস reciprocity of perspectives কথাটি ব্যবহার করেছেন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের উৎস হিসাবে। Shared meaning কথাটি ব্যবহার করেছেন কিভাবে পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান হয় তা বোঝাতে। Wallace and Wolf এর মতে, "shared meaning may be assumed and experienced in the interaction situation. In such situations, people are acting on the basis of taken for granted assumptions about reality." তাঁরা বিষয়টি বোঝাতে একটা Orchestra party-র উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে সমস্ত বাদ্য যন্ত্রী পরিচালকের ভাবভঙ্গির অর্থ বোঝে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে নিজেকে অন্যের চোখে প্রতিস্থাপন করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

শ্যুৎস তাঁর সমাজতত্ত্বে আরও যে দুটি ধারণাকে প্রয়োগ করেছিলেন তা হ'ল 'reduction' এর ধারণা এবং 'essence'-র ধারণা। দু'টি ক্ষেত্রেই তিনি হুসারেলকে অনুসরণ করেছিলেন। বস্তুজগৎকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যতদূর সম্ভব পাশে সরিয়ে রেখে বা সাময়িকভাবে অকেজো করে দিয়ে খোলা মন নিয়ে বাইরের জগৎকে বিচার করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই কেবলমাত্র বস্তুর প্রকৃত সত্তা অনুধাবন করা যায়। শ্যুৎস্ বলছেন, "The phenomenologist does not deny the existence of the outer world, but for his analytical purpose he makes up his mind to suspend belief in its existence...... what we have put into brackets is not only the existence of the outer world along with all the things in its inanimate and animate, including fellow men, cultural objects, society and its institutions........but also the propositions of all sciences."

Essence বা কোন বস্তুর মূল সত্তা সম্বন্ধে ধারণাটিও শ্যুৎস্ নিয়েছিলেন Husserl-এর কাছে। বস্তুকে যা দেখা হয়, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির কাছে আসে, essence তার থেকে বেরিয়ে আসে যদিও essence তারও অতিরিক্ত কিছু। পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও অন্তর্নিহিত যে বিষয়টি অপরিবর্তিত থাকে, ব্যক্তি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে সেই সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। Abraham এর মতে, 'essence is intuited from the intended object - object as experienced,' 'as perceived'. It is arrived at through the method or 'reduction' and 'imaginative variation'.

শ্যুৎস্ এইভাবে প্রপঞ্চবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজ-কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। Reality বা বাস্তবতা, শ্যুৎস্ বলেছিলেন, দু'ধরনের হ'তে পারে- subjective এবং objective, Subjective reality হচ্ছে যেখানে ব্যক্তি তার পূর্বলব্ধ ধ্যানধারণা, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে জগৎ দেখার চেষ্টা করে। আর objective reality হচ্ছে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গঠিত reality। যেখানে কাজের পিছনে যে অর্থ রয়েছে তার একটি গোষ্ঠীর সকলেই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং যেখানে সেই সচেতনতার ভিত্তিতে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেয়। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে এই দু'ধরনের বাস্তবতার সমন্বয়।

শ্যুৎস্ সামাজিক কাঠামোকে শ্রেণীবদ্ধ সামাজিক ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত হিসাবে দেখেছেন। Institution কে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন as a set or patterned (habitualized) receiprocal typifications হিসাবে; তবে প্রতিষ্ঠানকে আবার ব্যক্তি ব্যাখ্যা করে তার চেতনা দিয়ে, যে চেতনা প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্মকে যেমন বৈধকরণ করে তেমনই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার মধ্যে অর্থ আরোপও করে।

শ্যুৎসের কলমে প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্ব এইভাবে যেমন দার্শনিক হুসারেলের মতকে প্রতিফলিত করেছে, তেমনই হেবারের verstehen সম্বন্ধে ধারণাকে আরও পরিশীলিত করে সমাজ-সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করেছে। বলা যায় যে, Phenomenological Sociology-র ক্ষেত্রে এইভাবে শ্যুৎস্ এর চিন্তাধারা পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেছে।

৫৯.৬ অনুশীলনী

১) প্রপঞ্চবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

২) প্রপঞ্চবাদী চিন্তাধারার উদ্ভবের পিছনে Edmund Husserl-এর অবদান পর্যালোচনা করুন।

৩) Edmund Husserl কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ ধারণার মাধ্যমে প্রপঞ্চবাদকে ব্যাখ্যা করেছিলেন?

৪) Alfred Schutz-এর প্রপঞ্চবাদী চিন্তার মূল ভিত্তিগুলি কি ছিল?

৫) Schutz যে ধারণাগুলির ওপর ভিত্তি করে প্রপঞ্চবাদ গড়ে তুলেছিলেন, সেই ধারণাগুলি বিশদ করুন।

৬) 'Suspension of judgement' এবং 'essence' ধারণা দু'টিকে প্রপঞ্চবাদীরা কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, তা বর্ণনা করুন।

৫৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

R. Collins : Theoretical Sociology (1988)

R. Wallace + A Wolf : Contemporary Sociological Theory (1980)

James Edie : What is Phenomenology? (1962)

Barry Smart : Sociology, Phenomenology and Marxian Analysis (pp95-104)

একক ৬০ □ এথ্‌নোমেথডলজি

গঠন

৬০.১ উদ্দেশ্য
৬০.২ প্রস্তাবনা
৬০.৩ এথ্‌নোমেথডলজির দৃষ্টিভঙ্গী
৬০.৩.১ সংজ্ঞা
৬০.৪ হ্যারল্ড গারফিনকেল ও এথ্‌নোমেথডলজি
৬০.৪.১ গারফিনকেল এর এথ্‌নোমেথডলজি সংক্রান্ত ধারণা
৬০.৫ সমালোচনা
৬০.৬ অনুশীলনী
৬০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন

- এথ্‌নোমেথডলজি কাকে বলে
- এথ্‌নোমেথডলজির সংজ্ঞা
- হ্যারল্ড গারফিনকেল এর এথ্‌নোমেথডলজি সংক্রান্ত তত্ত্ব

৬০.২ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের আরম্ভের সময় থেকেই যে প্রশ্ন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যস্ত করে রেখেছে তা হচ্ছে সমাজের ভিত্তি কি? সামাজিক ঐক্য কিভাবে রক্ষা হয়? সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা হয় কিভাবে? মানুষের আচার-ব্যবহার এবং সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে কি কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে? একেবারে প্রথম থেকেই, বিশেষ করে কার্যবাদীরা বলে এসেছেন, সমাজ রক্ষা হয় কতকগুলি মূল্যবোধ, আদর্শ, রীতিনীতি সমস্ত সমাজের পক্ষ থেকে লোকে মেনে চলে বলে। মেনে চলার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা সামাজিকীকরণ, পরিবার, রাষ্ট্র এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা বলেছেন।

কিন্তু সমাজ কি সত্যিই এইসব কারণে রক্ষা পায়? জনসাধারণ, যারা প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলি রচনা করে, তারা সমাজ বলতে কি বোঝে? তারা কি পদ্ধতিতে কাজ করে? সামাজিক ঐক্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের ভূমিকা কি? সমাজ-সম্পর্ক রচনায় তাদের ভূমিকা কি? Turner বলেছেন "In fact, the cement that holds society together, may not be the values, norms, common definitions, exchange payoffs,

role bargains, interest coalitious and the like of current social theory ..... it may be people's explicity and implicit methods for creating the presumption of a social order." জনসাধারনের নিজেদের মনে সমাজ এবং সমাজ শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে তাদের কাজকর্মে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে পদ্ধতিতে তাঁরা সমাজ শৃঙ্খলা (social order) রক্ষা করেন, আলোচনা এবং বিশ্লেষণ হওয়া উচিত সেই পদ্ধতির। Ethnomethodology এই ধারণা থেকে উঠে এসেছে, Zimmerman-এর মতে সঠিক অর্থে Ethnomethodology কোন সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব নয় এটি হচ্ছে সমাজ-কাঠামো রক্ষার মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অনুশীলন - an approach to the study of the fundamental basis of social order.

৬০.৩ এথ্নোমেথডলজির দৃষ্টিভঙ্গী

দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে Ethnomedologist এদের সঙ্গে প্রপঞ্চবাদী এবং জ্ঞানের সমাজতত্ত্ববাদীদের সামঞ্জস্য এবং পার্থক্য দু'টিই রয়েছে। প্রপঞ্চবাদীরা মূলত আলোচনা করে আমরা জগৎ ও জীবনকে কি চোখে দেখি, বস্তুর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করার দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক কোথায়, reality বা প্রকৃত বাস্তবতার অর্থ কি এইগুলি, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব আলোচনা করে আমাদের চেতনা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি - এইগুলি গঠনে সমাজের ভূমিকা কি? সামাজিক অবস্থান গত পার্থক্যে, শ্রেণীগত বা পেশাগত অবস্থানের পার্থক্যে আমাদের জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পাল্টায়? বাস্তবতার সামাজিক পুনর্গঠন বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি, বোঝাই যাচ্ছে, প্রপঞ্চবাদ এবং জ্ঞান সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge) পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

Ethnomethodologists দের প্রশ্নগুলি এবং আলোচ্য বিষয়গুলি ওপরের প্রশ্নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও আবার অন্য দিক থেকে একটু আলাদা। তাদের মধ্যে পার্থক্য গুণগত না হলেও পরিমানগত পার্থক্য রয়েছে। Ethnomethodologists দের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে কিভাবে জনসাধারণ পারিপার্শ্বিককে দেখে এবং বিশ্লেষণ করার জন্য একই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে - কিভাবে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই এক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের মনোভাব বজায় থাকে? প্রত্যেকে প্রায় একইরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে দেখে কেন? এই একরকম দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে তৈরী হয় এবং বজায় থাকে? এই প্রশ্নগুলি যদিও প্রপঞ্চবাদী চিন্তাবিদ বা জ্ঞান সমাজতত্ত্ববিদদের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত, তবুও তাদের প্রশ্নগুলি এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। এর ফলেই Ethnomethodology একটি আলাদা তাত্ত্বিক কাঠামো বা তাত্ত্বিক অনুশীলন পদ্ধতি হিসাবে সম্প্রতি স্বীকৃতি পেয়েছে।

৬০.৩.১ সংজ্ঞা

International Encyclopaedia of Sociology (Vol-1)-এ Ethnomethodology-র সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে, **"Ethnomethodology investigates the methods of commonsensical reasoning that ordinary social actors use to recognize features of the social World and to produce and understand everyday social actions. This approach treats commonsensical reasoning as a fundamental topic of sociological analysis and challenges approaches to sociology that ignore the role of ordinary reason in social action."**

উপরের সংজ্ঞা মাথায় রাখলে বলতে হয় ethno, অর্থাৎ জনগণ সামাজিক সম্পর্ক যে পদ্ধতিতে স্থাপন করে এবং রক্ষা করে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মগুলি রচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে, তাই হচ্ছে ethnomethodology-র বিষয়বস্তু। তাঁরা micro পর্যায়ে সম্পর্কগুলির ওপর বেশি জোর দেন। পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যে স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলি (taken-for-granted rules) রয়েছে, সেগুলি জনসাধারণ কিভাবে প্রয়োগ করেন এবং একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা করেন তাই হচ্ছে আলোচনার বিষয়বস্তু। ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে যেভাবে বড় বড় বিষয়গুলি, যেমন বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন বা সামাজিক বিচলনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে নজর দেওয়া হ'ত, ethnomethodologists তার থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলে, কি ধরনের নিয়ম প্রয়োগ করে। তাই আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, ছোট পরিসরে এই বিষয়গুলি যদি বোঝা যায় তবে জটিল সামাজিক কাঠামোর রূপরেখাও আমরা তার মাধ্যমে বুঝতে পারবো। ছোট সামাজিক সম্পর্কগুলি পর্যালোচনা করার মাধ্যম হচ্ছে সেগুলি বিশদ বিবরণের (description and narrative) মধ্যে যাওয়া। আলোচনায় জোর দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। বিশেষজ্ঞরা নজরে রাখবেন কিভাবে সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে সমাজ-সম্পর্কের নিয়মগুলি রচনা করে! "Thus ethnomethodology is the study of folk or common issue methods employed by people to make sense of everyday activities by constructing and maintaining social reality." (Abraham)

৬০.৪ হ্যারল গারফিনকেল ও এথ্নোমেথডলজি

Garfinkel, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (Los Angeles) অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন, তাঁকে Ethnomethodology-র জনক এবং প্রধান প্রবক্তা হিসাবে বলা যায়। Garfinkel-এর মতে, সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রীয় সমীক্ষার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ প্রতিদিন যে সমস্ত কাজকর্ম করে এবং সেই সূত্রে যে ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে, সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মাধ্যমে তার বিবরণ সংগ্রহ করা। বিবরণ দিতে গিয়ে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা যেভাবে তার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ব্যাখ্যা করেন এবং সেক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন, তা গবেষণাকারীকে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সঠিকভাবে তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে সাহায্য করে। ঘটনা ঘটে যাওয়র পর অংশগ্রহণকারীরা যেভাবে তার বিবরণ দেয় তাকে Garfinkel তাদের প্রতিবর্তী চরিত্র (reflexive character) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিবরণ দেওয়ার সময় তারা তাদের কাজকে বোধগম্য বা অর্থবহী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং তার জন্য যে সব যুক্তি তারা দেয়, সেই যুক্তিগুলি তাদের কাজের অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলি (rational) তাদের নিজেদের কাছে এবং গবেষণাকারীর কাছে, সেই কাজ এবং সম্পর্কগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

Ethnomethodology মনে করে যে, সাধারণ মানুষই তাদের কাজকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট পারদর্শী। গবেষণাকারীর কাজ হচ্ছে বিবরণের (accounting) মধ্যে দিয়ে তাদের যে পারদর্শিতা প্রকাশ পাচ্ছে তাকে সঠিকভাবে এবং কোনও প্রশ্ন না করে গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে সমাজ-সম্পর্ক স্থাপনের যে নিয়মগুলি প্রায় চোখেই পড়ে না এবং যেগুলি পন্ডিতরা আলোচনার যোগ্যই মনে করেন না (taken for granted), সেগুলি সামাজিক জগৎ কিভাবে কাজ করে এবং সেখানে মানুষের ভূমিকা কি তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

অংশগ্রহণকারীরা তাদের কাজের যে বিবরণ দেবে, তা খুব কম সময়ই তারা সাজিয়ে গুছিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করতে পারে। তাদের বলা বিষয় যেমন থাকে তেমন না বলা বিষয়ও থাকে যেগুলি তারা ধরে নেন যে যারা বিবরণ নিচ্ছে (auditors) তারা বুঝতে পারবেন। একে Garkinkel et cetera clause হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। বিবরণগ্রহণকারী তাড়াহুড়া করে বিবরণ শেষ করার জন্য দাবি করবেন না। ধীরে সুস্থে সময় দিয়ে তার মতো করে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দিতে হবে। গবেষণাকারী এখানে তার নিজস্ব বুদ্ধি বা বিবেচনা প্রয়োগ করবে না অথবা সমাজতত্ত্বে প্রচলিত কোনও যুক্তিবাদের মানদন্ড তার ওপর প্রয়োগ করবে না। সমাজতাত্ত্বিক বিচারে সেগুলি যুক্তিহীন মনে হ'তে পারে কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যে পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ কাজ করছে, তার নিরিখে সেগুলি যুক্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য। এই বিষয়টিকে Garfinkel indexicality বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "accounts are indexical rather than scientifically objective expressions - their meanings and their rationality is tied to the context of their use."

সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে তা Garfinkel উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষের দেওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবরণ (indexical expressions) সেগুলি বৈজ্ঞানিক অর্থে বস্তুনিষ্ঠ (objective) হিসাবে পরিগণিত নাও হ'তে পারে। সনাতনী সমাজবিজ্ঞান যে পদ্ধতিতে চলে, সেখানে indexical expression -গুলিকে objective expression হিসাবে গ্রহণ করার অসুবিধা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতিকে পরিবর্তন করতে হবে এবং জনগণের পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেই বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ঘটনা এবং তার বিবরণই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা। Garfinkel-এর মতে এইগুলিই হচ্ছে facticity of social experience। তিনি বলেছেন, "Sociologist must seek to understnd situations, in the terms in which participants give accounts of them, by calling to our attention the reflexive or accounting practices themselves. Sociologists must somehow induce participants to give accounts and thus to reveal the contextually rational properties of their social arrangements."

এই কারণেই প্রচলিত সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি বা বিষয়বস্তুকে বর্জন করে Garfinkel বলেছেন জনগণের অর্ন্তদৃষ্টিসমৃদ্ধ সমাজতত্ত্ব বা folk sociology-র কথা। যে সমাজতত্ত্ব পদ্ধতি হিসাবে ethnomethodology কে গ্রহণ করবে। এই সমাজতত্ত্ব যে নীতিগুলি গ্রহণ করে চলবে তাকে Garfinkel এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

(১) প্রত্যেকটি সামাজিক পরিমণ্ডল (social setting), তা যে আপাতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন হোক, অনুশীলনযোগ্য কারণ সেগুলিতে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। Nuclear physics বা Cabinet meeting এর চেয়ে সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(২) যুক্তিবাদ, সংখ্যাতত্ত্ব বা সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপনা এগুলি হচ্ছে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য কৌশল (frontstage talk)। এগুলির পিছনে যে দৈনন্দিন কার্যকলাপ রয়েছে তাই হচ্ছে সমাজতত্ত্বের আসল উপজীব্য।

(৩) কোনও একটি ঘটনার বা কাজের যুক্তি, বস্তুনিষ্ঠতা বা আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি বাইরের কোনও মানদন্ড যা বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব বা former logic ব্যবহার করে, তা দিয়ে বিচার করা যাবে না। যে অবস্থায় বা পরিপ্রেক্ষিতে কাজটি হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। একেই Garfinkel facticity বলেছেন।

(৪) অংশগ্রহণকারীরা যখন একটি ঘটনার বিবরণ পরস্পরের কাছে বোধগম্যভাবে উপস্থিত করছেন, তখন সেই ঘটনাটিকে অনুশীলনীর যোগ্য বলে ধরতে হবে।

(৫) নতুন সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এইভাবে প্রতিদিনের ঘটনার অনুসন্ধান হিসাবে ধরতে হবে যাতে করে দু'টির মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকে।

Ethnomethodology উদ্ভব নিয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে Garfinkel Parsons এর কার্যবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে Durkheim এবং Weber-এর ধ্রুপদী তত্ত্ব গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। যদিও তিনি Parsons-এর সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া (Shared understanding)-এর ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু Parsons এর ধারণা যে এই মূল্যবোধ মানুষের সমস্ত কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে এটিকে তিনি গ্রহণ করেন নি। এবং Parsons-এর তাত্ত্বিক কাঠামোর জায়গায় Garfinkel তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছিলেন প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ পর্যালোচনা। এইদিক থেকে Garfinkel-এর ওপর Durkheim এবং Weber এর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। Parsons যেমন Grand Theory আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন তার বদলে Garfinkel ছোট জায়গায় মানুষের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে পর্যালোচনা করতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি Durkheim এবং Weber-এর প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আবার সমাজ সম্বন্ধে যে বিমূর্ত ধারণার ওপর Parsons জোর দিয়েছিলেন, তার জায়গায় Durkheim এবং Weber-এর সামাজিক ঘটনার **উপর** ভিত্তি করে সমাজতত্ত্ব পাঠের ক্ষেত্রের **সাথে** Garfinkel-এর সাযুজ্য বেশি, তবে ethnomethodologists রা কোনও তত্ত্ব খাড়া করার বদলে বাস্তবকে অনুশীলন করার কথা বলেন। Button বলেছেন The idea that ethnomethodology is theory .... would purplex many ethnomedologists"-এই বক্তব্য সত্ত্বেও আমরা ethnomethodology কে তত্ত্ব হিসাবে দেখিয়েছি প্রধানতঃ দু'টি কারণে। প্রথমত, প্রথাগত সমাজতত্ত্বের তত্ত্বগুলিকে ethnomethodology সমালোচনা করে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং দ্বিতীয়ত, প্রাত্যহিক জীবনকে পর্যালোচনার মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে আসবে বলে ethnomethodologists দের বিশ্বাস।

৬০.৪.১ গারফিনকেল এর এথ্‌নোমেথডলজি সংক্রান্ত ধারণা

Garfinkel তাঁর লেখায় ethnomethodology সংক্রান্ত যে ধারণাগুলি প্রয়োগ করেছেন সেইগুলি এই ধরনের ঃ

(১) Accounting ঃ বস্তু, ঘটনা, ব্যক্তি বা বিষয় যা কিছুর সাথে ব্যক্তি সংস্পর্শে আসে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেগুলির সাধারণ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিবরণ দেওয়া।

(২) Background knowledge ঃ দৈনন্দিন সামাজিক জগতে কতকগুলি স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নেওয়া নিয়ম (taken for granted rules) যেগুলির ভিত্তিতে ব্যক্তি দৈনন্দিন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

(৩) Documentary method of interpretation ঃ ঘটনা বা বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ যার মাধ্যমে actor কিভাবে ঘটনাকে দেখছে এবং কি পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কাজ করছে তা বোঝা সম্ভব হয়।

(৪) Ethnomethods ঃ সাধারণ ধারণা এবং বোধের ওপর ভিত্তি করে (common sensical reasoning) ব্যক্তি যে কাজগুলি করে সেইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। এইগুলিকে members' methods-ও বলা হয়।

(৫) Indexicality ঃ যে পরিপ্রেক্ষিতে যে কাজ হয়েছে বা যে কথা বলা হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতকে সঠিকভাবে মাথায় রেখে কাজ বা কথাকে বুঝতে চেষ্টা করা।

(৬) Reflexivity - Actor ঃ পরবর্তীকালে ঘটনার বিবরণ যেভাবে দেয় এবং তার সমর্থনে যেসব যুক্তিগুলি দেয়, সেগুলিই হচ্ছে ঘটনা বা কাজের পিছনের যুক্তি। এই যুক্তিগুলির বৈশিষ্ট্য Actor যেভাবে চিহ্নিত করে তাকেই reflexivity বলা হয়।

৬০.৫ সমালোচনা

Ethnomethodology পদ্ধতি হিসাবে সমাজবিজ্ঞানে নতুন নতুন বিষয়বস্তুকে গবেষণার জন্য সামনে এনেছে, বিশেষ করে কথাবার্ত্তা পর্যালোচনার (conversation analysis) ক্ষেত্রে। কিন্তু নতুন ধরনের অবদান সত্ত্বেও কিছু কিছু সমালোচনার ক্ষেত্রও রয়েছে ethnomethodology-র ক্ষেত্রে।

প্রথমত, মূলধারার সমাজতাত্ত্বিকরা এখনও ethnomethodology-কে ছোট করে দেখেন এবং খানিকটা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখেন। তাঁদের মতে, এঁরা ছোটখাট তুচ্ছ ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার মধ্যে আনেন কিন্তু অন্য দিকে মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেন।

দ্বিতীয়ত, এটা মনে করা হয় যে, প্রপঞ্চবাদের থেকে উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও ethnomethodology, প্রপঞ্চবাদের আলোচনা পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যেমন কথাবার্ত্তা পর্যালোচনা পদ্ধতিতে কথাবার্ত্তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ওপরই তারা জোর দেন motivation বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন। Alkindon-এর মতে ethnomethodology has grown unduly restricted and come to be behaviourist and empiriciset.

তৃতীয়ত, ethnomethodologist-রা তাঁদের গবেষণার বিষয় এবং সমাজ-কাঠামোর মূল বিষয়গুলির মধ্যে কিভাবে যোগসূত্র রক্ষা করা যাবে সে বিষয়ে খুব পরিস্কারভাবে কিছু বলেন নি। যদিও তাঁরা দাবি করেন যে তাঁদের কাজ micro-macro সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাস্তবে এই দাবি কতটা পূরণ করা গেল, সেই দিকে ethnomethodologists-রা খুব বেশী সচেতন নন।

চতুর্থত, ethnomethodologist-দের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে conversation analysis পদ্ধতি হিসাবে এতটাই গৃহীত হয়েছে যে অন্য পদ্ধতি প্রায় অচল হয়ে গেছে। এইরকম হ'তেই পারে যে, ethnomethodology নয়, শুধুমাত্র conversation analysis পদ্ধতিই সমাজতত্ত্বের মূল ধারায় গৃহীত হ'ল। সেক্ষেত্রে তত্ত্ব হিসাবে ethnomethodology-র গুরুত্ব হ্রাস পেতে বাধ্য।

৬০.৬ অনুশীলনী

১) Ethnomethodology -র মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? Ethnomethodology কিভাবে Phenomenology বা প্রপঞ্চবাদের থেকে পৃথক?

২) Garfinkel- এর ethnomethodology সংক্রান্ত চিন্তাধারার সূত্রগুলি আলোচনা করুন।

৩) Ethnomethodological চিন্তাধারা গঠনে Garfinkel এর অবদান পর্যালোচনা করুন।

৪) Ethnomethodology-র চিন্তাধারায় 'Accounting' 'indexicality' এবং 'reflexivity' সংক্রান্ত ধারণাগুলির অর্থ ও তাৎপর্য কি?

৫) Ethnomethodology-র উপর একটি সমালোচনামূলক বিবরণ লিখুন।

৬০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) J. H. Turner : The Structure of Sociological Theory (1977)

২) F. Abraham : Modern Sociological Theory (1982)

৩) Harold Garfinkel : Studies in Ethnomethodology(1967)

৪) International Encyclopaedia or Sociology, Vol.-1, Article on 'Ethnomethodology'

একক ৬১ □ ক্রিটিক্যাল থিয়োরী

গঠন

৬১.১ উদ্দেশ্য
৬১.২ প্রস্তাবনা
৬১.৩ ক্রিটিক্যাল থিয়োরী কি?
৬১.৪ সমাজব্যবস্থার সমালোচনা
৬১.৫ সমাজতত্ত্বের সমালোচনা
৬১.৬ ক্রিটিক্যাল সমাজতত্ত্ব ও মার্ক্সবাদ
৬১.৭ ক্রিটিক্যাল থিয়োরী ও হ্বেবারের মতবাদ
৬১.৮ ম্যাক্স হোরখাইমার
৬১.৯ থিয়োডোর এ্যাডোরনো
৬১.১০ হার্বার্ট মারকিউস
৬১.১১ জুরগেন হ্যাবারমাস
৬১.১২ সমালোচনা
৬১.১৩ অনুশীলনী
৬১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৬১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন

- ক্রিটিক্যাল থিয়োরী কাকে বলে
- ক্রিটিক্যাল সমাজতত্ত্ব ও মাক্সবাদের সম্পর্ক
- ক্রিটিক্যাল থিয়োরী ও হ্বেবারের মতবাদ
- ম্যা হোরখাইমার, থিয়োডোর এ্যাডোরনো, হার্বার্ট মারকিউস ও জুরগেন হ্যাবারমাসের মতবাদ

৬১.২ প্রস্তাবনা

আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পিছনে এবং তাদের তাত্ত্বিক রূপরেখা দেওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তবুও বর্তমানে, বিশেষ করে পঞ্চাশ-ষাট এর দশক থেকে আরম্ভ করে, পাশ্চাত্য দুনিয়াতে প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যা আলোচনার বিষয়বস্তু এবং সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এসবগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা এবং এগুলির সম্বন্ধে সমালোচনামূলক মনোভাব গ্রহণ করার প্রবণতার উদ্ভব হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার যেমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনই আবার

তাদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নিয়ে আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যও আছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ মত পার্থক্য সত্ত্বেও এই সমস্ত সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলি প্রচলিত তত্ত্বগুলিকে এবং প্রচলিত মূলধারার সমাজবিজ্ঞানবে বিশেষ করে সমাজতত্ত্বকে যেভাবে সমালোচনা করেছে এবং সমাজতত্ত্বের তাত্ত্বিক কাঠামো কি হওয়া উচিত এবং সমাজকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা উচিত সে সম্বন্ধে যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তার ভিত্তিতে এক নতুন ধরনের তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে উঠে আসে। এগুলিকেই সংক্ষেপে Critical Theory, আবার কেউ কেউ Radical Theory, আবার কেউ কেউ Frankfurt School এই হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

৬১.৩ ক্রিটিক্যাল থিয়োরী কি ?

অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, যেমন Structural functionalism বা Conflict Theory-র ক্ষেত্রে যেমন তাদের তাত্ত্বিক রূপরেখার একটি সাধারণ কাঠামো আছে; Critical Theory-র ক্ষেত্রে সেইরকম রূপরেখা পাওয়া কঠিন। তাদের মধ্যে যে ঐক্য তা হচ্ছে negative বা নঞর্থক অর্থে ঐক্য অর্থাৎ সেগুলি সবই প্রচলিত মূলধারার (mainstream) সমাজতত্ত্ব এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনামূলক। কিন্তু এই সমালোচনাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশেষ করে ষাটের এবং সত্তরের দশকের অশান্ত পশ্চিমী দুনিয়াতে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। রক্ষণশীলতার মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে সমাজতত্ত্বকে গড়ে তোলার ডাক এরা দিয়েছিল। প্রচলিত ব্যবস্থাকে রক্ষা করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়ে তোলার বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার কথা এরা বলেছিলো। এই সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এক ন্যায্য এবং মানবিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার হাতিয়ার হিসাবে সমাজতত্ত্ব নতুনভাবে গড়ে উঠুক। কেউ কেউ এই নতুন সমাজতত্ত্বকে Radical Sociology বা বিপ্লবী সমাজতত্ত্ব হিসাবেও আখ্যা দিয়েছেন। সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবে সমাজতত্ত্বকে গড়ে তোলার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা Critical Theory বা Radical Theory হিসাবে চিহ্নিত করি।

৬১.৪ সমাজব্যবস্থার সমালোচনা

আগেই বলা হয়েছে যে, সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলির প্রবক্তারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের সমালোচনা মূলত বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজে যে অসাম্য, অন্যায় এবং মানবতাবিরোধী বিষয়গুলি দেখা যায় তার বিরুদ্ধে। প্রচলিত সমাজতত্ত্ব যেহেতু স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে তাই তাঁরা এক নতুন ধরনের সমাজতত্ত্ব গড়ে তুলতে চান। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের সমালোচনাগুলি এখানে আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমত, Coser, Dahrendorf প্রভৃতি তাত্ত্বিকরা যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব (conflict theory) উপস্থিত করেছেন তার মূল বক্তব্য হ'ল বর্তমান ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা, কিন্তু সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলি বর্তমান ব্যবস্থা এবং সমাজ কাঠামোকেই সমস্ত দ্বন্দ্বের এবং অসাম্যের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেন। এই সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলি প্রচলিত সমাজ কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাগুলিকে সমালোচনা করে এবং এক উন্নততর সমাজকাঠামোর কথা বলে যা ন্যায়সঙ্গত এবং যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে এবং মর্যাদা দিয়ে গড়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রবক্তারা বর্তমান ব্যবস্থাকে দোষারোপ করছেন এবং এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা চালু করার কথা বলছেন, তাই মূলধারার সমাজতত্ত্ব বা পাশ্চাত্যের প্রচলিত সমাজতত্ত্ব যে মূল্য নিরপেক্ষতার আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। বস্তুতপক্ষে তাঁরা মনে করেন যে, অসম এবং অন্যায় ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থেকে যদি সমাজতত্ত্ব মূল্য নিরপেক্ষতার কথা বলে, তার অর্থই হচ্ছে অন্যায় ব্যবস্থাটাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা। গুল্ডনারের (Gouldner) লেখার মধ্যে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই যেখানে তিনি সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মতাকে, মূল্য নিরপেক্ষতার আদর্শকে এবং বস্তুমুখিনতাকে (objectivity) ব্যঙ্গ করেছেন এবং একে চোখে ধূলো দেওয়ার এক প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

তৃতীয়ত, empirical sociology, বিশেষ করে কাঠামো-ক্রিয়াতত্ত্ব, যেভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিপ্রেক্ষিতে বাদ দিয়ে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, সমালোচনামূলক তত্ত্বে সেটিকেও প্রচন্ডভাবে বিরোধিতা করা হয়েছে; তাঁদের মতে, যে কোনও সমাজের আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ধরন, সমাজ-কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিকে সম্যকভাবে বুঝতে গেলে তাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে এবং সেই আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে, সমাজের বিবর্তনশীল কাঠামোর মধ্যে যদি বর্তমানকে ব্যাখ্যা করা না যায় তবে সমাজকে প্রকৃত অর্থে বোঝা সম্ভব হবে না। মূলধারার সমাজতত্ত্ব তাই যে ইতিহাস নিরপেক্ষতার কথা বলে তাও এক অবাস্তব ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা আমাদের সমাজের প্রকৃতি বুঝতে বা তার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে কোনভাবেই সাহায্য করে না।

৬১.৫ সমাজতত্ত্বের সমালোচনা

মূলধারার সমাজতত্ত্বকে Critical theory- র প্রবক্তারা সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন কারণে। মূলধারার সমাজতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পথ এবং দৃষ্টবাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করে না। Scientism বা বিজ্ঞানকে পন্থা হিসাবে না দেখে তাকে লক্ষ্য হিসাবে দেখা - এইটি হচ্ছে প্রচলিত সমাজতত্ত্বের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় সমালোচনা। এর ফলে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যা আছে তাকেই বোঝা · এটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় - বর্তমান ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা নয়। এর ফলে যারা প্রচলিত ব্যবস্থার শিকার, তার শোষণের শিকার, তাদের কাছে সমাজত্ত্ব শোষণের সমর্থনকারী বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত সমাজবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়ার ফলে ব্যক্তির স্বার্থ সেইভাবে দেখে না। ব্যক্তি এবং সমাজের মিথস্ক্রিয়া, যেখানে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা তার পারিপার্শ্বিককে দেখা এবং তাকে ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গি - এগুলির ওপর জোর না দিয়ে সামগ্রিকতাকে সামনে তুলে ধরে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকে ছোট করে দেখানোতে সাহায্য করে। Ritze এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "Because they (i.e. conventional Sociology) ignore the individual, sociologists are such as being unable to say anything meaningful about political changes that could lead to a just and humane society. As Zoltan Tar put it, sociology becomes an integral part of the existing society instead of being a means of critique and a ferment of renewal."

৬১.৬ ক্রিটিক্যাল সমাজতত্ত্ব এবং মার্ক্সবাদ

সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলির সাথে মার্ক্সবাদের সম্পর্ক নির্ধারণ একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা। বর্তমান সমাজের দ্বন্দ্ব মানবিকতার পরিপন্থী ব্যবস্থাবলী শোষণ ব্যবস্থা, যেগুলি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীরা সোচ্চার, সমালোচনামূলক তত্ত্বে সেগুলি সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। মার্ক্সবাদীরা যেমন বর্তমান ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের কথা বলেন, critical sociology তেও তেমনই বর্তমান ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আমরা যদি Frankfurt School-এর উদ্ভবের কারণগুলি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে মার্ক্সবাদের প্রতি আগ্রহ এবং মার্ক্সবাদ চর্চার ওপর ভিত্তি করেই এই School- এর উদ্ভব ঘটেছিলো। মার্ক্সবাদকে নতুন করে আলোচনার পরিধির মধ্যে টেনে আনা, সমাজ আলোচনায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে ব্যবহার করা, কাঠামোগত অসঙ্গতি এবং শ্রেণীগত বৈষম্যকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা মূল্য নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা - এইগুলি সবই মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা দ্বারা পরিপুষ্ট।

এই কারণে বলা যায় যে, Critical Sociology বা Radical Sociology উদ্ভবের পিছনে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার একটা বড় অবদান আছে। মার্ক্সবাদ চর্চায় নতুন আগ্রহের সাথে সাথে এই বোধেরও বিকাশ হয় যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়া প্রচলিত ব্যবস্থাকে বোঝা বা উন্নততর সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা মনে করেছেন যে, শুধুমাত্র সমাজ-সংস্কার (Social reformism) নয়, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই (restructuring) বর্তমান অবস্থা পাল্টাতে পারে, পরিবর্তনের সপক্ষে তাঁদের যে বক্তব্য তার একটা বড় অংশ মার্ক্সবাদের প্রেরণাতে গড়ে উঠেছিলো, যদিও এটাও ঠিক যে মার্ক্সবাদ ছাড়াও অন্যান্য ধরনের চিন্তাধারাও তাদের সাহায্য করেছিলো। ষাটের দশকে Critical Sociology- র ক্রমবর্ধমান প্রভাবের একটা বড় কারণ ছিলো ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমাগত সঙ্কট যা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসন্তোষের চেহারা নিচ্ছিল। ছাত্র-যুব বিক্ষোভ, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অনীহা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অসন্তোষ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, মূল্যবোধের অবক্ষয় - এই সবগুলি ছিল Critical sociology উদ্ভবের পিছনে বাস্তব পটভূমি। যেহেতু মূলধারার সমাজতত্ত্ব প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধরে নিয়ে গড়ে উঠেছে তাই তারা সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমদানী করতে চেয়েছিল। R.S. Shrivastava এ বিষয়ে বলেছেন, "Thus the radicalization of social theory came about as a consequence of some of the World events occurring outside the discipline of sociology, and the growing realization that the existing explanatory paradigms failed to explain or grasp the ongoing reality. They were also thought to be incapable of providing a blueprint for transfer motion of social order towards a just and humane society. The coming of radicalism also signified imminent politicization of the intellectual apparatus of sociology." (Traditions in Sociological Theory, 1991)

Critical Sociology- র মূল বক্তব্যের সাথে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও, একে মার্ক্সবাদ বা এমনকি নয়া মার্ক্সবাদ হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। যে তিনটি সমধর্মী চিন্তাধারা সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে চল্লিশের দশকের শেষ থেকে একে এক গড়ে উঠেছে, যেমন, Frankfurt School critical theory এর

Radical theory- এগুলি প্রত্যেকেই আপাতদৃষ্টিতে কিছু মার্ক্সবাদী যুক্তি ব্যবহার করেছে কিন্তু মূলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিবিন্যাসে এগুলি মার্ক্সবাদ থেকে পৃথক। তাই সাধারণভাবে যে ধারণা আছে যে এই তত্ত্বগুলি সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব, তা সঠিক নয়। Bottomore তাঁর The Frankfurt School গ্রন্থে মার্কসবাদী চিন্তাধারার সাথে এই তত্ত্বগুলির পার্থক্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং কেন এগুলি মার্ক্সবাদের সাথে সমার্থক নয় তা দেখিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা এই যুক্তিগুলি নীচে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত, মূলধারার সমাজতত্ত্বের a historical দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এঁরা সমালোচনা করলেও, এঁদের নিজেদের আলোচনা যে তাঁরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে করেছেন, একথা বলা যাবে না; বরং তাঁরা সমাজবিশ্লেষণে বর্তমান সময় এমন কি ওপর ওপর জিনিষগুলি নিয়ে যেভাবে ব্যস্ত থেকেছেন, তাদের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে সেভাবে কোন ব্যাখ্যা করেন নি। সমকালীন ঘটনা, যেমন ইউরোপে নাৎসীবাদ, পঞ্চাশের দশকের culture industry বা ষাটের দশকের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিক্ষোভ এবং আন্দোলন - এইগুলিই ছিল তাঁদের 'বৈপ্লবিক ইতিহাসের' বিষয়বস্তু। তাই বলা যায়, মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু বা যুক্তিবিন্যাসকে সেইভাবে প্রভাবিত করে নি।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্সবাদের একটা মূল দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু Frankfurt School-এর আলোচনায় বা Critical Sociology-র বিভিন্ন লেখায় আমরা শ্রমিক শ্রেণীকে খুঁজেই পাই না, এমনকি কোন্ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণী সম্বন্ধে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে বা মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, সেটিও তাঁরা সেইভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। একমাত্র Habermas- এর লেখার মধ্যে আমরা 'reconstruction of historical materialism' সম্বন্ধে কিছু দেখি, কিন্তু এই আলোচনাও কোনও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে করা হয় নি - করা হয়েছে এক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে।

তৃতীয়ত, এঁদের তাত্ত্বিক আলোচনায় শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্ব হ্রাসের সাথে সাথে অর্থনীতিক কেন্দ্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনাও ক্রমহ্রাসমান। বলা যেতে পারে যে, তাঁরা যেমন ইতিহাসকে বর্জন করেছেন তেমনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনাও বর্জন করেছেন। বস্তুত বর্তমান সমাজে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ কেন গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই ধরনের কোনও আলোচনাও আমরা এঁদের লেখার মধ্যে দেখতে পাই না। তাঁরা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাষ্ট্রক্ষমতার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু সমকালীন সমাজের ব্যাখ্যার বা পরিবর্তনের প্রশ্নে কেন শ্রেণী শাসন বা শ্রেণী অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই ধরনের কোনও আলোচনাতেই তাঁরা যান নি। তাই বলা যায় যে, যদি মার্ক্সবাদকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা বা সমাজপরিবর্তনকে ব্যাখ্যা - এইভাবে দেখা যায় তবে তা Critical Theory- র প্রবক্তাদের সেইভাবে প্রভাবিত করে নি।

চতুর্থত, এঁদের আলোচনায় ঠিক যেমন ইতিহাস বা অর্থনীতি আসে নি, তেমনই শ্রেণী বিষয়টিও সেভাবে গুরুত্ব পায় নি। এই প্রসঙ্গে Bottomore বলেছেন, "The neglect of historical research on our side and of economic analysis on the other separates the Frankfurt School and its prolongation in neo-critical theory very sharply from Marxism, but the most obvious divergence from what may be called in broad terms 'Classical' Marxism, is to be seen in the discussion of class, the concept of class is not only fundamental in Marx's social theory, and indeed, in a crucial sense, its starting point. The Frankfurt School doctrine, on the other hand, has

been described as 'Marxism without the proletariat and move generally 'Western Marxism' is seen by some writers as being at least in part a 'philosophical meditation' on the defeats subtained by the working classes in the twentieth century..." বস্তুতপক্ষে শ্রেণী সম্বন্ধে critical theory-প্রবক্তারা বরাবরই একটা সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের আলোচনায় এটা ধরেই নিয়েছেন। যে বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি বা শ্রেণী চেতনা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা Habermas-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি। যেখানে তিনি বলেছেন যে, we are separated from Marx by evident historical truths, for example, that in the developed capitalist societies there is no identifiable class, no clearly circumscribed social group which could be singled out as the representative of a general interest that has been violated."

অন্যদিকে বর্তমান পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সের শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মার্ক্সবাদী সাহিত্যে প্রচুর আলোচনা বিশদভাবে রয়েছে। এই সব আলোচনাতে উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে আধিপত্যশীল শ্রেণীর প্রকৃতি, নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক সমৃদ্ধ লেখা রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় প্রযুক্তিবিদ এবং আমলাতন্ত্রের ভূমিকা এবং নয়া শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের তাৎপর্য নিয়েও লেখা রয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনাতে কোথাও এটা মেনে নেওয়া হয় নি যে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণা অপ্রাসঙ্গিক বা এটি মানা হয় নি যে শ্রমিক শ্রেণী তার গুরুত্ব একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে।

Habermas- এর আলোচনা প্রসঙ্গে Bottomore যা বলেছেন তা সাধারণভাবে Critical Sociology সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তিনি বলছেন যে Habermas's writings all to be distinguished from Marxist Sociology for two reasons. "First, Habermas's theory of society reclaims remains unhistorical: it is concerned above all with the analysis and critique of modern societies and unlike Marxism, it does not set this analysis within a theory of history which undertakes to explain all the forms of human society and their transformations. Second, it neglects economic analysis and indeed, as I have indicated, wants to subsume the concept of labour under that of communicative action."

৬১.৭ ক্রিটিক্যাল থিয়োরী ও হ্বেবারের মতবাদ

মার্ক্সবাদের সাথে সম্পর্ক আলোচনার সাথে সাথে critical theory-র বিবর্তনে Weber- এর প্রভাবের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। Weber যেমন আধুনিক সমাজের মূল ভিত্তি হিসাবে rationality বা যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তেমনই Critical Sociology- র প্রবক্তারা বর্তমান যুগে প্রযুক্তিভিত্তিক যুক্তিবাদ বা technological rationality-র উপর জোর দিয়েছিলেন। Weber-এর মতোই এরা বিশ্বাস করতেন যে, এই যুক্তিবাদের উদ্ভব মানুষের কাজকর্মের ফলেই হয়েছে - কিন্তু এদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। মানুষ তার সৃষ্ট বস্তুর হাতেই ক্রীড়নক হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই Marcuse যখন বলেন 'not only the application of technology but technology itself is domination (of nature and men) - methodical, scientific, calculated and calculating control'- তখন তার কথায় Weber এর প্রতিধ্বনিই আমরা শুনতে পাই।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজের পর্যালোচনাতে Critical Sociologists -দের যে হতাশা বা দুঃখবোধ আমরা দেখি তা Weber- এর হতাশার সমতুল। Weber বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে একই সাথে মানুষের প্রগতি এবং দাসত্বের প্রতীক হিসাবে দেখেছিলেন। Weber বলেছিলেন যে, বর্তমান সমাজে ক্রমবর্ধমান rationalization and intellectualization- এর ফলে সমাজসম্পর্কগুলি পুরোপুরি উদ্দেশ্যমুখী হয়ে যাবে- এখানে instrumental social relationship -এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে সমাজব্যবস্থা পরিণত হবে লৌহশৃঙ্খলে (iron-cage), মানুষের সম্পর্ক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হবে এবং ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতা কোনও জায়গা আর থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এই পরিণতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই করার আর কোন জায়গা থাকবে না। মানুষ শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। Weber এই অবস্থা থেকে উত্তরণের আর একটা পথ বলেছিলেন; এক সম্মোহনী নেতৃত্বের (Charisuatic leader) উদ্ভবের মাধ্যমে যিনি সমাজব্যবস্থাকে এই পীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন পথের দিশারী হিসাবে কাজ করবেন।

Critical Sociologist-দের লেখায় আমরা একই রকম হতাশা এবং দুঃখবোধ দেখতে পাই। প্রযুক্তিগত যুক্তিবাদ (technological rationalization) মানুষকে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে যার হাত থেকে তার মুক্তি নেই। এর ফলে তার মনুষ্যত্ব, সামাজিকতাবোধ, মানবতাবোধ সমস্ত কিছু লুপ্ত হয়ে মানুষ এক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। Marcuse সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Bottomore বলেছেন "unlike Weber Marcuse does not see as even a remote possibility of opposition to the 'administered society' the preservation by individuals of a private sphere of values (though Horkheimer was more inclined to this view)." Mommsen-এর কথায়, Weber -কে যদি a liberal in despair বলা যায় তবে Frankfurt School - এর প্রবক্তাদের, বিশেষ করে Marcuse -কে বলা যায় 'radicals in despair'। এই সব কারণে Critical Sociology এবং Weber-এর সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমরা বহুলাংশে মিল খুঁজে পাই।

৬১.৮ ম্যাক্স হোরখাইমার

Frankfurt School- এর প্রথম যুগের ইতিহাস এবং পরবর্ত্তীকালের চিন্তাধারার বিবর্তনে Max Horkheimer- এর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। পঞ্চাশের দশকের পর Frankfurt School এর সাথে যে সমস্ত দার্শনিক যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও Horkheimer এবং Adorno-র এক বড় ধরনের প্রভাব ছিল। এঁদের মধ্যে Habermas, schimdt এবং Wellmer Horkheimer-কে আমরা Frankfurt School-এর প্রথম যুগের চিন্তাবিদ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি যা পরবর্ত্তী চিন্তাধারাকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল।

Frankfurt School -এর চিন্তাধারার মূল বিষয় ছিল সামাজিক তত্ত্বের বিষয় হিসাবে এবং পদ্ধতি হিসাবে প্রত্যক্ষবাদ এবং empiricism-এর বিরোধিতা করা এবং তার পরিবর্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমাজ বিশ্লেষণ করা। এই সমালোচনার তিনটি মূল বিষয় ছিল। প্রথমত, দৃষ্টবাদী বিজ্ঞান সমাজ পর্যালোচনা এবং সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের কোনওভাবে সাহায্য করে না বরং এক ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বর্তমান ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি যা আছে তাকেই সমর্থন করে এবং যে কোনও ধরনের পরিবর্তনকে সন্দেহের

চোখে দেখে। তাই এটি রক্ষণশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি দোষে দুষ্ট। তৃতীয়ত, যেহেতু বর্তমান ব্যবস্থাকে সমর্থনের ভিত্তিতে মূলধারার সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তাই বর্তমান ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রযুক্তিবিদদের আধিপত্য যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা মানুষের মনুষ্যত্ব এবং মানবতাবাদী প্রকৃতির বিরোধী, তাকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। তাই প্রচলিত সমাজ-বিজ্ঞান প্রকৃত অর্থে মানবতা বিরোধী। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিরোধ করার জন্যই তারা নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। Horkheimer এই চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর রচনাগুলিকেও আমরা এই তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

Positivism এবং empiricism - দু'টি শব্দকেই সমার্থক হিসাবে তিনি ধরে নিয়েছেন - যার ওপর ভিত্তি করে মূল ধারার সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠেছে তার তীব্র সমালোচক ছিলেন Horkheimer। তাঁর মতে, জ্ঞান অন্বেষণের ভিত্তি হিসাবে অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে positivism- কে মেনে নেওয়া যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনাতে Horkheimer প্রধানত তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে শুধুমাত্র তথ্যের ভিত্তি এবং বস্তু হিসাবে (as facts and objects) মনে করে এবং তার ভিত্তিকে যান্ত্রিক ভাবে সত্য এবং বাস্তবতাকে নিরুপণ করতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গি এটা ধরে নেয় যে, যা সামনে থাকে তাই ঘটনা এবং তাই বাস্তব ঘটনাকে পর্যালোচনা এবং ব্যাখ্যা করার পার্থক্যের ভিত্তিতে যে ঘটনার প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে, positivism-এ তা স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ, এই দৃষ্টিভঙ্গি essence এবং appearance এর মধ্যে কোনও পার্থক্য করে না। তৃতীয়ত, মূল্য নিরপেক্ষতার নাম করে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের পক্ষে কোনটি হিতকর বা কোন্‌টি কল্যাণকামী এই আলোচনা থেকে বিরত থাকে। এর ফলে, যে সমাজবিজ্ঞান তাঁরা গড়ে তুলছেন তা মানুষের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হচ্ছে কিনা - সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যান এবং এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে তাঁরা যা প্রচলিত, যা চলে আসছে তাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। সমাজবিজ্ঞান পরিবর্তনের বিজ্ঞান না হয়ে, প্রচলিত ব্যবস্থার সপক্ষের বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হয়।

এই প্রসঙ্গে Bottomore বলেছেন, Horkheimer, in his two major essays published in 1937, criticised positivism more comprehensively as a philosophy of science, especially in the form of 'logical positivism' বা 'logical empiricism' of the Vienna Circle. His criticism was directed broadly against all versious of 'scientism' (i.e. against the idea of a universal scientific method, common to the natural and the social sciences, which was expressed by members of the vienna circle in the project of a 'unified science') and in particular against its claim that science is 'the knowledge and the theory' and its disparagement of philosophy, i.e. every critical attitude towards science."

এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে Horkheimer logical positivism- এর বৈজ্ঞানিকতাকেই challenge করেছেন। এগুলি হ'ল (১) যা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি - the alpha and omega of empiricism - এটি সম্পূর্ণত গ্রহণযোগ্য নয় (২) প্রত্যক্ষবাদ অজস্র ঘটনাপ্রবাহ থেকে খেয়ালখুশি মতে (arbitrarily) কিছু ঘটনাকে বেছে নেয় যাকে কোনওভাবেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায় না এবং (৩) ঘটনা এবং মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে এটি মূল্যবোধ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে ফেলে যার ফলে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে এরা ব্যর্থ হয় এবং 'social theory' এবং 'right social theory'-র মধ্যে পার্থক্য করে না। Horkheimer-এর বিকল্প তত্ত্ব positivism এই সমালোচনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

এই যুক্তি থেকেই Horkheimer দেখিয়েছেন যে, তথাকথিত positivist philosophy of science or positivist world view কেবলমাত্র বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার (status quo) পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে, positivism এই রূপ - যা কোনরকম ভাল মন্দ বিচারের মধ্যে যায় না বা যা বর্তমান ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত বৈষম্য বা অন্যায় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলে না - বৈজ্ঞানিকতার আড়ালে রাজনীতি ('scientific politics) করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই চিন্তাধারার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে F. A. Hayek 'scientism' এবং 'scientistic' কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন যা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

Positivism -এর এই সমালোচনার সাথে সাথে Horkheimer বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের যে প্রাধান্য এবং তার ফলে যে আর এক ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। Bottomore -এর কথায়, "In Dialectics of Enlightenment (by Horkheimer) it is not so much scientism as a philosophy of science and an element or bourgeois thought, but science and technology themselves,and the 'technological consciousness' or 'instrumental reason' which they diffuse throughout society (or which somehow accmpanies their development) that are now shown as the principal factor in the maintenance of dominance." এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের আধিপত্যকে এইভাবে বড় করে দেখিয়ে Horkheimer Marx-এর শ্রেণী আধিপত্য এবং শ্রেণী শোষণের এর তত্ত্ব থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়েছিলেন। এই চিন্তাধারার আরও সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা পাই Harbert Marcuse এর লেখার মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে তাঁর One Dimensional man এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে।

Horkheimer- এর চিন্তাধারার আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হ'ল বর্তমান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ধারক ভূমিকা তিনি মানেন নি। ব্যক্তি-চিন্তাধারার এবং তার প্রাধান্যের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, কিন্তু শ্রেণী বা শ্রেণীচেতনার অস্তিত্বের কথা তিনি সার্বিকভাবে স্বীকার করেন নি।এর ফলে ভবিষ্যৎ সমাজের পুনর্গঠনের রূপ কি হবে বা সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী ভূমিকা কাদের হাতে থাকবে সে সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণা Horkheimer-এর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এই চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বুদ্ধিজীবি বা critical intellectuals দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বলেছেন। বস্তুত, critical theory, তাঁর মতে, বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের প্রতিক্রিয়ার একটি তাত্ত্বিক রূপ। Horkheimer -এর এই চিন্তাভাবনার সাথে Young Hegelians or critical critics, যাদের উল্লেখ Marx তাঁর The Holy Familyতে করেছেন এবং যাঁরা ১৮৩০ বা ১৮৪০ এর দশকে সক্রিয় ছিলেন, তাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, অন্যান্য critical theory-র প্রবক্তাদের মতোই, Horkheimer তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত ব্যবস্থাকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন, সেই পরিবর্তিত ব্যবস্থার রূপরেখা বা কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি। তাঁর বক্তব্য প্রধানত negative এবং তা প্রধানত বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা যা পরিবর্তিত সমাজের রূপরেখা তা অর্জনের উপর দু'টি সম্বন্ধেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিল, তার সাথে Horkheimer-এর চিন্তাধারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৬১.৯ থিয়োডোর এ্যাডোরনো

Frankfurt School -এর প্রথম দিকের চিন্তাধারার মধ্যে যে কটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে Adorno প্রণীত Authoritarian Personality- র তত্ত্ব। Horkheimer এবং Adorno Frankfurt School- এর প্রথমদিককার সময়ে নাৎসীবাদ উদ্ভবের সামাজিক পটভূমি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন, Adorno- র authoritarian personality সম্বন্ধে ধারণা তারই একটা ফসল। এখানে Adorno যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন তা হ'ল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে আচরণ করে তার উৎস পাওয়া যাবে তার ব্যক্তিত্বের গঠনের উপকরণের মাধ্যমে। ব্যক্তিত্বের গঠন যদি কর্তৃত্ববাদী এবং আত্মকেন্দ্রিক হয় তবে ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গি হবে অনমনীয় যা মনে করবে সঠিক চিন্তাধারা আছে কেবলমাত্র একটিই; যুক্তি, তর্ক বা মতবিরোধের কোনও স্থান নেই এবং বাড়ীতে যেমন গুরুজনদের মান্য করতে হবে ঠিক তেমনই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এক নেতা বা এক নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হচ্ছে শর্তহীনভাবে আনুগত্য এবং বশ্যতা দেখানো এবং অধস্তনদের কাছ থেকে একইভাবে আনুগত্য এবং বশ্যতা আদায় করা।

Adorno কোন্ ধরনের পারিবারিক কাঠামো থেকে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়, তা দেখিয়েছেন। পিতা মাতা এবং সন্তানদের মধ্যে যদি কর্তৃত্বভিত্তিক এবং শোষণভিত্তিক সম্পর্ক থাকে এবং পরিবারের মধ্যে গতানুগতিকতা এবং উচ্চ-নীচ প্রভেদের ওপর জোর থাকে, তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয় যা শুধু ব্যক্তিজীবনকেই প্রভাবিত করে না - সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্যে দিয়েও পরিস্ফুট হয়। Adorno-এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "The most crucial result of the present study (The Authoritarian personality), as it seems to the authors, is the demonstration of close correspondence in the type of approach and outlook a subject is likely to have in a great variety of areas, ranging from the most intimate features of family and sex adjustments, through relationships to other people in general, to religion and to social and political philosophy."

Adorno এই ধারণার সাহায্য নিয়ে নেতৃত্ব এবং অনুসরণকারীদের মধ্যে সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরিবার এবং সামাজিক অবস্থা authoritarian personality-র জন্ম দেয় যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক, শোষণমূলক এবং স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের উদ্ভবে সাহায্য করে এবং এই ধরনের নেতৃত্বকে সমর্থন করে। পরিবারের মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বে এই উপাদানগুলি চলে আসে যখন পরিবারে কঠোর অনুশাসন থাকে, পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসার বদলে কর্তৃত্ব এবং শাসন বড় হয়ে দেখা যায় যা শিশু স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করে; এর ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বে মান্য করার এবং অনুসরণ করার প্রবণতা বড় করে দেখা যায়। মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সাবেকী ব্যবস্থা এবং রক্ষণশীলতার প্রতি তার ভালবাসা জন্মায় এবং পরিবর্তন বা নতুন ধরনের চিন্তাধারাকে সে ভয় করে এবং তার বিরোধিতা করে। আনুগত্য এবং নির্ভরশীলতা তার মধ্যে এক ধরনের ভয় এবং উদ্বেগের সৃষ্টি করে যার ফলে সে আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে সমসাময়িক নাৎসী জার্মানি এবং ফ্যাসিবাদী ইটালির পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা এসেছিলো কোনও সামাজিক অবস্থান একজন Hitler-এর জন্ম দেয় এবং নেতৃত্ব ভজনা বা hero worship-এর মানসিকতা সৃষ্টি করে তা Adorno তাঁর গবেষণার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। Srivastava বলেছেন

"The concept was used to analyse the nature of German society, particularly the prewar phase of Nazi Germany. It was pointed out that some of the typical characteristics of people possessing authoritarian personality, such as supreme conformism and conventionality, blind submission to the leader, phony conservatism linking with broad political and economic conservatism, rigid ethno centrism and moral purism, were claimed to explain the peculiar socio-political features of Nazi Germany."

পরবর্তীকালে Adorno-র authoritarian personality তত্ত্বের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে Adorno নিজেই এই তত্ত্বটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে domination বা কর্তৃত্বের তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে, আধুনিক সমাজে সমাজ তার কর্তৃত্ব ব্যক্তির ওপর এমন ভাবে তৈরী করে যাতে ব্যক্তি কর্তৃত্বকে বুঝতেও না পারে এবং তার মনের মধ্যে স্বাধীনতার এক মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করে। এই মিথ্যা ধারণার ফলে সমাজবিজ্ঞানগুলিও প্রভাবিত হয় কারণ তারা free society এবং free individual এই তত্ত্ব ধরে নিয়ে তাদের আলোচনা করে।

কিন্তু Horkheimer এর মতো Adorno-ও এই অবস্থা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তার কোনও বিকল্প তত্ত্ব খাড়া করেন নি। বরং এই সম্বন্ধে তিনি কিছু অস্পষ্ট, romantic চিন্তাধারা গ্রহণ করেছেন যখন তিনি শুধুমাত্র চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এদের বিরোধিতার কথা বলেছেন। Bottomore এর ভাষায়, "Adorno, however, saw the possibility or liberating the individual from domination neither in the rise of new oppositional groups, nor in sexual liberation, but rather in the work of the 'authentic' artist, who confronts the given reality with intimations of what it could be." এটা উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে যখন উত্তাল ছাত্র বিদ্রোহ চলছিল প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, Adorno তখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এই আন্দোলন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়েছিলেন।

৬১.১০ হার্বার্ট মারকিউস

Herbert Marcuse ছিলেন Frankfurt School- এর অন্তর্গত আর একজন চিন্তাবিদ যাঁর প্রচলিত ব্যবস্থা এবং মূলস্রোতের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বক্তব্য সমকালীন সময়ে প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। Marcuse-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর One Dimensional Man (1964) যা আধুনিক সমাজের সর্বাঙ্গীন অবক্ষয় এবং মানবতাবিরোধী চরিত্রকে জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে; বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিক সভ্যতা যা তথাকথিত উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার অবক্ষয়ী চেহারা Marcuse তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিক থেকে, তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই কারণ উভয় ব্যবস্থাই যান্ত্রিক সভ্যতা এবং যান্ত্রিক আধিপত্যের শিকার। এই ব্যবস্থা, তিনি দেখিয়েছেন, সমস্ত যুক্তিবাদী চিন্তা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী। Marcuse- এর ভাষায়, "This society is irrational as a whole because rationalization involves not only a rational relationship between ends and means, but also 'reason' which needs to be further explored."

Marcuse মনে করেন, আজকের দিনে যে 'rationality' মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা হ'ল technological rationality। এর মূল বক্তব্য হ'ল, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বর্তমানে শুধু প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, এরা

মানুষের সৃষ্ট হ'লেও Frankenstein-এর মতো মানুষের ওপরই তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে নির্ভরশীলতার এবং যান্ত্রিকতার মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রযুক্তি এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদের (totalitarianism) জন্ম দেয়। ব্যক্তির ওপর এটি যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে তা অনেক সময়ই অদৃশ্য এবং সহনীয় এবং আপাতদৃষ্টিতে আনন্দদায়কও (pleasant)। গণমাধ্যম, যৌনতা, হিংসা এগুলি হচ্ছে এর উদাহরণ যা জনসাধারণের মধ্যে এক ধরনের মাদকতার সৃষ্টি করে এবং এক গণ উন্মাদনার সৃষ্টি করে যার কাছে ব্যক্তি তার ইচ্ছা না থাকলেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

Marcuse এই বক্তব্য স্বীকার করেন নি যে প্রযুক্তি হচ্ছে নিরপেক্ষ শক্তি-এর নিজস্ব কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি মনে করেছেন যে, বর্তমান যুগে প্রযুক্তি মানুষের ওপর আধিপত্য সৃষ্টির এক মাধ্যম মাত্র। প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে এবং তার আভ্যন্তরীণ জগৎকে (inner freedom) নস্যাৎ করে দিয়ে এক ধরনের যান্ত্রিক মানসিকতার সৃষ্টি করে। এর ফলে যে মানুষের সৃষ্টি আধুনিক প্রযুক্তি জগতে তৈরী হয় তা হচ্ছে যান্ত্রিক মানুষ যে নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না, অপরের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে চলে। এই মানুষকেই Marcuse one dimensional man হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

শুধু প্রযুক্তি নয়, আধুনিক বিজ্ঞান, এমনকি সমাজবিজ্ঞানও এমনভাবে গড়ে উঠেছে যাতে করে এই ধরনের যান্ত্রিক সভ্যতাকে মেনে নেওয়া হয়; তাকে সহনীয় করে তোলা যায়। এগুলি যে ধরনের যুক্তিবাদের ওপর নির্ভর করে তা হচ্ছে instrumental rationality, যার মূল কথা হচ্ছে মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতার (conformism) সৃষ্টি করা। তাত্ত্বিক দিক থেকে এবং বাস্তব পদ্ধতি হিসাবেও এমন সব তত্ত্ব এবং ধারণার সৃষ্টি করা হ'ল যা সমালোচনামূলক কোনও ভাষা ব্যবহার করবে না। মূল্যবোধের দিক থেকে অথবা নৈতিকতার দিক এই আপাত নিরপেক্ষতা - প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই - এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করল যা আসলে বর্তমান প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজকেই সমর্থন করে। এই প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ কিন্তু মোটেই নিরপেক্ষ নয়। শুধু সমাজবিজ্ঞানই নয়, music অথবা literature যেগুলি high culture এর অন্তর্ভুক্ত সেগুলিকেও এই প্রযুক্তিভিত্তিক একমুখী সমাজে কাজে নিয়োগ করা হ'ল। অতীতে এগুলি সবসময়েই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলে এসেছে। কিন্তু, যেহেতু বর্তমান সমাজ সৃষ্টিশীলতার বিপক্ষে, তাই গণমাধ্যমের সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায়ে এক ধরনের one-dimensional culture এর সৃষ্টি করা হয়েছে যা one dimensional society-র পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিংসার মাধ্যমে বা জোর করে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এগুলি আস্তে আস্তে বিষপ্রক্রিয়ার মতো সমস্ত সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ছে, একে Marcuse non-terroristic totalitalianism বলেছেন।

Marcuse তাঁর আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরও বলেছেন যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীর আর শ্রেণীগতভাবে আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। শ্রেণী সংগ্রাম এখন অতীত ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। কারণ বর্তমান সমাজে আর কোনও আধিপত্যশীল শ্রেণী নেই এবং কোনও বিরোধী শ্রেণীও নেই। এর বদলে আছে এক অদৃশ্য শক্তির আধিপত্য যাকে Marcuse 'scientific technological rationality' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আজ আর কোনও অসন্তোষ নেই - তারা এখন পরিতৃপ্ত এবং আত্তিকৃত (assimilated and pacified)। এই প্রক্রিয়াতে mass consumption যেমন সাহায্য করেছে, তেমনই যুক্তিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়াও সাহায্য করেছে। সাবেকী ধনতন্ত্রের সেই গলাকাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর নেই। আজকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্র, শিল্প-প্রতিষ্ঠান আর শ্রমিক সংগঠনগুলি মিলেমিশে একযোগে কাজ করছে। এর

ফলে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে যে প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে, শ্রমিক-মালিক আজকে তার সমানভাবে অংশীদার। শ্রমিকরা আজ আর কোনও উন্নততর ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারে না যেখানে তারা আরও বেশি প্রাচুর্য্য পাবে।

কিন্তু প্রাচুর্য্যের অন্তরালে ব্যবস্থার যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার ফলে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারায় এবং তার সৃষ্টিশীল মানসিকতাও বিঘ্নিত হয়। এর ফলে, আধুনিক শিল্পপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাকে Marcuse totalitarian বলে আখ্যা দিয়েছেন; এমনকি উদার, গণতান্ত্রিক দেশগুলিও এর থেকে মুক্ত নয়; কারণ, তাঁর মতে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটি 'comfortable,smooth, reasonable, democratic unfreedom prevails.' প্রশ্ন ওঠে বর্তমান ব্যবস্থা যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে Marcuse বিকল্প ব্যবস্থার কথা কি বলেছেন এবং কিভাবে সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে?

বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনায় Marcuse কতটা সরব হয়েছেন বিকল্প লক্ষ্য এবং পথের সম্বন্ধে তার বক্তব্য তত বেশী সরব আর জোরালো নয়। বলা যেতে পারে, Marcuse বিশ্বাস করতেন যে মানবতার যে, শক্তি শিল্প-প্রযুক্তির প্রাধান্যের ফলে পরাজিত হয়েছে বা হারিয়ে গেছে, এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই মানবতাবাদী চিন্তাধারার আবার পুনরুজ্জীবন ঘটবে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে গেলে মানুষকে তার ইচ্ছাশক্তি এবং মানসিক জোর প্রয়োগ করতে হবে। শিল্পভিত্তিক সমাজের প্রযুক্তিভিত্তিক যুক্তি (technological rationality) মানবশক্তির যে দমন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করবে শিল্পভিত্তিক সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের (contradictions) ভিত্তিতে। এর ফলেই বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তিত হবে এবং এর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে এক মানবতাবাদী উন্নততর সমাজব্যবস্থা। Marcuse মনে করতেন তাঁর এই বিশ্বাস কোনও অলীক কল্পনা নয়, বর্তমান ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভবের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, বিকল্প সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে Marcuse এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কথা বললেও, তা মার্ক্সবাদী দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সাথে কোনও ভাবে তুলনীয় নয়। কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্ব পূর্ণতা পাবে এবং বিকল্প সমাজ প্রতিষ্ঠায় কোন্ শ্রেণী এগিয়ে আসবে, এ সম্বন্ধে Marcuse- এর বক্তব্য পরিষ্কার নয়। আবার, প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজের মধ্যে যদি অন্তর্নিহিতভাবে স্বাধীনতার অবলুপ্তি থাকে তবে ভবিষ্যৎ সমাজে প্রযুক্তির স্থান কি হবে? বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যতিরেকেই কি বিকল্প সমাজ গড়ে উঠবে? এইরকম অনেক আনুসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর Marcuse-এর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। Frankfurt School- এর সমালোচনা প্রসঙ্গে Bottomor যা বলেছেন, তা Marcuse- এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর কথায়, "...it is the absence of any serious and detailed analysis of the capitalist economy, of the class structure and of the development of political parties and movements which makes the Frankfurt School studies of modern society now seem extraordinarily narrow and inadequate." বলা যেতে পারে যে, বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে Marcuse যা বলেছেন তা বহুলাংশে সত্যি হ'লেও, পুনর্গঠনের কোনও পরিকল্পনার অভাবে সমস্ত সমালোচনাই নঙর্থক হয়ে গেছে এবং এক হতাশ মধ্যবিত্ত রোমান্টিক ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই Marcuse -এর লেখায় আপাত গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও তা আমাদের কোনও বিকল্প জায়গায় পৌঁছে দেয় না।

৬১.১১ জুরগেন হ্যাবারমাস

Habermas, যিনি Frankfurt School এর পরবর্তী কালের লেখক এবং যাকে neo-critical theory- র প্রবক্তা বলা হয়, Frankfurt School- এর প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলি সমর্থন করার সাথে সাথে নতুন বিষয়ও যোগ করেন এবং critical theory-র বক্তব্যকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন। প্রথমত, Frankfurt School- এর দৃষ্টবাদ (Positivism)-এর বিরুদ্ধে যে বক্তব্যগুলি ছিল সেগুলিকে তিনি পূর্ণভাবে সমর্থন জানান। যদিও তিনি Positivism -এর বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি আরও বিশ্লেষণাত্মকভাবে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি জ্ঞানের নতুন তত্ত্ব রচনা করেছিলেন, যে নতুন তত্ত্ব মানুষের কাজকর্ম ও তার স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং যা জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

Positivism-এর বিরুদ্ধে critical theory-র যে মূল সমালোচনাগুলি ছিল তাকে সমর্থন করে Habermas বলেন যে, positivism ঘটনা এবং তার মূল্যায়নের মধ্যে কৃত্রিমভাবে পার্থক্য করে, যা আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে না। বিশেষ করে মানুষের কাজকর্ম সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, যার মধ্যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং তার জীবনচেতনা (life world)-ও অন্তর্ভুক্ত। তাই ঘটনা বোঝা, তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং সামগ্রিকতাকে পরিধির মধ্যে আনা - এগুলিই Habermas-এর hermeneutics- এর সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে করা সম্ভব নয়।

জ্ঞানের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Habermas তিন ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন। এই তিন ধরনের জ্ঞান তিন ধরনের স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রথমত, এক ধরনের technical interest যা বস্তু স্বার্থ এবং শ্রমের (material needs and labour) ওপর ভিত্তি করে গড়া; দ্বিতীয়ত, practical interest যা মানুষে-মানুষে যোগাযোগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যার ভিত্তিতে যে জ্ঞান গড়ে ওঠে তাকে Habermas historical-hermeneutic knowledge হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন, এবং তৃতীয়ত, emancipatory interest, যার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ যার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া হিসাবে self-reflective or critical knowledge গড়ে ওঠে।

Habermas এই তত্ত্ব - জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে যে তত্ত্ব তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা Marx-এর সাথে তুলনামূলক ভাবে বোঝা যেতে পারে। Habermas মনে করেছিলেন যে, Marx মানুষের কাজের দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে শ্রম (work), যাকে Habermas purposive rational action হিসাবে অভিহিত করেছেন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, যাকে তিনি communicative action বলেছেন। Habermas দ্বিতীয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "I take as my starting point the fundamental distinction between work and interaction."

Work বা purposive rational action কে Habermas দু'ভাগে ভাগ করেছেন (১) instrumental action এবং (২) Strategic action. প্রথমটির ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যুক্তিপূর্ণভাবে যে কাজ করে আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে কাজ করে।

Communicative action-এর গুরুত্ব Habermas-এর কাছে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়। Habermas বলেছেন, "In communicative action, participants are not primarily oriented to their own successes; they pursue their individual goals under the condition that they can *harmonize* their plans of action on the basis of *common situation definitions.*

Habermas-এর মতে, communicative actionই হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিই হচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন এবং সমস্তরকম বিজ্ঞানের ভিত্তি। তাই যে সমস্ত প্রক্রিয়া স্বাধীন যোগাযোগভিত্তিক কাজকে (free communicative action) ব্যাহত করে সেইগুলিই সমগ্র বিজ্ঞানের চিন্তার বিষয়। Marx - এর কাছে যেমন আদর্শ সমাজ হচ্ছে সেইটি যেখানে ব্যক্তি তার খুশিমত কাজ করতে পারবে। Habermas-এর কাছে আদর্শ সমাজের অর্থ এমন এক সমাজ যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে এবং অবিকৃতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার অধিকার পাবে (undistorted communication). Psychoanalyst -রা যেমন ব্যক্তিকে তার মানসিক বাধা (mental blocks) কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন critical theory-রও কাজ হচ্ছে free communication-এর ক্ষেত্রে যে সমস্ত সামাজিক বাধা আছে সেগুলি চিহ্নিত করা এবং তা দূর করতে সাহায্য করা।

এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করে Habermas তাঁর rationalization বা যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এসেছেন। এখানে Habermas-এর সঙ্গে যেমন Marx এর তুলনা করা যায় তেমনই Max Weber-এর rationalization সংক্রান্ত আলোচনারও তুলনা করা যায়। Habermas-এর মতে, এই বিষয়ের ওপর প্রায় সমস্ত পূর্বতন আলোচনা purpasive rational action বা Work process-এর rationalization-এর ওপর হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনকে উন্নততর করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। Marx এবং Weber দু'জনেরই মতে এটিই হচ্ছে বর্তমান যুগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু Habermas মনে করেন যে, এটি হচ্ছে purposive rational action এর rationalization প্রকৃত rationalization হচ্ছে rationalization of communicative action অর্থাৎ স্বাধীন এবং মুক্ত যোগাযোগ, যেখানে কোনওরকম বাধ্যবাধকতা থাকবে না, বিকৃতি থাকবে না, কারও বা কোনও শ্রেণীর আধিপত্য থাকবে না। সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে চলতে পারবে - এইরকম সামাজিক ব্যবস্থাই এই rationalization প্রক্রিয়ার অংশ। এখানে Habermas rationalization অর্থে মুক্তি বা emancipation-এর কথা বলেছেন - Rationalization here involves emancipation removing restrictions on communication.

সামাজিক ক্ষেত্রে এই rationalization প্রক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে সামাজিক বিধিনিষেধের কড়াকড়ির হাত থেকে মুক্তি যাতে কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নমনীয়তা, সৃষ্টিশীলতা এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার অর্থ প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নততর সমাজ নয় - এমন এক সমাজ যেখান ব্যক্তি বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেকটা পরিমাণে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

Habermas এইভাবে লক্ষ্য হিসাবে এক rational society প্রবর্তনের কথা বলেছেন। Ritzer-এর মতে, "Rationality here means ramoval of the barriers that distort communication, but more generally it means a communication system in which ideas are openly presented and defended against criticism, unconstrained agreement develops during asgermentation."

উন্মুক্ত communication বিপক্ষে প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজে যে দু'টি বিষয় কাজ করে, Habermas-এর মতে, তার একটি হচ্ছে legitimations এবং অপরটি হচ্ছে ideology। এই দু'টি প্রক্রিয়া মুক্ত যোগাযোগের পথে বড় বাধা হিসাবে Habermas পরিগণিত করেছেন।

Legitimations ঃ এটি বলতে Habermas বুঝিয়েছেন চিন্তাভাবনা, আদর্শ, নীতিবোধ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিশ্বাসগুলি যেগুলি বর্তমান ব্যবস্থাকে বজায় রাখে এবং তাকে নীতিগত সমর্থন দেয়। এই ধরনের প্রচলিত বিশ্বাসগুলি বাস্তবকে ধোঁয়াটে করে দেয় এবং বাস্তবতার প্রকৃত চরিত্রকে আচ্ছাদন করে রাখে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে legitimation-এর ক্ষেত্রে যে সঙ্কট, Habermas-এর মতে তার উৎস হচ্ছে দু'টি, প্রথমত, পুরোনো ধরনের বৈধতা-কাঠামো দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যা রাতারাতি নতুন ধরনের কোনও নীতিবোধ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিভিত্তিক বৈধতা-কাঠামো পুরোনো ধরনের নীতি-আদর্শকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন স্বার্থভিত্তিক এবং goal-oriented নীতিবোধের জন্ম দিচ্ছে। যেহেতু এই goal-orientd দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের বিরাট অংশের জন্য সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে না তাই বর্তমান সমাজে এক ধরণের legitimation crises এর সূচনা হচ্ছে যা subjective এবং objective দু'টি ক্ষেত্রেই কাজ করছে। Srivastava বলেছেন, "As the older forms of legitimation are no longer applicable, technocratic legitimation became the principal device to control the system. Due to lack of normal commitments to such form of legitimacy, merely material success or promise of a better future is inadequate to keep up the support or motivation of the masses.There is growing disillusionment or cynicism among people in such societies, creating legitimation crisis."

বর্তমান সমাজে ব্যক্তির চিন্তাভাবনার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আরও একটি বাধা যেটি কাজ করছে, তাকে Habermas ideology হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। Ideology হচ্ছে যে কোনও ধরনের সংগঠিত আদর্শ এবং সেই আদর্শতে পৌঁছানোর কর্মপদ্ধতি যা যৌথস্তরে কাজ করে। যৌথস্তরে কাজ করার ফলে এটি এমন এক ধরনের অপরিবর্তিত কাঠামোর চেহারা নেয় যা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাভাবনা বা তার স্বাধীন উদ্যোগ নেওয়ার প্রবণতাকে খর্ব করে এবং এক ধরনের গতানুগতিকতা বা stereotyping-এর চেহারা নেয়। যেহেতু ideology-র অন্তর্নিহিত প্রবণতাই হচ্ছে ব্যক্তিকে সমষ্টির হাতে সমর্পন করা, তাই উন্মুক্ত সমাজ এবং উন্মুক্ত চিন্তাধারা অর্জনের ক্ষেত্রে Habermas ideology-কে প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

Habermas-এর চিন্তাধারার বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তীকালের উল্লেখিত Life World, System এবং colonization এই তিনটি ধারণার কথা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। Life world বলতে Habermas বুঝিয়েছেন সেই প্রাত্যহিকতা এবং পারিপার্শ্বিকতাকে যার মধ্যে ব্যক্তি অপরের সাথে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন করে। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার মানসিকতা এবং ধ্যানধারণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। Mead-এর অনুসরণ করে Habermas মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া যে পটভূমিতে গড়ে ওঠে, তাই হচ্ছে life world। এখানে ব্যক্তির নিজস্বতা এবং স্বাধীনতা বজায় থাকে। Habermas-এর কথায়, life world is a context forming background of processes of reaching understanding through communicative action. It includes a wide range of unspoken presuppositions about mutual understanding that must exist and be mutually understood for communication to take place.

System বলতে Habermas বুঝিয়েছেন একধরনের বাহ্যিক ব্যবস্থা যা ব্যক্তির আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃতি, সমাজ, ব্যক্তিত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাভাবনার জায়গা আছে যা life world-এর মাধ্যমে সামনে আসে, তেমনি এই প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য system কাজ করে। System এর ক্ষেত্রে এগুলি নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা তাকে Habermas বলেছেন cultural reproduction, social integration and personality formation.

Life World এবং system-এর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে Habermas বলেছেন "The fundamental problem of social theory is how to connect in a satisfactory way the two conceptual strategies indicated by the notions of 'system' and 'life-world'. বর্তমান যুগে এই দু'টির মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে (decoupled) এবং সামগ্রিক ব্যবস্থা বা system নিয়ন্ত্রণ করছে life world কে। Life World-এর ওপর এই নিয়ন্ত্রণকে Habermas colonization of the life world বলেছেন। Ritzer এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "Although Habermas sees a dialectical relationship between system and life world, his main concern is with the way in which system in the modern world has come to control the life world. In other words, he is interested in the breakdown of the dialectic between system and life-world and the growing power of the former over the latter." এর পিছনে যে কারণগুলি রয়েছে তার মধ্যে Habermas দায়ী করেছেন capitalist pattern of modernization কে 'Which is marked by deformation'. কিন্তু Habermas এই আলোচনাকে বা ভবিষ্যৎ সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে পরিকল্পনা, কোনটার ভিত্তিতেই তাকে Marxist অথবা neo-Marxist বলে আখ্যা দেওয়া যায় না।

৬১.১২ সমালোচনা

১৯৩০ এর দশক থেকে আরম্ভ করে ১৯৭০ এর দশক এই দীর্ঘ সময় Frankfurt School or critical school বিভিন্ন লেখকের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম আকার এবং রূপ নিয়েছে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা তাঁরা বিভিন্নভাবে যে রকম করেছেন, তাতে অনেকে একে নয়া মার্ক্সবাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমরা আগেই আলোচনা করেছি কেন মার্ক্সবাদী চর্চার সাথে critical school- কে একসারিতে ফেলা যাবে না। যদিও এটাও সত্য যে, এঁদের মধ্যে অনেকে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনেক ঘনিষ্ঠ এবং অন্যেরা খোলাখুলিভাবে বলেছেন কেন মার্ক্সবাদী যুক্তি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অচল।

ইউরোপীয় সমাজে ১৯৬০-৭০ এর দশকে যে প্রচন্ড সামাজিক আন্দোলন হয়েছিল, অনেকে মনে করেন যে তার প্রেরণা তাঁরা এইসব লেখকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। যদিও এটাও ঠিক যে, আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এইসব লেখকরা - যেমন Marcuse প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এই সমস্ত আন্দোলন থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন কারণে ৭০-এর দশকের পর থেকে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে। প্রধানত যে সমালোচনাগুলি এদের বিরুদ্ধে ক্রমশ প্রাধান্যলাভ করেছে সেইগুলি আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

(১) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঃ যদিও মূলধারার সমাজতত্ত্বের অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে Critical School বক্তব্য রেখেছিলেন তবুও এঁদের নিজেদেরও লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিপ্রেক্ষিতের অভাব দেখা যায়। বর্তমান সমাজ এবং তার সমালোচনায় তাঁরা এতটাই নিয়োজিত ছিলেন যে, ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা মোটেই গ্রহণ করেন নি। ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে নাৎসীবাদের উদ্ভবের কারণ, ১৯৫০ এর দশকে culture industry, ১৯৬০-এর দশকে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলন - এইগুলিই ছিল তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। শ্রমিকশ্রেণী, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বা ধনিক শ্রেণীর পরিবর্তনশীল ভূমিকা এবং তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-এর কোনওটিকেই তাঁরা তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আনেননি। এই কারণে Bottomore বলেছেন, "The Frankfurt School ..... made no attempt to reassess Marx's theory of history as a whole and indeed simply ignored it."

(২) অর্থনৈতিক কারণকে উপেক্ষা ঃ ইতিহাসকে বাদ দিয়ে যেমন তাঁরা আলোচনা করেছিলেন, তেমনই অর্থনীতির মূল প্রশ্নগুলিকেও তাঁরা তাঁদের আলোচনার মধ্যে আনেন নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধনতন্ত্রের ভূমিকা কি, পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করেছে, অনুন্নত দেশগুলিতে শোষণের চেহারা কি, এমন কি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির অবস্থান কি - এই ধরনের কোনও আলোচনাই critical school- এর মধ্যে স্থান পায়নি। এটা ঠিক যে, Habermas তাঁর লেখায় উন্নত ধনতন্ত্রের রূপ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁরও মূল দৃষ্টি ছিল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার ওপর এবং এর ফলে বৈধতার ক্ষেত্রে কি ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে, সেই আলোচনায়।

(৩) শ্রেণী সংক্রান্ত আলোচনার অভাব ঃ Critical Theory- র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী সংক্রান্ত কোনও বিষয়কে আলোচনার মধ্যে না এনে সাধারণভাবে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা। এই কারণে এই তত্ত্বকে অনেকে 'Marxism without the proletariat' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, বর্তমান সময়ে শ্রেণী এবং শ্রেণী আধিপত্য তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিন্তু সমালোচনার বিষয় হ'ল কেন শ্রেণী তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে ? সমাজে যারা আধিপত্য করে তাদের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি কি অথবা যারা অবহেলিত বা অসাম্যের শিকার তাদেরই বা আর্থ-সামাজিক ভিত্তি কি - এই সব কোনও আলোচনার মধ্যে তাঁরা যান নি। Habermas, যাঁর কিছুটা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে neo-critical theory- র প্রবক্তা বলা হয়, তিনিও বলেছেন, we are separated from Marx by evident historical truths, for example, that in the developed capitalist societies there is no identifiable class,no clearly circumscribed social group which could be singled out as the representative of a general interest that has been violated । উল্লেখযোগ্য যে, Habermas -ও কেন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই তা আলোচনা করেন নি, তাকে স্বতসিদ্ধ বা 'evident truth' হিসাবে ধরে নিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে, Critical Theory-র প্রবক্তারা কাঠামোগত আলোচনা বা কাঠামোগত পরিবর্তনের চেয়ে কৃষ্টিগত আলোচনার ওপরই জোর দিয়েছেন। Habermas -এর পরবর্তী লেখক Kellner ও techno-capitalism এবং techno-culture এবং তার আধিপত্যের কথা বলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আলোচনা বর্তমান সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের চেয়ে সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাস পরিবর্তন না করে কি ভাবে এখানে ওখানে কিছু জোড়াতালি দেওয়া যায় - সেই বিষয়েই বেশি সীমাবদ্ধ। তাই Critical Theory বাস্তবে ধনতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে কতটা critical সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

৬১.১৩ অনুশীলনী

১) সমালোচনামূলক তত্ত্ব উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত কি? এগুলিকে কি তত্ত্ব বলা যায়?

২) সমালোচনামূলক তত্ত্বে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এবং প্রচলিত সমাজতত্ত্বকে যে সমস্ত দিকথেকে সমালোচনা করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করুন।

৩) মার্ক্সবাদ এবং সমালোচনামূলক তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্কটি স্পষ্ট করুন।

৪) Max Weber কিভাবে সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রবক্তাদের বক্তব্যকে প্রভাবিত করেছিলেন?

৫) সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে Max Horkheimer-এর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৬) Theodor Adorno-র 'authoritarian personality' সংক্রান্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করুন এবং তিনি কিভাবে প্রচলিত সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার বর্ণনা দিন।

৭) Harbert Marcuse-এর প্রযুক্তিগত যুক্তিবাদ কিভাবে মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব করছে, তা পর্যালোচনা করুন।

৮) J. Habermas-এর চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করুন।

৯) সমালোচনামূলক তত্ত্বের উপর একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন।

৬১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) George Ritzer : Sociological Theory (1996)

২) Tom Bottomore : The Frankfurt School

৩) R. S. Srivastava : Traditions in Sociological Theory (1991)

৪) Malcom Water : Modern Sociological Theory (1994)

৫) বিনয় ঘোষ ঃ মেট্রোপলিটান মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ (১৯৭৭)